পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1465, Saturday, March 26, 2022 FREE www.parichoy.com

বাংলাদেশ অচিরেই একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ১১ পাতায়

আরো আছে...

- আমরা মানবিক দেশ, তাই ইউক্রেনের পক্ষে ভোট : পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন - ৫ম পাতায়
- জাতিসংঘে ইউক্রেনের পক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান পরিবর্তন, ব্যাপক কৌতুহল - ৫ম পাতায়
- এক বছরে বাংলাদেশের কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে ৮ হাজার ৮৬ - ৫ম পাতায়
- দেশে ফেরার কথা ভাবলেই বিমানবন্দরে ভোগান্তির কথা মনে পড়ে - ৫ম পাতায়
- ইউক্রেন সংকটে 'নিরপেক্ষ' রাষ্ট্রগুলো কতটা নিরপেক্ষ - ৬ষ্ঠ পাতায়
- রাশিয়া রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করলে পাল্টা জবাব দেবে ন্যাটো : বাইডেন - ৭ম পাতায়
- এক ধ্বংসস্তূপের নাম মারিউপল - ৭ম পাতায়
- সুপারহিট কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে ভয়ংকর বিতর্ক - ৮ম পাতায়
- স্ত্রীর অনিচ্ছায় যৌনতা হলো ধর্ষণেরই সামিল - বৈবাহিক ধর্ষণ নিয়ে যুগান্তকারী রায় কর্ণাটক হাইকোর্টের - ৮ম পাতায়
- মার্কিন অনুদান নিয়ে নেপালের ওপর নাখোশ চীন - ৮ম পাতায়
- নির্বাচনী প্রচারণাকে রাশিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে কারচুপি চেষ্টার অভিযোগে হিলারির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের মামলা - ৯ম পাতায়
- ৭১-এর গণহত্যার স্বীকৃতি আদায় করতে পারবে বাংলাদেশ? - ১০ম পাতায়

পুতিনের জন্য ইউক্রেন যুদ্ধ বিপজ্জনক দিকে মোড় নিচ্ছে?

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 'প্রথম ধাপ' শেষ, ঘোষণা মস্কোর

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এর ১ম বাংলাদেশী লাইফটাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেলেন নিউইয়র্ক এর শেফ খলিলুর রহমান

বিস্তারিত ৬১ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

CORE CREDIT REPAIR
"Free Credit Consultation"
যেকোন স্টেট থেকেই আমাদের সার্ভিস পেতে পারেন
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
আমাদের সেবা সমূহ:
- Late Payments
- Repossessions
- Charge Offs
- Garnishment
- Inquiries
- Collections
- TAX Liens
- Bankruptcy

Debt Settlement / Debt Elemination
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Specialist
Core Multi Services Inc.
37-42, 72nd Street, Suite# 1
Jackson Heights NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
ALL CHOICE ENERGY | WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3 STAR STAFFING | MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
FAHAD R SOLAIMAN PRESIDENT/CEO
OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

Moinul Islam
917-535-4131
MOINUL4@GMAIL.COM
Buy Sell Rent Invest
আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ী রক্ষা করতে সহায়তা করি।
Short Sale
Mega Homes Realty

A Global Leader In IT Training, Consulting And Job Placement
PEOPLE N TECH
Excellence in Professional Skill Development & Job Placement
GAIN SKILL
LAND A JOB
REACH THE TOP
ACHIEVE RECOGNITION
ENJOY LIFESTYLE
Abubokor Hanip
Founder & CEO
Academic Knowledge
Industrial Knowledge
Skill
No more in Entry Level Job
To Start With Mid/ Senior Level job you need
Confidence
Corporate Environment
Experience
We Prepare You For All And Confirm Your Dream Job
We are Certified by and Members of :
NYC Department of Consumer Affairs
MEMBER BASIS
e-Cab
We Train 50+ Courses
Software Testing | DBA | PMP | Big Data | Blockchain
Cyber Security | IOT | Networking | AR | VR | AWS
Cloud Computing | Web Development | Animation
www.peoplentech.com
Our Presence in: USA CANADA INDIA BANGLADESH
VA: 1604 Spring Hill Rd, 3rd Floor, Suite#302, Vienna, VA 22182; NY: 31-10 37th Avenue, Suite #300, Long Island City, NY 11101
NJ: 2709 Fairmount Ave, 2nd Floor, Atlantic City, NJ 08401; PA: 6796 Market St, 2nd Floor, Upper Darby, PA 19082;
info@peoplentech.com |1-855-562-7448

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

পুতিনের জন্য ইউক্রেন যুদ্ধ বিপজ্জনক দিকে মোড় নিচ্ছে?

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 'প্রথম ধাপ' শেষ, ঘোষণা মস্কোর

মস্কো: আকস্মিকভাবে রাশিয়ার সেনাপ্রধান সার্গেই রুডস্কয় ২৫ মার্চ শুক্রবার ঘোষণা দিয়েছেন, ইউক্রেনে তাদের সামরিক অভিযানের প্রথম ধাপ শেষ হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশটি ইঙ্গিত দিচ্ছে ইউক্রেনে যুদ্ধের প্রত্যাশা সীমিত করেছে। পশ্চিমা কর্মকর্তাদের বিশ্বাস, এ ঘোষণা মস্কোর যুদ্ধ-পূর্ব কৌশলের ব্যর্থতার স্বীকৃতি।

রাশিয়া আরও ঘোষণা করেছে, দেশটি এখন পূর্ব ইউক্রেনে আরও বেশি অঞ্চল দখলে মনোনিবেশ করবে। অর্থাৎ পূর্ব দোনবাস অঞ্চলে মস্কো তার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করবে। সেখানে রাশিয়াপন্থি দুটি বিচ্ছিন্ন প্রজাতন্ত্র রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ইউক্রেনে প্রবল প্রতিরোধের মুখে রাশিয়া বুঝতে পারছে যে দেশটির পুরোটা কিংবা বেশিরভাগ দখল করা মস্কোর পক্ষে আর সম্ভব নয়। রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় জেনারেল পরোক্ষভাবে এই স্বীকৃতিই দিলেন।

রাশিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তার সামরিক হতাহতের বিষয়েও গতকাল নতুন পরিসংখ্যান দিয়েছে। এতে দাবি করা হয়েছে, যুদ্ধে ১,৩৫১ রুশ সেনা নিহত হয়েছে এবং ৩,৮২৫ জন

আহত হয়েছে। তবে ইউক্রেনের অনুমান প্রায় ১৫ হাজার রুশ সৈন্য নিহত হয়েছে।

এদিকে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা এক মাস পার হলেও উল্লেখযোগ্য সফলতা আসেনি। রুশ বাহিনী এখন স্থল অভিযানের পরিবর্তে আকাশ ও সমুদ্রপথে হামলায় গুরুত্ব দিচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতি ও শুক্রবার কিয়েভ, চেরনিহিভ, খারকিভ, সুমি ও মারিউপোলে ক্ষেপণাস্ত্রসহ বিমান হামলা চালিয়েছে রাশিয়ার সেনারা। এতে দেশটির প্রধান জ্বালানি ডিপো ধ্বংস হয়েছে বলে ক্রেমলিন দাবি করেছে। এদিকে কিয়েভের পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলো থেকে মস্কোর সেনাদের হটিয়ে ইউক্রেনের সেনারা সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্য। নিজেদের সেনাদের শক্তিতে প্রত্যয়ী ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, তারা বিজয়ের কাছাকাছি।

৩০ দিনের যুদ্ধে ইউক্রেনের খেরসন ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোনো শহর দখলে নিতে পারেনি রুশ সেনারা। প্রধান বাণিজ্যিক বন্দরনগরী মারিউপোল, খারকিভসহ কয়েকটি শহর অবরুদ্ধ করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। কিয়েভমুখী স্থল অভিযানও ৩০ কিলোমিটার দূরে আটকে দিয়েছে ইউক্রেনের সেনারা।

২৫ মার্চশুক্রবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইগর কোনাশেনকভ বলেছেন, ইউক্রেনে হামলা চালিয়ে বৃহত্তম জ্বালানি তেলের ডিপো ধ্বংস করা হয়েছে। তিনি বলেন, ওবৃহস্পতিবার (২৪ মার্চ) রাতে কিয়েভ-সংলগ্ন গ্রাম ক্যালিনোভকায় অবস্থিত ডিপোয় ক্যালিব্রি হাই প্রিসিশন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ধ্বংস করা হয়েছে। এখান থেকেই সেনাবাহিনী ও ইউক্রেনের মধ্যাঞ্চলে *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

ইউক্রেনে পুতিনের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে - প্রেসিডেন্ট বাইডেন

রাশিয়ান শক্তির উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ইউরোপকে একটি ধ্বংসাত্মক মন্দার দিকে ঠেলে দেবে। এর প্রভাবও জার্মানির অর্থনীতির ওপর পড়বে - জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজ

রাশিয়াকে থামাতে দেরি করে ফেলেছেন ইউরোপের নেতারা - ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি

অস্তিত্বগত সংকটে পড়লেই কেবল রাশিয়া এই মারণাস্ত্র ব্যবহার করবে। - ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ

এক বছরে বাংলাদেশের কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে ৮ হাজার ৮৬

এক বছরে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা বেড়েছে ৮ হাজার ৮৬টি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকগুলোতে এক কোটি টাকার বেশি আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ৯৩ হাজার ৮৯০টি। ২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লাখ এক হাজার ৯৭৬টিতে। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা বেড়েছে ৮ হাজার ৮৬টি। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

আমরা মানবিক দেশ, তাই ইউক্রেনের পক্ষে ভোট - পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইউক্রেনের পক্ষে বাংলাদেশের ভোট, নানা আলোচনা

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনা একটি প্রস্তাবে এবার ইউক্রেনের পক্ষে ভোট দিয়েছে বাংলাদেশ। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার কারণে সৃষ্ট মানবিক সংকটের অবসানে বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ত্রাণ কার্যক্রমের সুযোগ দিতে সাধারণ পরিষদে এ প্রস্তাব আনা হয়েছিল। এর আগে রাশিয়ার বিপক্ষে সাধারণ পরিষদে আনা একটি প্রস্তাবে বাংলাদেশ ভোট দান থেকে

বিরত ছিল। এ নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কয়েক ঘণ্টা পরই নতুন আরেকটি প্রস্তাবের ওপর সাধারণ পরিষদে ভোটাভুটি সম্পন্ন হয়। সেখানে বাংলাদেশ ইউক্রেনের পক্ষে ভোট দেয়। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ইউক্রেন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে। তবে কোনো চাপে পড়ে নয়, মানবিক কারণে বাংলাদেশ ইউক্রেনের পক্ষ নিয়েছে বলে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

দেশে ফেরার কথা ভাবলেই বিমানবন্দরে ভোগান্তির কথা মনে পড়ে

মোহাম্মদ হানিফ:: বাংলাদেশে যাব। যখনই ভাবি ঠিক তখনি মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করে বিমানবন্দরে ভোগান্তি, হয়রানি, আর অনিরাপত্তার। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যেখানে দৈনিক কয়েকশ বিমান ওঠা-নামা করে। নামে আন্তর্জাতিক হলেও মানে কি তাই?

সাংবাদিকতা, লেখা-লেখির সঙ্গে ছুটে চলা এক যুগেরও বেশি সময়। তার মাঝে দুটি বছর কাতার এয়ারপোর্টে চাকরি করার সৌভাগ্য হয়েছিলো। সেখানে বিমানবন্দরের পরিচালক থেকে শুরু করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবিরত যাত্রীদের সেবার মান শতভাগ নিশ্চিত করাই ছিলো একমাত্র লক্ষ্য।

তারপর কাতার থেকে এসে বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে একটি এয়ারলাইন্সে কিছুদিন কাজ করেছি। খুব কাছ থেকে দেখেছি অবকাঠামো থেকে শুরু করে দুটি এয়াপোর্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেবার মান আকাশ-পাতাল পার্থক্য। যেমনটি অভিজ্ঞতা আছে যাত্রী হিসেবেও। দেশে ফিরেই বিমানবন্দরে চরম হয়রানির কথা বলতে শোনা যায় যাত্রীদের। শুধু বিদেশফেরত যাত্রীই নন, বিদেশ গমনের ক্ষেত্রেও যাত্রীরা হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি যারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে বসবাস করছেন। প্রবাসীরা দেশে ফেরতকালীন প্রতিনিয়ত বিমানবন্দরে কর্মরত কিছু কর্মকর্তার অসদাচরণ ও দুর্নীতির মাধ্যমেও নানা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

অসংখ্য অভিযোগ, বছরের পর বছর সংবাদ প্রকাশ, মন্ত্রীপর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সিভিল এভিয়েশনের কড়া তদারকি, প্রশাসনিক নজরদারিসহ গোয়েন্দা বিভাগগুলোর নানামুখী তৎপরতার পরও বন্ধ হচ্ছে না হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী হয়রানি।

শাহজালাল বিমানবন্দর সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন ১১০ থেকে ১২৮টি ফ্লাইট এ বিমানবন্দরে ওঠানামা করে। এসব ফ্লাইটে প্রায় ২০ হাজার যাত্রী প্রতিদিন যাতায়াত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকেও বিমানবন্দরে যাত্রী হয়রানি বন্ধের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া থাকলেও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছে না এ হয়রানি। নিরাপত্তা তল্লাশির নামে যাত্রীদের এ ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, যাত্রীদের *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ইউক্রেন সংকটে ‘নিরপেক্ষ’ রাষ্ট্রগুলো কতটা নিরপেক্ষ

সহিদুল আলম স্বপন : ভ্লাদিমির পুতিনের যুদ্ধের অন্যতম দাবি হলো ইউক্রেনীয় নিরপেক্ষতা। ইতোমধ্যে সুইজারল্যান্ড তার নিজস্ব নিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা পরিবর্তন করেছে।

সুইডেন ও তাইওয়ানের মতো দেশগুলো তাদের ভিন্ন নীতি পর্যালোচনা করে বলছে, আমরা অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকে কঠিন নীতি দ্বারা পরীক্ষা করি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে তার আগ্রাসনের কারণ হিসাবে দেশটির নিরপেক্ষ না থাকাকে দায়ী করেছেন। ইউক্রেন পশ্চিমা প্রতিরক্ষা জোট ন্যাটো বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগদানের অভিপ্রায় পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করতে ইচ্ছুক নয়।

আগ্রাসনের মাত্রা নিরপেক্ষ সুইজারল্যান্ডকে নিরপেক্ষতার নিজস্ব ধারণা পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে, যা ইউরোপে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য সহায়ক একটি বিদেশনীতি হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে বহাল আছে। অনুরূপ নীতির পথে হাঁটতে সুইডেন ও অন্যান্য নিরপেক্ষ দেশ অনেকটাই বাধ্য হচ্ছে।

নিরপেক্ষতা বিংশ শতাব্দীর অনেক রাষ্ট্রের জন্য একটি অনুপ্রেরণা ও আদর্শ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অনেক দেশ তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে নিরপেক্ষতার উপাদানকে সমর্থন করে।

কারণ নিরপেক্ষতা সাধারণত শান্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত। সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড তাদের অন্যতম। কিন্তু ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর অনেক দেশ আন্তর্জাতিক ও দেশীয়ভাবে তাদের নিরপেক্ষতা ত্যাগ করেছে বলে মনে হচ্ছে।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা গ্রহণে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে যোগ দিয়ে সুইজারল্যান্ড ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, যা এত সুদূরপ্রসারী ও কঠিন যে তা অর্থনৈতিক যুদ্ধের সমতুল্য। সুইডেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুইজারল্যান্ডের মতো বিতর্কিত নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিল।

এখন ইউক্রেনের জন্য সরাসরি সামরিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই পথেই এগিয়ে গেছে। ইইউ সদস্য সুইডেনে জাতীয় রক্ষণশীল দল সুইডিশ ডেমোক্র্যাট পূর্ববর্তী নীতি থেকে আমূল প্রস্থান এবং ন্যাটো সামরিক জোটে যোগদানের দাবি জানিয়েছে। সন্দেহ নেই, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন নিকটবর্তী নর্ডিক দেশগুলোর (ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইডেন) নিরাপত্তার হিসাব বদলে দিয়েছে। বিপরীতে, ডানপন্থি সুইস পিপলস পার্টি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইইউ'র নিষেধাজ্ঞার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। এটিকে নিরপেক্ষতার বলিদান হিসাবে বর্ণনা করেছে দলটি। সুইস পিপলস পার্টি জাতিসংঘে সুইজারল্যান্ডের সদস্যপদকে ‘নিরপেক্ষতার সঙ্গে বেমানান’ বলে মনে করে এবং এখন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সুইজারল্যান্ডের অস্থায়ী আসন গ্রহণের বিরোধিতাকারী এই দলের মনোভাব মোটেও আশ্চর্যজনক নয়। নিরপেক্ষতাকে নিষেধাজ্ঞার প্রশ্ন দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এটি আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রেও নয়, বা একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্য রাজনৈতিক শর্তও নয়।

হেগ কনভেনশন স্পষ্টভাবেই নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোকে অস্ত্র আমদানি ও রপ্তানি করার অনুমতি দেয়, দেশগুলো যুদ্ধে থাকুক বা না থাকুক। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বের শক্তিধর মোড়লদের দ্বারা সম্মত হওয়া বহুপাক্ষিক চুক্তিগুলো আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে এখনো পালিত হয়, যদিও সেই চুক্তির সম্মান কে দেখাচ্ছে বা দেখাচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিরপেক্ষতার ধারণা গণতন্ত্রের সমসাময়িক। নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র উভয়ই প্রাচীন গ্রিসের নগর-রাজ্যে উদ্ভাবিত হয়েছিল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বব্যাপী শাসনের মডেল হওয়ার আগ পর্যন্ত এখনো নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র বিস্তৃত ব্যাখ্যার বিষয় হয়ে আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়সহ ১৮১৫ সাল থেকে সুইজারল্যান্ড একটি নিরপেক্ষ দেশ। আর সুইডেন ১৮৩৪ সালে নিজেকে একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করে। আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে নিরপেক্ষতা মানে হলো একটি দেশ একটি নির্দিষ্ট সংঘাতে কোনো যুদ্ধবাজ পক্ষের পক্ষ নেবে না এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ থেকে দূরে থাকবে। যে রাষ্ট্রগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে সামরিক জোট থেকে বেরিয়ে আসে, তাদের নিরপেক্ষ হিসাবে গণ্য করা হয়। সারা বিশ্বে প্রায় দুই ডজন দেশকে নিরপেক্ষ বিবেচনা করা হয় এবং সেসব দেশের অবস্থান ইউরোপ ও এশিয়ায়। তবে লাতিন আমেরিকার কোস্টারিকা ১৯৮৩ সালে তার স্থায়ী, সক্রিয় ও নিরস্ত্র নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছে।

আফ্রিকান দেশ ঘানা ও রুয়ান্ডা সম্প্রতি নিরপেক্ষ ব্যান্ডওয়াগনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। নিরপেক্ষতা বেশ কয়েকটি দেশের জন্য একটি সাফল্যের গল্প। যদি আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও ফিনল্যান্ডকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে গণ্য করা হয়, সেক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগদানের পর থেকে তাদের আর নিরপেক্ষ বলা যায় না। কিন্তু এমনও প্রচুর উদাহরণ রয়েছে, যেখানে নিরপেক্ষতা একটি রাষ্ট্রকে আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, যেমন বেলজিয়াম, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, অথবা ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় কম্বোডিয়া, যা উত্তর কোরিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশ দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছিল।

নিরপেক্ষতা তখনই সফল হয়, যখন এটি হয় সব পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করে অথবা অন্তত পক্ষে তাদের কারও জন্য অস্তিত্বের হুমকি হিসাবে উপস্থিত হয় না। বিংশ শতাব্দীর আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ নিরপেক্ষতার নতুন রূপের জন্ম দিয়েছে। তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অঞ্চলগুলোর জন্য উদ্ভাবনী সমাধান রয়েছে, যেমন সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের মধ্যে ওল্যান্ডের বাল্টিক দ্বীপপুঞ্জ (১৯২০) বা ১৯২৫ সালের স্পিটসবার্গেন চুক্তি, যা আজ পর্যন্ত স্ভালবার্ডের আর্কটিক দ্বীপপুঞ্জের শান্তিকে সুরক্ষিত করে। ১৯৫৯ সালে অ্যান্টার্কটিক চুক্তি একটি সমগ্র মহাদেশকে ‘নিরপেক্ষ’ করতে পরিচালিত করেছিল। নিরপেক্ষতা বর্তমানে এশিয়ায় নিবিড় আলোচনার বিষয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সংস্থা (আসিয়ান) এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপদেশ তাইওয়ান উভয়ই চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য নিরপেক্ষতার পথটি বিবেচনা করছে।

যতদিন আন্তর্জাতিক সংঘাত আছে, নিরপেক্ষতার একটি ভবিষ্যৎ আছে। বড় প্রশ্ন হলো, কিভাবে আমরা শান্তির অগ্রগতিতে এটি প্রয়োগ করতে পারি। সহিদুল আলম স্বপন : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড প্রবাসী, দৈনিক যুগান্তর এর সৌজন্যে

বলির পাঁঠা ইউক্রেন: ওয়ার্ল্ড অর্ডারে নয়া মেরুকরণ

তারেকুল ইসলাম : ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন এখনও অব্যাহত রয়েছে। আমেরিকাসহ পশ্চিমাদের একের পর এক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার মুখেও যুদ্ধ থেকে পিছু হটছেন না রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। তবে যুদ্ধ বন্ধের প্রধান শর্ত হিসেবে তিনি পশ্চিমা শক্তির কাছে এই গ্যারান্টি চান যে, ইউক্রেনকে কখনো ন্যাটোতে নেয়া হবে না। এছাড়া ইউক্রেনকে নিরস্ত্রীকরণ করাও এ সামরিক অভিযানের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন পুতিন। তবে কিছুটা দেরিতে হলেও এখন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি পশ্চিমা সামরিক জোটে ইউক্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করার পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে সরে এসেছেন বলে মনে হচ্ছে। কারণ তিনি ইতিমধ্যে বলেছেন, ‘ইউক্রেনকে গ্রহণে ন্যাটো প্রস্তুত নয়। রাশিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে বা বিবাদে জড়াতে ভয় পাচ্ছে সামরিক জোটটি। তাই তার দেশ ন্যাটোতে আর যোগ দিতে চায় না’ (০৮ মার্চ ২০২২, এএফপি)।

এছাড়া জেলেনস্কি পূর্ব ইউক্রেনে রাশিয়া-প্রভাবিত দু'টি বিচ্ছিন্নতাবাদী অঞ্চলের (দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক) ব্যাপারেও রাশিয়ার সঙ্গে ‘আপস’ করতে রাজি আছেন বলে জানিয়েছেন। ইউক্রেনে হামলার ঠিক আগে অঞ্চল দুটিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছিল রাশিয়া। হামলা বন্ধে পুতিনের মূল তিন শর্তগুলোর একটি হলো, ওই দুটি অঞ্চলকে স্বাধীন হিসেবে এবং সেই সঙ্গে ক্রিমিয়াকেও রাশিয়ার অংশ বলে ইউক্রেনকে মেনে নিতে হবে।

জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ইতিহাসের প্রফেসর জেমস হার্শবাগ ইউক্রেন সঙ্কট নিয়ে বলেছেন, ‘এটা অনেকটা শীতলযুদ্ধের প্রতিধ্বনি’। লড়াইটা বাহ্যিকভাবে রাশিয়া বনাম ইউক্রেন হলেও আদতে এটা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার সেই পুরনো আধিপত্যের লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা। ইউক্রেন বলির পাঁঠা হয়েছে মাত্র। এটা এখন পরিষ্কার যে, ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্যপদ দেয়া হবে বলে জেলেনস্কিকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা শক্তি। বাস্তবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর না যুক্তরাষ্ট্র আর না ন্যাটো, কেউই ইউক্রেনের সহায়তায় সামরিক পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে আসেনি। এ নিয়ে খোদ জেলেনস্কিও আক্ষেপ করে বলেছেন, ‘আমরা একাই লড়ছি। কেউ আমাদের পাশে নেই।’ বস্তুতপক্ষে, ন্যাটোর সদস্যপদের মুলা ঝুলিয়ে জেলেনস্কিকে যুদ্ধে নামিয়ে পশ্চিমা শক্তি তাদের ভূরাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছে মাত্র। যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বাঁধিয়ে রাশিয়ার ওপর উপর্যুপরি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রুশ অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিয়ে পুতিনকে ক্ষমতাচ্যুত করাতে না পারলেও অন্তত ওয়ার্ল্ড অর্ডারে তার কর্তৃত্ব খর্ব করা। যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ঠিক এ চেষ্টাটাই এখন লক্ষণীয়। নাহলে তো যুক্তরাষ্ট্র বা ন্যাটো ইউক্রেনে সৈন্য পাঠাতো যদি তারা আসলেই দেশটির নিরাপত্তার ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে সংকল্পবদ্ধ থাকতো। এমনকি ন্যাটোকে যখন ইউক্রেনের আকাশে নো-ফ্লাই জোন করার জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছেন জেলেনস্কি, তখন তাতেও রাজি হয়নি পশ্চিমা সামরিক জোটটি। এছাড়া খোদ বাইডেন বলেছেন, তিনি ইউক্রেনের জন্য সৈন্য পাঠিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে চান না। তবে পূর্ব ও উত্তর ইউরোপের ন্যাটোভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে সম্মিলিত পূর্ণ শক্তি দিয়ে রক্ষা করবেন (১ মার্চ ২০২২, সিএনএন)। বাইডেনের বক্তব্যে স্পষ্ট যে, ন্যাটোতে নেয়ার ব্যাপারে ইউক্রেনকে হিসেবের মধ্যেই এখন আর ধরা হচ্ছে না।

নব্বই দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামরিক জোট ওয়ারশ প্যাক্টও বিলুপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমাদের সামরিক জোট ন্যাটো অটুট থাকে। কিন্তু সর্বশেষ সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের সঙ্গে তাদের একটা সমঝোতা হয়েছিল যে, তারা পূর্ব ইউরোপের দিকে ন্যাটোর বিস্তার ঘটাবে না। একটা সময় পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সেই সমঝোতা মেনে চললেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এসে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও চেক রিপাবলিককে ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন থেকে ভূরাজনৈতিকভাবে রাশিয়াকে কোণঠাসা করতে যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ইউরোপের দিকে ন্যাটোর সম্প্রসারণ বাড়াতে থাকে, যা রাশিয়ার চোখে হুমকি হিসেবে সবসময় বিবেচিত হয়ে এসেছে। যেমনটা যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্রনীতির মনরো ডকট্রিন অনুসারে পশ্চিম গোলার্ধে অন্য কোনো পরাশক্তির সামরিক উপস্থিতি সহ্য করবে না।

যাই হোক, রাশিয়ার দুয়ারে ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অব্যাহত তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪ সালে পুতিন ভূকৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিমিয়াকে দখল করে নিলে ইউক্রেনের সাথে রাশিয়ার সঙ্কট ঘনীভূত হয়। এরপর থেকে পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর সামরিক তৎপরতা আরো লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। পুতিন অনেকবার যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যাতে পূর্ব ইউরোপের দিকে ন্যাটো তার সামরিক উপস্থিতি না বাড়ায়। কিন্তু না, যুক্তরাষ্ট্র বরং সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মানের দোহাই দিয়ে ন্যাটোতে ইউক্রেনের যোগদানের অধিকারকে উৎসাহিত করেছে। যার ফলে পরিস্থিতি শেষপর্যন্ত পুতিনকে ইউক্রেনে সামরিক আগ্রাসন চালাতে বাধ্য করেছে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা গোষ্ঠীর দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামফোসা রাশিয়ার আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকে সমর্থন না করলেও ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য ন্যাটোকে দায়ী করেছেন। তবে সন্দেহ নেই, পুতিন ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব পদদলিত করে যুদ্ধাপরাধ ঘটাচ্ছেন। কিন্তু সেই সাথে এই প্রশ্ন ওঠাও প্রাসঙ্গিক যে, যুদ্ধবাজ আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ন্যাটো যখন ইরাক, লিবিয়া ও কসোভো-সার্বিয়াতে আগ্রাসন চালিয়ে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করেছিল, তখন সার্বভৌমত্বের প্রতি তাদের এই দরদ কোথায় ছিল!

ইউক্রেনে রুশ হামলার ঠিক আগেই নোয়াম চমস্কি সার্বভৌমত্বের প্রশ্নকে একপাশে রেখে এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, ‘In 2008, President George W. Bush invited Ukraine to join NATO, poking the bear in the eye. Ukraine is RussiaÕs geostrategic heartland, apart from intimate historic relations and a large Russia-oriented population. Germany and France vetoed BushÕs reckless *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

রাশিয়া নিয়ে ভারতের অবস্থান নড়বড়ে বললেন বাইডেন

ওয়াশিংটন ডিসি: রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে ভারতের ভূমিকা নিয়ে মুখ খুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

বাইডেন গত সোমবার (২১ মার্চ) বলেছেন, ওয়াশিংটনের বন্ধু ও সহযোগী দেশগুলির মধ্যে ভারত হলো ব্যতিক্রম। রাশিয়ার ইউক্রেনে আগ্রাসন নিয়ে ভারত শেকি বা নড়বড়ে, কম্পমান। বাইডেন ন্যাটো, ইউরোপ ও এশিয়ার সহযোগী দেশগুলির প্রশংসা করে বলেছেন, তারা পুটিনের বিরোধিতায় পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ। তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে আর্থিক নিষেধাজ্ঞায় সামিল হয়েছে। কিন্তু ভারত সেই পথে যায়নি। কোয়াড গোষ্ঠীতে চারটি দেশ আছে। অ্যামেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারত। এর মধ্যে ভারত একমাত্র দেশ, যারা রাশিয়া থেকে ডিসকাউন্টে তেল *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

রাশিয়া যুদ্ধে জয় পাবে না জানিয়ে শান্তি আলোচনার তাগিদ দিলেন জাতিসংঘ মহাসচিব

নিউ ইয়র্ক: ইউক্রেনে আগ্রাসন নিয়ে রাশিয়াকে কঠিন বার্তা দিলেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরাঁ। গত ২৩ মার্চ নিউ ইয়র্কে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি রাশিয়ার উদ্দেশ্যে এই বার্তা দেন তিনি।

বার্তায় মহাসচিব রাশিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, এটি একটি অজেয় যুদ্ধ। আগে হোক বা পরে হোক, যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে আলোচনার টেবিলেই সমাধান খুঁজতে হবে। এটি অবশ্যম্ভাবী। এখন শুধুমাত্র প্রশ্ন একটাই, এর আগে কত মানুষকে প্রাণ হারাতে হবে? তিনি আরও বলেন, যুদ্ধ কোথাওই দ্রুত আগাচ্ছে না। দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে মারিউপোল ঘিরে রেখেছে রুশ বাহিনী। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

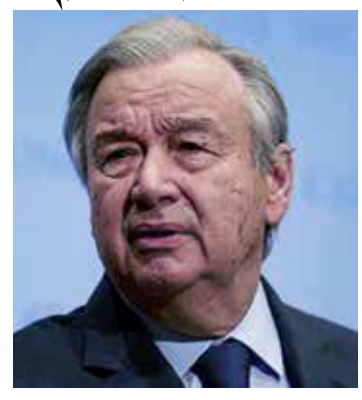

ইউক্রেন সীমান্তে আরও ৪০ হাজার সেনা পাঠাচ্ছে ন্যাটো

রাশিয়াকে 'ঐক্যবদ্ধ' ন্যাটোর বার্তা

ব্রাসেলসে ন্যাটোর বৈঠকে জো বাইডেন বলেছেন, এর আগে ন্যাটো এত বেশি ঐক্যবদ্ধ ছিল না। গত ২৪ মার্চ বৃহস্পতিবার ব্রাসেলসে বসেছিল ন্যাটোর জরুরি বৈঠক। বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য অ্যামেরিকা থেকে উড়ে এসেচিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বৈঠক-শেষে তিনি বলেন, রাশিয়া ভেবেছিল, ন্যাটোর মধ্যে চিড় ধরাতে পারবে। এবং সেই সুযোগ ব্যবহার করে ইউক্রেনে নিজেদের জমি শক্ত করবে তারা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার পর ন্যাটো সবচেয়ে বেশি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কেউ রাশিয়াকে সমর্থন করছে না। জি ৭ এর বৈঠকে বাইডেন বলেছেন, রাশিয়াকে জি ২০ থেকে বার করে দেওয়া উচিত।

চার দেশে ন্যাটোর সেনা

বাইডেন জানিয়েছেন, রাশিয়া যদি রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে, তাহলে অ্যামেরিকা তার সরাসরি জবাব দেবে। অন্যদিকে ন্যাটো এবং জি ৭ বৈঠকে স্থির হয়েছে, পূর্ব ইউরোপে ন্যাটো আরো বেশি সেনা পাটাবে। সুরক্ষার প্রয়োজনেই এ কাজ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। ন্যাটোর প্রধান স্টলটেনবার্গ বলেছেন, স্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি এবং রোমানিয়ায় নতুন করে সেনা মোতায়েন করা হবে।

চেরনোবিল সংশয়

জাতিসংঘে পরমাণু বিষয়ক সংগঠন হলো দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটোমিক এনার্জি এজেন্সি (আইএইএ)। সম্প্রতি তারা চেরনোবিল নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। ইউক্রেনের ওই পরমাণু প্রকল্পটি এখন রাশিয়ার সেনার দখলে। ইউক্রেনের অভিযোগ, পরমাণু প্রকল্প থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্বে লাগাতার বোমাবর্ষণ শুরু করেছে রাশিয়া। ফলে যে কোনো সময় পরমাণু প্রকল্পটিতে সমস্যা হতে পারে। ইতিমধ্যেই একবার প্রকল্পটিতে আগুন লেগেছিল। আবার তেমন কিছু ঘটলে বড় বিপদ হতে পারে। শুধু তা-ই নয়। প্রকল্পটিতে রাশিয়া বেশ কিছু কর্মীকে আটকে রেখেছে বলেও অভিযোগ। তাদের দিয়ে দিনরাত কাজ করানো হচ্ছে বলে আগেই অভিযোগ করেছিল ইউক্রেন। রাশিয়া এখন যে শহরে বোমাবর্ষণ করছে, সেখানে অধিকাংশই চেরনোবিলের কর্মীরা থাকেন।

উদ্ধারকাজ অব্যাহত

ইউক্রেনের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ইরিনা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি যুদ্ধবিধ্বস্ত শহর থেকে তিন হাজার ৩৪৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে মারিউপল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দুই হাজার ৭১৭ জনকে। বিভিন্ন সেফ প্যাসেজের মাধ্যমে সকলকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ফেসবুকে এই আপডেট দিয়েছেন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী। তবে তার অভিযোগ, মারিউপলে এখনো কোনোরকম মানবিক সাহায্য নিয়ে যেতে দিচ্ছে না রাশিয়ার সেনা। গোটা এলাকা কার্যত তারা ঘিরে রেখেছে। সেফ প্যাসেজেও লাগাতার বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে।

রাশিয়া আর এগোতে পারছে না

শুক্রবার ইউক্রেন দাবি করেছে, রাশিয়ার সেনা আর এগোতে পারছে না। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা এদিন জানিয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় রাশিয়ার সেনা আর এগোতে পারছে না। লড়াইয়ের শুরুতে রাশিয়ার সেনা আগ্রাসন দেখিয়েছিল। তারা দ্রুত বিভিন্ন শহর দখল করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখন তারা ডিফেন্সিভ রণনীতি নিয়েছে। নিজেদের রক্ষা করার জায়গায় তারা পৌঁছে গেছে। তার দাবি, রাশিয়ার সেনার তেল, খাবার, গোলাগুলি ক্রমশ কমে আসছে। - রয়টার্স, এপি, এএফপি

ইউক্রেন সীমান্তে আরও ৪০ হাজার সেনা পাঠাচ্ছে ন্যাটো

পূর্ব ইউরোপে ন্যাটো সামরিক জোটের দেশগুলোর নিরাপত্তা বাড়াতে আরও ৪০ হাজার সৈন্য মোতায়েন করা হবে। বৃহস্পতিবার (২৪ মার্চ) ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার এক মাস পূর্তিতে ন্যাটো সামরিক জোটের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক শেষে জোটের মহাসচিব ইয়েন স্টলটেনবার্গ এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশ বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া এবং স্লোভাকিয়ায় ন্যাটো সেনা বহর মোতায়েন করা হবে। দীর্ঘমেয়াদী সংঘাতের জন্য ন্যাটো প্রস্তুত জানিয়ে জোটের মহাসচিব বলেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর পর ইউরোপে নিরাপত্তার মানচিত্র আমূল বদলে গেছে।

প্রতিরক্ষার জন্য ইউক্রেনকে ন্যাটো সহায়তা দেবে বলেও জানান তিনি।

রাশিয়ার সম্ভাব্য রাসায়নিক-জীবাণু ও পারমানবিক হামলা প্রসঙ্গে স্টলটেনবার্গ বলেন, রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার লড়াইয়ের প্রকৃতি পুরোপুরি বদলে দেবে। রাশিয়া সেটা করলে তা আন্তর্জাতিক আইনের চরম ব্যত্যয় হবে। তার পরিণতি হবে সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক।

তিনি বলেন, মস্কো এখন যেভাবে ইউক্রেন এবং তার মিত্র দেশগুলোর রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করছে তা উদ্বেগজনক।

এই অভিযোগ তুলে রাশিয়া আসলে তেমন অস্ত্র প্রয়োগের জন্য যুক্তি তৈরি করছে। এছাড়া রাশিয়াকে আর্থিক বা সামরিক সহযোগিতা না দিতে চীনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ন্যাটো।

সূত্র : বিবিসি বাংলা

রাশিয়া রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করলে পাল্টা জবাব দেবে ন্যাটো - বাইডেন

ব্রাসেলস: রাশিয়া ইউক্রেনে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করলে তার পাল্টা জবাব দেবে ন্যাটো। গত ২৪ মার্চ ব্রাসেলসে ন্যাটো সদর দপ্তরে ন্যাটো এবং গ্রুপ অফ সেভেন- এর শীর্ষ বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। যদিও ঠিক কী ধরণের জবাব দেয়া হবে তা স্পষ্ট করেননি তিনি।

ব্রাসেলসে ন্যাটোর জরুরী সম্মেলনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলোর 'অভুতপূর্ব' ঐক্য দেখা গেছে। এরপরই রাশিয়াকে পাল্টা জবাবের ঘোষণা দিলেন বাইডেন। তার কাছে রাসায়নিক হামলার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বাইডেন বলেন, ভ্লাদিমির পুতিন যদি এই অস্ত্র ব্যবহার করে তাহলে পশ্চিমারা এর প্রতিক্রিয়া দেখাবে।

কোন মাত্রায় ব্যবহার করেছে তার উপর নির্ভর করছে কোন মাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখানো হবে। আপনারা এ কথা জানতে চান যে ন্যাটো কি রুশ বাহিনীর মোকাবেলা করতে করতে ইউক্রেনে প্রবেশ করবে! সেই সিদ্ধান্ত আমরা সময় মতো নেবো।

পশ্চিমা দেশগুলো বারবার দাবি করে আসছে, রাশিয়া ইউক্রেনে রাসায়নিক বা বায়োলজিক্যাল অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেন, যদি পুতিন এই অস্ত্র ব্যবহার করে তাহলে তার পরিণতি হবে 'বিপর্জয়কর'। রাশিয়াকে এ বিষয়ে সাবধান করেছেন ন্যাটোর মহাসচিব জেনস স্টল্টেনবার্গও।

এই অস্ত্র ব্যবহার হলে কী পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া হবে তা ঠিক করতে একটি জাতীয় নিরাপত্তা দল তৈরি করেছে হোয়াইট হাউজ। তবে ন্যাটোও রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

এক ধ্বংসস্তূপের নাম মারিউপল

ইউক্রেনের বন্দর নগরী মারিউপল থেকে পালিয়ে আসা কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছে জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে - ডিডাব্লিউ। ভয়াবহতার ছবি তাদের মুখে। রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার পর সংবাদ শিরোনামে বার বার উঠে এসেছে পূর্ব ইউক্রেনের বন্দর শহর মারিউপলের কথা। এখনো সেখানে তীব্র লড়াই চলছে। সেই মারিউপল থেকেই প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে পেরেছেন স্থানীয় সাংবাদিক মিকোলা ওসিচেঙ্কো। তার মুখে ভয়াবহতার কাহিনি শুনলে মেরুদণ্ড দিয়ে ঠান্ডা রক্তের স্রোত বয়ে যায়।

মিকোলার কথা

মারিউপলের একটি শিশু ও নারীদের হাসপাতালে বোমা ফেলেছিল রাশিয়া। তাদের দাবি ছিল, ওই ভবনটি সেনা হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মিকোলার বাড়ি ওই ভবনটি থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে। ডিডাব্লিউকে তিনি জানিয়েছেন, যেদিন ওই ভবনে বোমা ফেলা হলো, *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

পূর্ব ইউক্রেন দখল এখন যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য - রুশ সেনাবাহিনী

রাশিয়ার সেনাবাহিনীর অপারেশন বিভাগের প্রধান সের্গেই রুদস্কইকে বলেছেন ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের ডনবাস অঞ্চলের 'পূর্ণ স্বাধীনতা' নিশ্চিত করাই হবে এখন থেকে তার সৈন্যদের প্রধান লক্ষ্য। ইউক্রেনে সেনা অভিযানের এক মাসের মাথায় এসে ২৪ মার্চ এই বক্তব্য দিলেন রুশ সেনাবাহিনীর অন্যতম শীর্ষ একজন কর্মকর্তা।

২০১৪ সালে রুশ সমর্থিত বিদ্রোহীরা ডনবাসের বেশ কিছু এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়, যার পর থেকে ওই অঞ্চলে বিদ্রোহী এবং ইউক্রেনিয়ান সৈন্যদের মধ্যে লড়াইতে কম-বেশি ১৫ হাজার মানুষ মারা গেছে।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় শুক্রবার বলছে তাদের 'বিশেষ সেনা অভিযানের' দুটো ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ছিল- একটি পুরো ইউক্রেন এবং অন্যটি শুধুমাত্র ডনবাস।

রাশিয়ার রুশ সেনাবাহিনীর অপারেশনস বিভাগের প্রধানকে উদ্ধৃত করে রুশ সরকারি বার্তা সংস্থায় প্রচারিত এই খবর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় রাশিয়া হয়তো ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে তাদের লক্ষ্য হাসিলের মাত্রা কমিয়েছে। কারণ হয়তো দেশের উত্তরে এবং রাজধানী কিয়েভে রুশ সৈন্যরা শক্ত প্রতিরোধের মুখে পড়ছে।

সের্গেই রুদস্কই বলেছেন লুহানস্ক ওব্লাস্ট অঞ্চলের ৯৩ শতাংশ এবং দোনেৎস্ক ওব্লাস্ট অঞ্চলের ৫৪ শতাংশ এখন রুশ সৈন্যদের দখলে।

তিনি বলেন, গত এক মাসের যুদ্ধে রাশিয়া ইউক্রেনের বিমান বাহিনী এবং নৌ বাহিনীর সিংহভাগ ধ্বংস করে দিয়েছে। তার মন্তব্য ছিল যুদ্ধের 'প্রথম ধাপটি সাফল্যের সাথে শেষ হয়েছে।'

এখন থেকে ইউক্রেনের পূর্বাংশের নিয়ন্ত্রণ দখলই রাশিয়ার প্রধান লক্ষ্য হবে- এমন কথা বললেও রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে ইউক্রেনের আকাশে 'নো ফ্লাই জোন' ঘোষণা করলেই মস্কো ব্যবস্থা নেবে। অবরুদ্ধ অন্যান্য শহরে হামলা বন্ধের কোনো কথাও বলা হয়নি।

রুশ বার্তা সংস্থা আরআইএ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে উদ্ধৃত করে বলেছে প্রেসিডেন্ট পুতিনের লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত সেনা অভিযান চলবে। তকে কী সেই লক্ষ্য তা পরিষ্কার করা হয়নি।

ব্রিটেনের গোয়েন্দা বিষয়ক পরামর্শক সংস্থা সিবিলাইনের প্রধান নির্বাহী এবং সাবেক ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা জাস্টিন ক্রাম্প বলেছেন রাশিয়া গত এক মাসে তাদের যুদ্ধে তেমন সাফল্য পায়নি এবং তার প্রধান কারণ তারা একসাথে অনেকগুলো ফ্রন্টে লড়াই করছে।

তবে তিনি বলেন, রাশিয়া পূর্বের লুহানস্ক নিয়ন্ত্রণে নেয়ার লক্ষ্য অর্জনে অনেকটাই সফল হয়েছে এবং দোনেৎস্ক অঞ্চলে তীব্র লড়াই চলছে।

সেখান (দোনেৎস্ক) থেকে খুব কম খবরই আমরা পাচ্ছি। সেখানে তীব্র লড়াই হচ্ছে। আগামী কয়েক সপ্তাহে আমরা সেখানে তীব্র লড়াই দেখবো।

ক্রাম্প বলেন, রুশ সৈন্যরা এখন ইউক্রেনের পূর্বে তাদের অবস্থান শক্ত করছে, এবং একইসাথে ইউক্রেনের শহরগুলোর ওপর অব্যাহতভাবে ভারি গোলা বর্ষণ করে মানুষজনকে 'উদ্বেগের ভেতর রেখেছে' তাদেরকে 'জিম্মি করে ফেলেছে।' সূত্র : বিবিসি

সুপারহিট কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে ভয়ংকর বিতর্ক

কাশ্মীরে পণ্ডিতদের বিতাড়নের উপর তৈরি সিনেমা দ্য কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে তীব্র বিতর্ক। তবে ইতিমধ্যেই সিনেমাটি সুপারহিট। বিতর্কের ঝড়ও তুলেছে দ্য কাশ্মীর ফাইলস।

সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের শিকার হয়ে কাশ্মীর থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের গণপ্রস্থান বা গণবিতাড়ন নিয়ে সিনেমা বানিয়েছেন বিবেক অগ্নিহোত্রী। অনুপম খের, মিঠুন চক্রবর্তী, পল্লবী জোশি অভিনীত এই ছবিতে বর্তমান সময়ের কোনো বড় তারকা নেই, তথাকথিত বলিউডি ছবির মতো নাচ-গান বা মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা নেই, দর্শক আকর্ষণের চিরাচরিত মশলাও নেই। পরিচালকের দাবি, বাস্তব ভিত্তিক সিনেমা তৈরি করেছেন তিনি। তাসত্ত্বেও এই সিনেমা বক্স অফিসে সুপার ডুপার হিট।

আর সেই সঙ্গে এই সিনেমা নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে ভয়ংকর বিতর্ক। সমালোচকরা বলছেন, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছবি। অর্ধসত্য ও অনেকটা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে সিনেমা বানানো হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই সামাজিক মাধ্যমে হিসাব আসছে, কাশ্মীরে কতজন পণ্ডিত খুন হয়েছেন এবং কতজন কাশ্মীরের মুসলিম ও শিখ সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন।

সেখানে কেউ বলছেন, কাশ্মীরের লাখ লাখ পণ্ডিত যে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে এসেছিলেন এটা বাস্তব। পাশাপাশি এটাও বাস্তব, সেসময় বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং প্রধানমন্ত্রী। বিজেপি সেই সরকারকে সমর্থন করছিল। তারা পণ্ডিতদের

ইস্যুতে বিশ্বনাথপ্রতাপের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেনি, করেছিল মণ্ডল-কমণ্ডলের ইস্যুতে।

মোদীর বক্তব্য

বিজেপি সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, যারা হামেশা মতপ্রকাশের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হন, তারা গত কয়েকদিন ধরে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কাশ্মীর ফাইলসকে তথ্যের আধারে বিশ্লেষণ করার বদলে, শিল্পের নিরিখে বিচার করার জায়গায়, তারা এই সিনেমাকে কলঙ্কিত করছেন, সুনামহানি করছেন। মোদীর বক্তব্য, কেউ সত্যকে সামনে আনছেন, আর সেই সত্যকে কিছু মানুষ স্বীকার করতেই প্রস্তুত নন। গত পাঁচ-ছয়দিন ধরে তাই ষড়যন্ত্র চলছে।

মোদী বলেছেন, সত্যকে ঠিকভাবে দেশের সামনে আনতে হবে। এটাই দরকার। যার মনে হচ্ছে, এটা ঠিক নয়, তারা আরেকটি সিনেমা বানান। কে মানা করেছে।

বিজেপি-শাসিত রাজ্যে

বিজেপি-শাসিত অনেক রাজ্যই কাশ্মীর ফাইলসকে করমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে। গুজরাট, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলি ইতিমধ্যেই কাশ্মীর ফাইলসকে করমুক্ত করে দিয়েছে। হরিয়ানায় তো এক বিজেপি নেতা বিনা পয়সায় এই সিনেমা মানুষকে দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ।

শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত বলেছেন, গুজরাট ও রাজস্থানে ভোট আসছে। সেদিকে লক্ষ্যে রেখেই বিজেপি এই কাজ করছে।

বক্স অফিসে সাফল্য

সিনেমা সমালোচক তরণ আদর্শ টুইট করে বলেছেন, আগামী বুধ, বৃহস্পতিবারের মধ্যে দ্য কাশ্মীর ফাইলস দুইশ কোটি টাকার বাণিজ্য করবে। গত শুক্রবার ১৯ কোটি ১৫ লাখ, শনিবার ২৪ কোটি ৮০ লাখ এবং রোববার ২৬ কোটি ২০ লাখের ব্যবসা করেছে এই ফিল্ম।

বক্সঅফিসডটকম জানিয়েছে, প্রথম সাতদিনেই দ্য কাশ্মীর ফাইলস একশ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করেছে। অষ্টম দিনে করেছে ১৯ কোটি ৫০ লাখ টাকার। সমালোচকদের মতে, বক্স অফিসে সুনামি তুলেছে এই সিনেমা।

ওমর আবদুল্লার বক্তব্য

কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেছেন, আমার মনে হয় না, পরিচালক সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

স্ত্রীর অনিচ্ছায় যৌনতা হলো ধর্ষণেরই সামিল

বৈবাহিক ধর্ষণ নিয়ে যুগান্তকারী রায় কর্ণাটক হাইকোর্টের

একটি নির্দিষ্ট মামলার ভিত্তিতে যুগান্তকারী রায় দিল কর্ণাটক হাইকোর্ট। বলা হলো, বিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণের ছাড়পত্র নয়।

স্ত্রী পুরুষের সম্পত্তি নয়। স্বামী কখনো স্ত্রীর হুজুর হতে পারে না। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী তাদের সমানাধিকার। এবং স্বামীকে স্ত্রীর স্বাধীনতা এবং সম্মান রক্ষা করতেই হবে। স্ত্রীর অনিচ্ছায় যৌনতা হলো ধর্ষণেরই সামিল। এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমনই রায় দিয়েছে কর্ণাটকের হাইকোর্ট।

বৈবাহিক ধর্ষণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভারতে আলোচনা হচ্ছে। বহু মানবাধিকার সংগঠন এই বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লি হাইকোর্টেও এ বিষয়ে মামলা উঠেছিল। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের এবিষয়ে মতামত জানতে চেয়েছিল আদালত। তবে কর্ণাটক হাইকোর্ট গত ২৩ মার্চবুধবার যে রায় দিয়েছে, তা যুগান্তকারী। মানবাধিকার কর্মীদের মতে, এই রায় তাদের আন্দোলনকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিল।

কর্ণাটক আদালত জানিয়েছে, আইন তৈরি করা আদালতের কাজ নয়। দেশের সংসদ সে কাজ করে। কিন্তু সংবিধান মেনে আদালত বিচার করে। দেশের সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে, নারী এবং পুরুষের সমানাধিকার। ফলে নারী কখনো সম্ভোগের বস্তু হতে পারে না। বিয়ের পরেও না। নারীর অমতে তার স্বামী যদি তার সঙ্গে যৌন মিলনের চেষ্টা করে, তাহলে তা ধর্ষণেরই সামিল। একজন ধর্ষণকারীর যে শাস্তি, স্বামীকেও সেই একই শাস্তি দেওয়া উচিত।

কিছুদিন আগে কর্ণাটক হাইকোর্টে এক নারী একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। তার অভিযোগ, তার স্বামী তার অমতে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে যান। এমনকী, সন্তানের সামনেও তাকে স্বামীর সঙ্গে যৌন মিলনে বাধ্য করা হয়। সেই মামলার রেশ ধরেই এদিন এই রায় দিয়েছে কর্ণাটক আদালত। মানবাধিকারকর্মীদের প্রশ্ন, আদালতের এই রায়ের পর বৈবাহিক ধর্ষণ নিয়ে কি কেন্দ্রীয় সরকার নতুন আইন প্রণয়নের কথা ভাববে? প্রশ্ন উঠছে কারণ, এর আগে দিল্লি হাইকোর্ট যখন এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত জানতে চেয়েছিল, তখন কেন্দ্রের আইনজীবী বলেছিলেন, সরকার মনে করে এই ধরনের বিষয় অত্যন্ত পারিবারিক। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পরিবারের কিছু ঐতিহ্য আছে। সে দিকে নজর রাখা দরকার। এই ধরনের বিষয় সামনে এলে পরিবারের ঐতিহ্য নষ্ট হতে পারে। এদিন কর্ণাটক হাইকোর্ট বলেছে, ঐতিহ্যের কথা ভেবে এমন অত্যাচার বরদাস্ত করা যায় না। দিনের পর দিন নারীরাআক্রান্ত হয়েছেন। তারা চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। সময় হয়েছে, সেই স্তব্ধতা ভাঙার। নিজেদের অসুবিধার কথা জানানোর। নারী-পুরুষের সমানাধিকার সুনিশ্চিত করার। - পিটিআই, এনডিটিভি

ইমরান খানের অপসারণ কেন চাইছেন বিরোধীরা -আল-জাজিরার বিশ্লেষণ

পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর সরকারকে অপসারণের লক্ষ্যে পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে দেশটির বিরোধী দলগুলো। এটি ২০১৮ সালের আগস্ট মাস থেকে ক্ষমতায় থাকা ইমরানের পুরো পেশাজীবনেই সবচেয়ে বড় এক রাজনৈতিক সংকট। গত ২৫ মার্চ শুক্রবার বেলা ১১টায় রাজধানী ইসলামাবাদে পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিকুইইনসাফের (পিটিআই) নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টায় অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোট সপ্তাহখানেকের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হতে পারে।

ইমরানকে অপসারণের এই উদ্যোগে নেতৃত্ব দিচ্ছে প্রধান দুই বিরোধী *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

কোনো ঘোষণা ছাড়াই ভারতে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লী: চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই দিল্লিতে এলেন। কোনো সরকারি ঘোষণা ছাড়াই চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতে এসেছেন। লাদাখে সংঘাতের পর থেকে ভারত-চীনের সম্পর্ক এখন খুবই খারাপ। গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে চীনের কোনো বড় নেতা ভারত সফর করেননি। এই পরিস্থিতিতে ২৪ মার্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই ভারতে এলেন। তিনি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের সময়টাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব এখন কার্যত দুই ভাগে বিভক্ত। অ্যামেরিকা, *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন অনুদান নিয়ে নেপালের ওপর 'নাখোশ' চীন

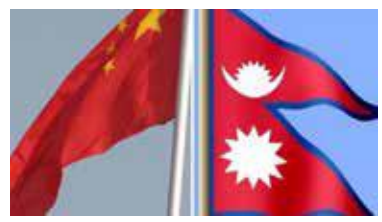

চীন বর্তমানে নেপালি কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারকে পশ্চিমাপন্থী এবং চীন বিরোধী হিসেবে দেখে। চীনের এক কর্মকর্তা এমন মন্তব্য করেছেন। বিশেষ করে নেপালে মার্কিন অনুদান মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ কর্পোরেশন (এমসিসি) নিয়ে নাখোশ চীন।

কাঠমান্ডুতে একজন চীনা কর্মকর্তা বলেছেন, আমরা এমসিসি কমপ্যাক্টের সংসদীয় অনুমোদন বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের কাছে কোনো বিকল্প ছিল না। যে নেতারা আগে কম্প্যাক্টের ব্যর্থতার বিষয়ে আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন এমন কি তারাও মার্কিন চাপে কাঁপতে শুরু করেছিলেন। নেপালভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আন্নাপূর্ণার এ রিপোর্টের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

মার্কিন সরকারের এমএমসি ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে নেপাল সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর উদ্দেশ্য ছিল রাস্তার গুণমান বজায় রাখা, বিদ্যুতের প্রাপ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। নেপাল ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত বিদ্যুৎ বাণিজ্যের সুবিধা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনী প্রচারণাকে রাশিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে কারচুপি চেষ্টার অভিযোগে হিলারির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের মামলা

যুক্তরাষ্ট্রের ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কারচুপি চেষ্টার অভিযোগে প্রতিদ্বন্দ্বী হিলারি ক্লিনটনসহ কয়েকজন ডেমোক্র্যাটের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ওই নির্বাচনে বিজয়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনের ছয় বছর পর গত ২৪ মার্চ বৃহস্পতিবার তিনি এ মামলা করেন। ট্রাম্পের অভিযোগ, তার নির্বাচনী প্রচারণাকে রাশিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে এই কারচুপির চেষ্টা করেছিলেন তারা।

ফ্লোরিডার ফেডারেল কোর্টে দায়ের করা ১০৮ পৃষ্ঠার এজাহারে তিনি বলেন, 'রিপাবলিকান প্রতিপক্ষ ডোনাল্ড জুনিয়র ট্রাম্প বিদেশি শত্রুভাবাপন্ন দেশের সঙ্গে যোগসাজশ করছেন-এমন মিথ্যা কাহিনী ছড়াতে বিবাদীরা সবাই মিলে বিদ্বেষপূর্ণ ষড়যন্ত্র করেছিলেন।'

এজাহারে সুবিধা আদায়ে সংঘবদ্ধ অপরাধ (র‍্যাকেটিয়ারিং) এবং ক্ষতিকর মিথ্যা ছড়াতে ষড়যন্ত্রেরও অভিযোগ আনা হয়। বক্তব্য জানতে যোগাযোগ করা হলেও হিলারির একজন প্রতিনিধি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করনেনি। ট্রাম্প বলেন, 'আর্থিক ক্ষতির বোঝা বহনে তিনি বাধ্য হয়েছেন, আদালতে যার পরিমাণ নির্ধারিত হবে। তবে সেটা ২৪ মিলিয়ন ডলারের বেশি হতে পারে। এর সঙ্গে আরও যোগ হতে থাকবে নিরাপত্তা ব্যয় ও আইনি ফিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খরচ।'

র‍্যাকেটিয়ারিং মামলায় অভিজ্ঞ আইনজীবী জেফ গ্রেল বলেন, র‍্যাকেটিয়ারিং অভিযোগ আনার ক্ষেত্রে ট্রাম্প হয়তো অনেক বেশি দেরি করে ফেলেছেন। কারণ, এ দাবির ক্ষেত্রে চার বছরের একটি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া আছে। তবে এখানে সাধারণত একটি বড় বিতর্ক আছে কখন এই চার বছর সময় শুরু হবে।

ট্রাম্পের মামলায় বিবাদীদের মধ্যে সাবেক ব্রিটিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তা ক্রিস্টোফার স্টিলের নামও রয়েছে। তার লেখা একটি নথি ২০১৬ সালের নভেম্বরের নির্বাচনের আগে এফবিআই ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ছড়ানো হয়। রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইট আর নেই

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইট আর নেই। ২৪ মার্চ ৮৪ বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন। তার পরিবার এ বিষয়টি নিশ্চিত করে বিবৃতি দিয়েছে। তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'মারা যাওয়ার সময় তার পাশে ছিলেন পরিবারের সদস্যরা ও বন্ধু বান্ধবরা। আমরা একজন স্নেহময়ী মা, গ্রান্ডমাদার, বোন, আন্ট এবং একজন বন্ধুকে হারিয়েছি'। মৃত্যুর খবর প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শোক প্রকাশ করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, তার স্ত্রী ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ম্যাডেলিন অলব্রাইট কাজকে একই সঙ্গে বাধ্যবাধকতা ও সুযোগ

হিসেবে দেখেছেন।

ন্যাটোর মহাসচিব জেন্স স্টোলটেনবার্গ বলেছেন, অলব্রাইট ছিলেন স্বাধীনতার শক্তি এবং ন্যাটোর ইস্যুতে মুখর চ্যাম্পিয়ন। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিজ ট্রাস প্রমুখ। চেক প্রজাতন্ত্রের অভিবাসী এই বর্ষীয়ান কূটনীতিক দীর্ঘ সময় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে অবদান রেখে যাচ্ছিলেন।

১৯৯৭ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সরকারে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান। আর তার মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন ইতিহাস। ব্যাপ্ত কূটনৈতিক জীবনের কারণে প্রশংসা করে তাকে বলা হয় 'চ্যাপিয়ন অব ডেমোক্রেসি'। তিনি কসোভোতে জাতি নিধন বন্ধে অবদান রেখেছেন।

১৯৩৭ সালে তৎকালীন চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগে জন্মগ্রহণ করেন অলব্রাইট। তিনি ছিলেন চেকোস্লোভাকিয়ার এক কূটনীতিকের কন্যা।

রাশিয়ার গ্যাসে নির্ভরশীলতা কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি ইইউ'র

রাশিয়ার গ্যাসের ওপর ইউরোপের দেশগুলোর নির্ভরশীলতা কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস কেনার চুক্তি করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইউরোপ সফরের মধ্যেই এ চুক্তির ঘোষণাটি এল বলে জানিয়েছে বিবিসি।

চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র চলতি বছরই ইইউকে অতিরিক্ত দেড় হাজার কিউবিক মিটার গ্যাস দেবে। ইউক্রেনে মস্কোর সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই রাশিয়ার গ্যাসে ইউরোপের নির্ভরশীলতার বিষয়টি জোরালভাবে সামনে আসে। ইউরোপের গ্যাসের চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশই রাশিয়া মেটায়।

যে কারণে, ইউক্রেনে রুশ অভিযানের পাল্টায় ইইউ মস্কোর ওপর অনেক ধরনের নিষেধাজ্ঞা দিলেও গ্যাস সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

রাশিয়াকে সমর্থনের 'পরিণতি' চীনকে মনে করিয়ে দিলো যুক্তরাষ্ট্র

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনে বেইজিং 'বস্তুগত সহায়তা' দিলে চীনের পরিণতির বিষয়ে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, শুক্রবারের আলোচনায় উভয় পক্ষই সংকটের কূটনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে।

তবে চীনের 'পরিণতি' কী হবে কিংবা যুক্তরাষ্ট্র কোনগুলোকে 'বস্তুগত সহায়তা' বিবেচনা করবে তার বিস্তারিত জানায়নি হোয়াইট হাউজ। কিন্তু প্রেস সেক্রেটারি জেন পিসাকি ইঙ্গিত দিয়েছেন চীনের ব্যাপক বাণিজ্যিক প্রবাহ আক্রান্ত হতে পারে।

নিয়মিত এক সংবাদ সম্মেলনে হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি জেন পিসাকির কাছে বিশ্বের শীর্ষ রফতানিকারক দেশ চীন বাণিজ্য শুল্ক আরোপ বা নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হবে কিনা জানতে চাওয়া হয়।

জবাবে তিনি বলেন, 'যন্ত্রের বাক্সের মাত্র একটি যন্ত্র নিষেধাজ্ঞা'। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মধ্যে প্রায় দুই ঘণ্টার ফোনালাপের পর পিসাকি বলেন, যেকোনও পরিণতির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি বেইজিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় সহযোগীদের পাশে রাখা হবে বলে জানান তিনি।

হোয়াইট হাউজের বিবৃতিতে বলা হয়, 'ইউক্রেনীয় শহর এবং বেসামরিকদের বিরুদ্ধে নৃশংস হামলা চালানো রাশিয়াকে কোনও বস্তুগত সহায়তা যদি চীন দেয় তাহলে পরিণতি এবং তা প্রয়োগ কেমন হবে তা বর্ণনা করেছেন তিনি (বাইডেন)'।

সংকটের কূটনৈতিক সমাধানে নিজের সমর্থনের কথাও উল্লেখ করেন বাইডেন।

বাইডেন-জিনপিং ফোনালাপের বিষয়ে এক সিনিয়র মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়ে দিয়েছেন বেইজিং শুধু ওয়াশিংটনের তরফ থেকে নয় আরও বৃহত্তর পৃথিবীর তরফ থেকে পরিণতি ভোগ করবে।

ওই কর্মকর্তা বলেন, 'প্রেসিডেন্ট সত্যিই চীনের কাছে সুনির্দিষ্ট অনুরোধ করেননি। আমার বিশ্বাস আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে চীন নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেবে।'সূত্র: রয়টার্স

রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর 'গণহত্যাকে' যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি

ওয়াশিংটন ডিসি: মিয়ানমারে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ওপর দেশটির সেনাবাহিনী কর্তৃক গণহত্যা হয়েছে বলে বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তারা জানায়, যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারণ করেছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতা গণহত্যা এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সমতুল্য। মিয়ানমারের সংখ্যালঘু মুসলিমদের হত্যা এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করার পর থেকেই মানবাধিকার সংগঠনগুলো বছরের পর বছর মিয়ানমারে গণহত্যা সংঘটিত *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

৭১-এর গণহত্যার স্বীকৃতি আদায় করতে পারবে বাংলাদেশ?

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও ১৯৭১ সালের পুরো ৯ মাসে বাংলাদেশে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার এখনো সুযোগ আছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। এরজন্য দরকার যথাযথ উদ্যোগ।

সরকার বলছে, এই স্বীকৃতি পেতে নানা ধরনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

২০১৭ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ২৫ মার্চকে জাতীয়ভাবে গণহত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ২০১৫ সালে জাতিসংঘ ৯ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক গণহত্যা প্রতিরোধ দিবস' ঘোষণা করায় ২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি আদায়ের এখন আর সম্ভব নয় বলে মনে করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির। তবে তিনি মনে করেন মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে বাংলাদেশে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে তার স্বীকৃতি আদায় সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক এবং ধারাবাহিক উদ্যোগ।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এর মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। ওই এক রাতেই ৫০ হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয়। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ বাঙালি শহিদ হন। দুই লাখ নারী নিপীড়ন, যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হন। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ৫০ বছরেও সেই গণহত্যার কোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি। ফলে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা গেলেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যুদ্ধাপরাধী ১৯৫ জনকে বিচারের আওতায় আনা যায়নি। আর এখনো পাকিস্তান দাবি করে যে, তারা বাংলাদেশে কোনো গণহত্যা চালায়নি। অন্যদিকে যাতে গণহত্যা বন্ধ হয় তার জন্যও এই স্বীকৃতি প্রয়োজন।

রায়েরবাজারের বধ্যভূমিতে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের লাশ পড়ে আছে। ১৯৭১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ছবিটি তোলেন ফটোগ্রাফার এনামুল হক।

শাহরিয়ার কবির বলেন, ''আমাদের এখন বিভিন্ন দেশের সংসদে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পাস করাতে হবে। এরপর জাতিসংঘে এটা নিয়ে এগোতে হবে। আর এজন্য সরকার, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং বিভিন্ন সংগঠনকে নিয়ে একযোগে কাজ করতে হবে। এটা করতে গেলে পাকিস্তান তো আছেই, সেই সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যেসব দেশ বিরোধী অবস্থানে ছিল, তাদের বিরোধিতার মুখোমুখি হবে। সেটা কাটানোর জন্য ব্যাপক কূটনৈতিক উদ্যোগ প্রয়োজন।'' তিনি বলেন, ''আমরা যখন সুইডেনে কথা বলেছি, তখন সেখানকার পার্লামেন্টেরিয়ানরা বলেছেন, আমরা প্রস্তুত আছি আমাদের সংসদে পাস করতে। কিন্তুতোমাদের সরকার কি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে? অ্যাপ্রোচ করেছে?''

রোহিঙ্গা গণহত্যার স্বীকৃতি দিয়েছে অ্যামেরিকা। জাতিসংঘের কফি আনান কমিশন তো ওটাকে এথনিক ক্লিনজিং বলেছে। কিন্তু তার চেয়ে তো শতভাগ বেশি গণহত্যা হয়েছে বাংলাদেশে। মার্কিন পত্রপত্রিকায়ই তার প্রতিবেদন আছে। তখনকার সিনেটর, কংগ্রেসম্যানদের বক্তব্য আছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এব্যাপারে উদ্যোগ কোথায়? প্রশ্ন করেন শাহরিয়ার কবির।

তিনি বলেন, ''গণহত্যা নিয়ে সবচেয়ে বড় সংগঠন 'জেনোসাইড ওয়াচ'তো বাংলাদেশে গণহত্যার স্বীকৃতি দিয়েছে। তারা জাতিসংঘকে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ আমরা সেরকম দেখছি না। জাতীয়ভাবে ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস ঘোষণা করতেই আমাদের ২০১৭ সাল পর্যন্ত লেগেছে।''

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক আফসান চৌধুরী মনে করেন, ''এই গণহত্যার স্বীকৃতি পেতে সরকারের উদ্যোগ এবং প্রস্তুতি জরুরি। আমরা সংখ্যার হিসাব করছি। কিন্তু গণহত্যার শিকার বাঙালিদের তথ্য প্রমাণ কম সংগ্রহ করছি। হয়ত আমরা সারাদেশে গণহত্যার ছবি বা ভিডিও তত পাবো না। কিন্তু তথ্য প্রমাণতো আছে। সেই তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে ডকুমেন্ট তৈরি করা প্রয়োজন। এরপর পর যে পদ্ধতিতে জাতিসংঘে আবেদন করতে হয় সেভাবে করতে হবে। এরকম উদ্যোগ আমি দেখিনি।''

তার কথা, ''আমি তো বাংলাদেশে গণহত্যা নিয়ে কাজ করছি। আমার কাছে তো গণহত্যার শিকার কয়েক হাজার মানুষের ডকুমেন্টেশন আছে। এটা সারাদেশে এখনো করা সম্ভব। সেটা করা উচিত।''

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর জেনোসাইড স্ট্যাডিজ-এর পরিচালক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ''রুয়ান্ডার গণহত্যার ব্যাপারে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। আমরা সেই প্রক্রিয়ায় এগোতে পারি। আবার ৯ ডিসেম্বরকে ২০১৫ সালে যে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে সেটা ওইদিনে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়। সার্বিকভাবে দেয়া হয়েছে। তাই ওই দিনটাকে ২৫ মার্চ দিয়ে রিপ্লেস করার আবেদনও আমরা করতে পারি। তবে আমাদের মাথায় রাখতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো কয়েকটি বড় বড় দেশ আমাদের গণহত্যাকে গণহত্যা বলে মনে করেনা।''

তার কথা, ''সরকার বলছে তারা নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। সেটা যত জোরদার এবং দ্রুত হয় ততই ভালো।'' আর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক দাবি করেন, গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে বাংলাদেশ সরকার অনেক কাজ করছে। তিনি বলেন, ''আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে চিঠি দিচ্ছি। বিদেশে আমাদের দূতাবাসগুলো কাজ করছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা সভা সেমিনার করছি।''

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ে চার দশকে বাংলাদেশের ক্ষতি ১ লাখ কোটি টাকা

সাইদ শাহীন : দুর্যোগের মোকাবেলা করতে হয়েছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণার তথ্য অনুযায়ী এ ৪০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে দেশের মোট ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ, বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লাখ ২ হাজার কোটি টাকায়।

বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা বাড়ছে। গলছে মেরু অঞ্চলের বরফ। বিপত্সীমা ছাড়াচ্ছে সাগর ও নদীর পানি। তলিয়ে যাচ্ছে নিচু অঞ্চল। বাড়ছে ভারি বৃষ্টিপাত, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপও। বসতভিটা ছেড়ে বাস্তুচ্যুত হচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। ঝুঁকিতে থাকা অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর অর্থনীতিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত এরই মধ্যে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশের অর্থনীতিসহ বিভিন্ন খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণে একটি গবেষণা চালিয়েছে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (সিইজিআইএস)। এর ভিত্তিতে একটি জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (এনএপি) প্রকাশ করেছে সংস্থাটি।

এতে উঠে এসেছে, দেশে প্রতি বছর শুধু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির পরিমাণই দাঁড়ায় মোট জিডিপির দশমিক ৫ থেকে ১ শতাংশে। ২০৫০ সাল নাগাদ এ ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াতে পারে জিডিপির ২ শতাংশে।

এনএপি প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত ৩০ বছরে দেশে সুপার সাইক্লোন বেড়েছে ৬ শতাংশ। প্রতি বছর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে

দশমিক শূন্য ১৫ সেন্টিগ্রেড হারে। বার্ষিক বৃষ্টিপাত বেড়েছে ৮ দশমিক ৪ মিলিমিটার। গত কয়েক দশকে দেশে ভয়াবহ ও মারাত্মক বন্যা হয়েছে পাঁচটি। এছাড়া দেশের পাহাড়ী এলাকা ও উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোয় ঢল ও বজ্রপাতের প্রকোপ বেড়েছে। এছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে বার্ষিক ৩.৬ মিলিমিটার করে।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির দিক থেকে সবচেয়ে সামনের সারিতে থাকা দেশগুলোর অন্যতম হলো বাংলাদেশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন এবং এর সঙ্গে অভিযোজনের জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ প্রয়োজন। যথোপযুক্ত পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ না থাকলে দেশকে সুরক্ষা দেয়া কঠিন হবে। এরই মধ্যে দেশে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বাড়তে শুরু করেছে। যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে সামনের দিনগুলোয় তা আরো মারাত্মক আকার নিতে পারে।

সিইজিআইএসের প্রণীত এনএপিটি বাস্তবায়নে আগামী ২৭ বছরে অন্তত ৮ হাজার ৪০০ কোটি ডলার প্রয়োজন হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে তা হাজার কোটি ডলারও ছাড়াতে পারে। এ বিষয়ে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক মালিক ফিদা এ খান বলেছেন, অভিযোজন পরিকল্পনা সারাদেশকে ১১টি জোনে ভাগ করে ১৩টি জলবায়ু ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও নদীভাঙনসহ অন্যান্য দুর্যোগ। ঝুঁকিগুলো নিয়ন্ত্রণে এনএপিতে ছয়টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে করপোরেটদের মালিকানা সমস্যা তৈরি করছে

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির

ঢাকা: দেশের ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (এনবিএফবিআই) সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন রয়েছে এমন করপোরেটরাই আবার আর্থিক খাতের এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় আছে। এতে অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ভারতে একসময় এ ধরনের চর্চা ছিল। যদিও তারা পরবর্তী সময়ে আইন করে করপোরেটদের ব্যাংক ও এনবিএফআইয়ের মালিকানায় আসা বন্ধ করেছে। গতকাল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) এক বিশেষ প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের অগ্রযাত্রা' শীর্ষক বিশেষ প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর। বিআইবিএম অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কর্নারেরও উদ্বোধন করেন তিনি। বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিআইবিএম গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদ। এছাড়াও আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আনিস এ খান; ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান সেলিম আর এফ হোসেন; ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আবুল কাশেম মো. শিরিন; বণিক বার্তা সম্পাদক ও সম্পাদক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআইবিএমের অধ্যাপক মো. নেহাল আহমেদ। লেখকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন বিআইবিএমের অধ্যাপক ড. শাহ্ মো. আহসান হাবীব। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিআইবিএমের অধ্যাপক মোহাম্মদ মহীউদ্দিন ছিদ্দিকী।

বিআইবিএম গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির বলেন, স্বাধীনতার আগে দেশে ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ছিল। স্বাধীনতার পর আমরা এর সংখ্যা ছয়ে নামিয়ে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ অচিরেই একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশে উন্নয়নের যে গতিধারা সৃষ্টি হয়েছে তা অব্যাহত থাকলে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ অচিরেই একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

প্রধানমন্ত্রী শনিবার (২৬ মার্চ) 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষে শুক্রবার এক বাণীতে বলেন, 'আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, আমরা দেশে উন্নয়নের যে গতিধারা সৃষ্টি করেছি, তা অব্যাহত থাকলে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ অচিরেই একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।' স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সব বাংলাদেশিকে ভেদাভেদ ভুলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে লালন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মমর্যাদাশীল 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণে অংশগ্রহণ করার আহ্বানও জানান তিনি।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পেরিয়ে ৫১ বছরে পদার্পণ করলো বাংলাদেশ। এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী দেশে এবং প্রবাসে বসবাসকারী সব বাংলাদেশি নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। স্মরণ করেন জাতীয় চার নেতাকে, যাঁদের সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদের রক্ত এবং ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনের আত্মত্যাগের ঋণ কখনও শোধ হবে না উল্লেখ করে তিনি সম্মান জানান যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সব অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাকে। কৃতজ্ঞতা জানান সব বন্ধুরাষ্ট্র, সংগঠন, সংস্থা, ব্যক্তি এবং বিশেষ করে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় সার্বিক সহায়তা করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, '১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ, একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ হলেও ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই

তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব এই ভূখণ্ডে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দিনে দিনে পাকিস্তানিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যমূলক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শেখ মুজিব যেকোনও ত্যাগের বিনিময়ে বাঙালিদের অধিকার ও আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে অটল থেকেছিলেন। তাঁর অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগ, যে সংগঠন দুটির সৃষ্টি থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ, '৬২-এর আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, '৬৬-এর ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানসহ সব আন্দোলন-সংগ্রামে এ সংগঠন দুটির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। গণরোষের মুখে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল।'

তিনি বলেন, 'শেখ মুজিব হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার বাতিঘর, বঙ্গবন্ধু। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন, 'আজ হতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় এ দেশটির নাম হবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ '৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু, পাক-সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর না করে টালবাহানা শুরু করে। শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করেন। ২৩ মার্চ সারা দেশে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়', বলেন প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা বলেন, ''একাত্তরের ২৫ মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এর নামে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিদের হত্যা করতে শুরু করে। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়ার আগেই তিনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। বাঙালির জননেতাকে পাকিস্তানের মিয়াওয়ালি কারাগারে বন্দি করে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। জাতির পিতার ডাকে বাংলার মুক্তিপাগল জনতা 'জয় বাংলা' স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে মন্ত্রী করে মুজিবনগর সরকার শপথগ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সারা দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় এবং একজন প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।''

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাঙালি জাতির পিতা, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্গবন্ধু শূন্যহাতে বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর সহায়তা নিয়ে ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসন করেন, অবকাঠামো পুনঃস্থাপন ও উন্নয়ন করেন এবং উৎপাদন খাত ও অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করান। স্বাধীনতা অর্জনের ৯ মাসের মধ্যেই একটি সংবিধান উপহার দেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই তিনি দেশকে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেন। তাঁর কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১১৬টি দেশের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

সিংহের দেশে ইতিহাস গড়ল টিম টাইগার

সত্যজিৎ কাঞ্জিলাল : লড়াইটা শুরু হয়েছিল ২০ বছর আগে। নিজেদের মাটিতে কিছুতেই বশ মানছিল না দক্ষিণ আফ্রিকা। এর আগে তাদের বিপক্ষে দেশের মাটিতে ওয়ানডে সিরিজ জয় এমনকী গত ওয়ানডে বিশ্বকাপেও জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু না পাওয়ার হাহাকার থেকেই যাচ্ছিল।

সেই হতাশা এবার ঘুচল। সিংহের আবাসস্থল দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে স্বাগতিকদের বিপক্ষে যে কোনো ফরম্যাটে প্রথম জয় পেলে বাংলাদেশ। আজ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৩৮ রানের দুর্দান্ত জয় তুলে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তামিম ইকবালের দল। শেষ হলো ২০ বছর আর ১৯ ম্যাচের অপেক্ষা।

রান তাড়ায় নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় দক্ষিণ আফ্রিকা। চতুর্থ ওভারে দলীয় ১৮ রানে জানেমান মালানকে (৪) মুশফিকের গ্লাভসবন্দি করেন পেসার শরীফুল। প্রোটিয়াদের দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটান আরেক তরুণ পেসার তাসকিন। তার বলে লেগ বিফোরের ফাঁদে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

জীবনযাত্রার ব্যয়ের লাগাম কে ধরবে?

সুলাইমান নিলয়: বাসায় আমাকে বাজার করতে হয় না, তাই অনেক ধরনের বিড়ম্বনার মুখেও পড়তে হয় না। মধ্যবিত্তের মেজাজ নাকি সবচেয়ে বেশি খারাপ হয় বাজারে গেলে, তা থেকে আমি বেঁচে গেছি। তবে জীবনযাত্রার ব্যয়ের কথা ভাবলে মন খারাপ হওয়া সামলানো যায় না।

বাসায় আমাকে বাজার করতে হয় না, তাই অনেক ধরনের বিড়ম্বনার মুখেও পড়তে হয় না। মধ্যবিত্তের মেজাজ নাকি সবচেয়ে বেশি খারাপ হয় বাজারে গেলে, তা থেকে আমি বেঁচে গেছি। তবে জীবনযাত্রার ব্যয়ের কথা ভাবলে মন খারাপ হওয়া সামলানো যায় না।

মনে এসে ভর করে দেশ-বিদেশের নানা স্মৃতি। ২০১৬ সালে ব্যক্তিগত কাজে একবার কলকাতা গিয়েছিলাম। তখনো কলকাতার রাস্তাঘাট খুব একটা চিনি না। পরিকল্পনা ছিল পার্ক স্ট্রিটে থাকবো। একজন বন্ধু বলে দিলেন, কলকাতা বিমানবন্দরের ভেতর থেকে এসি বাসে পার্ক ট্রিটে চলে যাওয়া যাবে। কোনো ঝক্কি নেই। সেই পরিকল্পনায় ভর করে বাংলাদেশ বিমানে করে রাতে পৌঁছালাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এয়ারপোর্টে। বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট দেরি করায় কলকাতা পৌঁছে দেখি, এসি বাসের শেষ ট্রিপও বেশ আগেই বিমানবন্দর এলাকা ত্যাগ করেছে।

ট্যাক্সিতে সম্ভবত ৬০০ টাকা ভাড়া চেয়েছিল। ভারতে তখন কাগজের নোট নিয়ে কাড়াকাড়ি অবস্থা। ৫০০-১০০০ টাকার পুরোনো নোট বাতিল করে দেয়া হয়েছে। বাজারে নোটের জন্য হাহাকার। তখন আমার কাছেও রূপির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ছিল। তাই এতগুলো টাকা ট্যাক্সিওয়ালাকে দিতে মন চাইলো না। নিজের সাথে তেমন কোনো লাগেজও নেই। তাই হেঁটেই বের হয়ে গেলাম বিমানবন্দর থেকে। বেরিয়ে শেয়ারড টেক্সিতে করে গেলাম দমদম রেল স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেনে শিয়ালদহ রেল স্টেশনে। সেখান থেকে আবার ট্রেনে পার্ক স্ট্রিট। এর মধ্যে ট্যাক্সিতে ২০ টাকা আর দুইবারের ট্রেনে সম্ভবত ৯ বা ১০ টাকা খরচ হয়েছে। কলকাতার ট্রেনে চড়া সেই শুরু। আমার তখন মনে হচ্ছিল, একশ টাকা নিয়ে সারাদিন ট্রেনে ঘুরেফিরে শহরে কাজ করলেও সেই টাকা শেষ করা যাবে না। পরে একবার বনগাঁ থেকে কলকাতা শহরে যেতে দেখি, প্রায় ৮০ কিলোমিটার ভাড়া মাত্র ২০ টাকা। ঢাকায় এত অল্প টাকায় ভ্রমণেরকথা ভাবাই যায় না। একই দূরত্বে ঢাকা থেকে ভৈরবের ভাড়া অন্তত ৮৫ টাকা। ট্রেনের সময় ব্যবস্থাপনার কথা এখন বাদই দিলাম।

ঢাকা শহরে আমি একজন ভাগ্যবান বাসিন্দা। আমার বাসার পাশেও ট্রেন লাইন আছে। অফিসের পাশেও আছে। আমি একজন ট্রেনভক্ত মানুষও। কিন্তু এরপরও ট্রেনে করে অফিসে যেতে পারি না। কারণ, সার্ভিস নেই। ঘর বা অফিসের পাশে ট্রেন লাইন থাকলেও আমাকে অফিসে যেতে প্রতিদিন অন্তত ১০০ টাকা খরচ করতে হয়। গণপরিবহনের খারাপ অবস্থার কারণে মাঝে মাঝে যেতে হয় সিএনজি অটোতে। সেখানে খরচ কয়েকগুণ হয়ে যায়। এখানে বলে রাখি, আমি অটোতে উঠি সময়মতো বাস না পেলে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ভিড় ঠেলে আমি উঠতে পারি না, মাঝে মাঝে আমাদের স্টেশনে আমার নির্ধারিত বাস থামেই না। কারণ, আগে থেকেই ভরে গেছে।

এই যে পরিবহণ খরচের একটা দীর্ঘ গল্প বললাম, সেটা জীবনযাত্রার খরচ বোঝাতে। কেবল পরিবহণে নয়, সবক্ষেত্রেই আমাদের খরচ বেশি। এর মধ্যে পরিবহণ খরচের বিষয়টা আমরা মেনেই নিয়েছি। শিক্ষার্থীরা মাঝে মধ্যে হাফ ভাড়া নিয়ে কথা বলে। এছাড়া আর কোনো কথা নেই।

কোভিডের আগে কলকাতায় নিউ মার্কেটের পাশে একটা রেস্টুরেন্টে মাংস দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম। হাফপ্লেট ৪০ টাকা। এই হাফ প্লেটে যা মাংস থাকে, *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

পি কে হালদারের অর্থ লোপাটকাণ্ড : এবার ফাঁসছেন এস কে সুর ও শাহ আলম

হকিকত জাহান হকি : দেশ ছেড়ে পালানো আলোচিত পি কে হালদারকে একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর ও সাবেক নির্বাহী পরিচালক শাহ আলম। প্রভাব খাটিয়ে অর্থ লোপাটে সংশ্লিষ্টতায় এবার ফেঁসে যাচ্ছেন তারা।

ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে আড়াই হাজার কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক শীর্ষ এ দুই কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে দুদক। গতকাল বৃহস্পতিবার তাদের কাছে পাঠানো দুদক উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধানের সই করা নোটিশে তাদেরকে আগামী মঙ্গলবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে সশরীরে হাজির হতে বলা হয়েছে। আলাদাভাবে নোটিশ দুটি পাঠানো হয়েছে দুজনের ঢাকায় বাসার ঠিকানায়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলার আলোচিত আসামি পি কে হালদার সব ধরনের মুশকিল থেকে আছান পেতে তাদের দুজনের কাছেই ছুটতেন। এর বিনিময়মূল্যও ছিল অনেক। এস কে সুর ও শাহ আলম যা চাইতেন, তাই-ই পেতেন। একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা আত্মসাতের ঘটনার সময় ওই দুই কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন।

এস কে সুর চৌধুরী ও মো. শাহ আলম (ডানে)

রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেড ও এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পি কে হালদার দুদকের ২০ থেকে ২৫টি মামলার আসামি। তিনি ওই দুটি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালনের সময় অদৃশ্য শক্তির ওপর ভর করে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে অন্যান্য অর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকেও অবাধে টাকা লুটে নিয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুদকের এক পদস্থ কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ওই দুই কর্মকর্তাকে আর্থিক সুবিধা দিয়ে অবাধে অনিয়ম-দুর্নীতি চালিয়ে যেতেন পি কে হালদার।

গ্রেপ্তার হওয়া ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের সাবেক এমডি রাশেদুল হক সম্প্রতি আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে পি কে হালদারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক ওই দুই কর্মকর্তার সখ্য ও দুর্নীতিতে যোগসাজশ বিষয়ে তথ্য দেন।

দুদক সূত্র জানায়, একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পি কে হালদারের অর্থ লোপাটের ঘটনার সময় শাহ আলম বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিএফআইএম (ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড মার্কেটিং) বিভাগের জিএমের দায়িত্বে ছিলেন। পরে তিনি নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পান। ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে শাহ আলমকে মাসে দুই লাখ টাকা দেওয়া হতো। বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্সপেকশন বিভাগ থেকে ইন্টারন্যাশাল লিজিংয়ের কার্যক্রম বছরে দুবার অডিট হতো। পি কে হালদার বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এস কে সুরকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মূল্যবান উপহার দেবেন বলে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে মোটা অংকের টাকা তুলে নিতেন। পরে ওই টাকা এস কে সুর ও শাহ আলমকে ভাগ করে দিতেন। ২০১৫ থেকে ১৮ সাল পর্যন্ত দুই সদস্যের বাংলাদেশ ব্যাংকের অডিট টিমকে প্রতিবারই ১০ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। এর বিনিময়ে অডিট টিম ইতিবাচক প্রতিবেদন দিয়েছিল।

২০১১ সালে পি কে হালদার রিলায়েন্সের এমডি ছিলেন। মূলত ওই সময়ে তার অপকর্মের শুরু। তার ইচ্ছামতো গ্রাহকদের ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই একদিনের মধ্যে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করতেন। অনেক সময় গ্রাহক জানতও না, তার নামে ঋণ নেওয়া হয়েছে। এভাবে তিনি প্রতিষ্ঠান থেকে শত শত কোটি টাকা ঋণের নামে আত্মসাৎ করেন।

জানা যায়, পিপলস লিজিংয়ের আর্থিক ভিত ধ্বংস করে দেওয়ার পেছনে একাধিক ব্যাংকার ও ব্যবসায়ী জড়িত রয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানের অর্থ লোপাটে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ওই দুই কর্মকর্তা ও দেশের শীর্ষ পর্যায়ের একজন ব্যবসায়ীর নাম উঠে এসেছে। দুদকের মামলায় গ্রেপ্তার পিপলস লিজিংয়ের সাবেক চেয়ারম্যান উজ্জ্বল কুমার নন্দী সম্প্রতি আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে এ তথ্য দিয়েছেন।

দুদক জানায়, ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এ পর্যন্ত ২২টি মামলা হয়েছে। ফাস ফাইন্যান্সের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ১৩টি মামলা করা হয়। এ ছাড়া এক হাজার কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রতিষ্ঠান দুটির এমডি মো. রাশেদুল হক এবং রাসেল শাহরিয়ারসহ ১২ কর্মকর্তা ও ঋণ গ্রাহককে। নিজেদের দোষ স্বীকার করে ১০ জন আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন। ৭৬ জন কর্মকর্তার বিদেশ গমনে ইমিগ্রেশনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ৩৩ জন কর্মকর্তা এবং বোর্ড সদস্যদের সম্পদ বিবরণীর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আরও মামলার প্রস্তুতি চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের উপপরিচালক, জয়েন্ট ডিরেক্টর লেভেলের পাঁচজন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ফাস ফাইন্যান্সের ৩৬ কোটি টাকা আত্মসাৎ

পি কে হালদারসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

ঢাকা:জালিয়াতি করে অস্তিত্বহীন কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে ফাস (এফএএস) ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ৩৬ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে পলাতক পি কে হালদারসহ ২২ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. রাকিবুল হায়াত সম্প্রতি কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১-এ মামলাটি করেন। দুদক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। মামলার এজাহারে বলা হয়, ভুয়া কোম্পানি সুখাদা প্রপার্টিজ লিমিটেডের নামে জাল কাগজপত্র তৈরি করে সেগুলো ফাস ফাইন্যান্সে জমা দেওয়া হলে ঋণ প্রস্তাবের বিপরীতে ৪০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করা হয়েছিল। পরে ৩৬ কোটি ৩৭ লাখ ৮৮ হাজার ৮৯৫ টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে ওই অর্থ নানাভাবে লেয়ারিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর, রূপান্তরের মাধ্যমে অবস্থান গোপনপূর্বক পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের ২০-২৫টি মামলার আসামি পলাতক পি কে হালদার রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেড ও এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক এমডি। তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে আইনের মুখোমুখি করতে আন্তর্জাতিক অপরাধ পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলেও চিঠি দিয়েছে দুদক। মামালার এজাহারে বলা হয়, সুখাদা প্রপার্টিজের চেয়ারম্যান রতন কুমার সমাদ্দার এমডি অমিতাভ অধিকারী। তিনি ২০১৬ সালের ২৬ জুন ব্যবসা সম্প্রসারণের নামে ফাস ফাইন্যান্সের এমডি বরাবর দুই বছরের মরেটরিয়ামসহ সাত বছরের জন্য ৪০ কোটি টাকা ঋণের জন্য আবেদন করেন। ওই ঋণের বিপরীতে সহায়ক জামানত হিসেবে ঢাকার খিলক্ষেত এলাকার ৩৪ দশমিক ২৫ শতাংশ জমির কথা উল্লেখ করেন। আবেদনটি পাওয়ার পর কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই শুধু গ্রাহকের দেওয়া রেকর্ডপত্র ও তথ্যের ভিত্তিতে ঋণ প্রস্তাব তৈরি করা হয়।

এরপর প্রস্তাবটির অনুমোদনের সুপারিশ করে প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট কমিটি বরাবর উপস্থাপন করে ফাস ফাইন্যান্সের সাবেক সিনিয়র অফিসার মৌসুমী পাল ও ডেপুটি ম্যানেজার আহসান রাকিব। অফিসে বসে প্রস্তাবটির সঠিকতা যাচাই করেন সিনিয়র অফিসার তাসনিয়া তাহসিন রোজালিন। পরে ক্রেডিট কমিটির সভায় কোনোরূপ যাচাই-বাছাই, আপত্তি ছাড়া প্রস্তাবটি অনুমোদন দেওয়া হয়। পরে প্রস্তাবটি বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা হয়। ২০১৬ সালের ২৯ জুন ফাস ফাইন্যান্সের ১৭৮তম পর্ষদ সভায় কোনো আপত্তি ছাড়াই ঋণ প্রস্তাবটি অনুমোদন দেওয়া হয়। অনুমোদনপত্রে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানের সাবেক চেয়ারম্যান এম. এ হাফিজ, সাবেক আট পরিচালক ও সাবেক এমডি মো. রাসেল শাহরিয়ার।

পি কে হালদার ছাড়া মামলার বাকি ২১ আসামি হলেন- সুখদা প্রপার্টিজের চেয়ারম্যান রতন কুমার সমাদ্দার, এমডি অমিতাভ অধিকারী, ফাস ফাইন্যান্সের সাবেক চেয়ারম্যান মো. সিদ্দিকুর রহমান, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মো. জাহাঙ্গীর আলম, সাবেক পরিচালক এমএ হাফিজ, কাজী মাহজাবিন মমতাজ, সোমা ঘোষ, ডা. উদ্দাব মল্লিক, মো. আতাহারুল ইসলাম, অরুণ কুমার কুন্ডু, অঞ্জন কুমার রায়, প্রদীপ কুমার নন্দী, বীরেন্দ্র কুমার সোম, সাবেক এমডি মো. রাসেল শাহরিয়ার, সিনিয়র অফিসার মৌসুমী পাল, ম্যানেজার আহসান রাকিব, সাবেক সিনিয়র অফিসার তাসনিয়া তাহসিন রোজালিন, আইসিসি অ্যান্ড রিকোভারি প্রধান মো. মনির হোসেন, সাবেক ভিপি মো. মনিরুজ্জামান আকন্দ, সাবেক এসইভিপি ও সিএডির প্রধান প্রাণ গৌরাঙ্গ দে।

খাসজমি বেহাত - বাতিল হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনির বড় ভাই জাওয়াদুরের দলিল

চাঁদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনির বড় ভাই জাওয়াদুর রহিম ওয়াদুদ ওরফে টিপুর বিরুদ্ধে খাসজমি দখলের যে অভিযোগ উঠেছে, সে ঘটনায় ছয়টি দলিল বাতিল ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চিঠি পাঠিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মঈনউল ইসলামের সই করা চিঠিটি সম্প্রতি আইন ও বিচার বিভাগের সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলার সোনাপুর, তাজপুর (প্রকাশ্যে বাহেরচর) মৌজাটি সিএস জরিপ চলাকালে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পরে এ চরটি পুনরায় জেগে উঠলেও তা জরিপ করা হয়নি। তবে, সরকারি স্বত্ব-দখল বজায় রাখার সুবিধার্থে ০৭/৭৭-৭৮ নম্বর রিসেটেলমেন্ট মোকদ্দমার মাধ্যমে দখল অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তির নামে অস্থায়ী জমাবন্দি তৈরি করা হয়। জরিপ না হওয়ায় প্লটগুলোতে কোনো দাগ-খতিয়ান নম্বর পড়েনি এবং দখলদারদের সঙ্গে কোনোরূপ কবুলিয়ত সম্পাদিত হয়নি উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়, এসব জমিতে কোনো ব্যক্তি বা চাষির স্বত্ব বা মালিকানা তৈরি হয়নি।

বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার পরও ২০১৮ সালের ১৫ নভেম্বর থেকে ২০১৯ সালের ১৮ জুলাই মেয়াদে পাঁচটি সাফ কবলা দলিল (নম্বর-৩২৫, ৩২৬, ৩৮১, ৪১৫ ও ৬৮১) ও একটি দানপত্র দলিল (নম্বর-৫৪০/৩০.০৫.২০১৯) নিবন্ধনের মাধ্যমে ৫৬ দশমিক ৫২৫ একর সরকারি খাসজমি বেহাত হয়েছে। তৎকালীন সাব-রেজিস্ট্রার অসীম-কল্লোল এ অনিয়মের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন মর্মে ধারণা করা হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, চিঠিতে উল্লেখ করা দলিলগুলো জাওয়াদুর ও তার সহযোগীদের নামে করা হয়েছে। সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সঙ্গে যোগসাজশ করে নামমাত্র মূল্যে এসব দলিল করা হয়েছে। চিঠিতে আরও বলা হয়, দলিলগুলো বাতিলের জন্য যথাযথ নির্দেশনা প্রদান এবং উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত করে জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। সম্প্রতি চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণে জালজালিয়াতির অভিযোগের সঙ্গে জাওয়াদুর রহিমের নাম আলোচনায় আসে। চাঁদপুর সদরের ১০ নম্বর লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নে যে স্থানে নতুন ক্যাম্পাস তৈরির জায়গা ঠিক করা হয়েছে, জাওয়াদুর সেখানেও ৬ দশমিক ৯ একর জমি (৬০৯ শতাংশ) কিনে রেখেছেন বলে জানা গেছে। সুত্র ঢাকা পোষ্ট

সাগর থেকে ৫৮ রোহিঙ্গা উদ্ধার, দুই পাচারকারী আটক

টেকনাফ: কক্সবাজারের টেকনাফ উপকূলের গভীর সাগর থেকে ৫৮ জন রোহিঙ্গা নারী ও শিশুকে উদ্ধার এবং দুই পাচারকারীকে গত ২৪ মার্চআটক করেছে র্যা ব। উদ্ধার করা নারী, শিশুদের মালয়েশিয়ায় পাচার করা হচ্ছিল।

র্যা ব-১৫ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের উপ-অধিনায়ক স্কোয়াডন লিডার তানভীর হাসান জানান, শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর উপকূলের গভীর সাগরে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

হাজারো প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে -জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন

ঢাকা: জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশকে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে হাজারো প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে গত ২৫ মার্চ শুক্রবার বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতাবিরোধীরা কখনো চায়নি এদেশ *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

চীনে শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধায় বাংলাদেশের সব ধরনের তৈরি পোশাক

ঢাকা: চীনের বাজারে বাংলাদেশের যেসব পণ্য শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাবে সেগুলোর এইচএস কোড ও নামের পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি তালিকা প্রকাশ করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। রোববার প্রকাশিত তালিকায় আট হাজার ৯৩০টি এইচএস কোডের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট পণ্যের নাম রয়েছে। যদিও সবগুলোতে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা পাবে না বাংলাদেশ। এই তালিকার ৯৮ শতাংশ পণ্যে সুবিধা পাবেন বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ইংরেজিতে নাম ও এইচএস কোড প্রকাশ হওয়ায় ব্যবসায়ীদের সুবিধা নেওয়া সহজ হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে চীন তাদের আমদানি তালিকায় থাকা পণ্যের ৯৮ শতাংশে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে। ২০২০ সালের ১ জুলাই থেকে এই সুবিধা কার্যকর হয়েছে। ২০২০ সালের ১৬ জুন চীনের স্টেট কাউন্সিলের ট্যারিফ কমিশন পণ্যগুলোর তালিকা চীনা ভাষায় প্রকাশ করেছিল। পরে চলতি বছর ইংরেজিতে আংশিক তালিকা প্রকাশ করা হয়। এখন পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হলো। তাতে দেখা গেছে, চীন ৮ হাজার ৯৩০টি এইচএস কোডে বিভিন্ন পণ্য বিশ্ববাজার থেকে আমদানি করে থাকে। এর মধ্যে ৮ হাজার ৭৫১ এইচএস কোডের বিপরীতে বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা পায়। ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই সুবিধা পাবে বাংলাদেশ। চীনের বাজারে রপ্তানিতে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা পেতে হলে রুলস অব অরিজিনের শর্ত অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে রপ্তানি মূল্যের ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজন অথবা পণ্যের চার ডিজিটের এইচএস কোড পরিবর্তন করতে হয়।

এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) নূর মো. মাহবুবুল হক সমকালকে বলেন, রপ্তানিকারকদের সুবিধায় এইচএস কোড ও পণ্যের নাম ইংরেজিতে প্রকাশ করা হয়েছে। আশা করা যায়, এতে রপ্তানিকারকরা সুবিধা পাবেন। ২০২০ সালে চীন তাদের আমদানি তালিকায় থাকায় পণ্যের ৯৭ শতাংশ পণ্যে এই সুবিধা ঘোষণা করেছিল। এখন ৯৮ শতাংশে এই সুবিধা দিচ্ছে তারা। এতে দেশটিতে আরও প্রায় ৫০০টি পণ্য রপ্তানিতে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সাবেক সদস্য মোস্তফা আবিদ খান সমকালকে বলেন, কোন কোন পণ্য চীনে সুবিধা পাবে সেটি পরিস্কার হয়েছে। এখন বেসরকারি খাত অর্থাৎ রপ্তানিকারকদের চীনের বাজারের সঙ্গে বা ক্রেতাদের সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে হবে।

ইংরেজি তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের সব পণ্য চীনের বাজারে শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা পাবে। এক সময় বাংলাদেশ চীনের আমদানি পণ্যের ৬১ শতাংশে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেত। তাতে তৈরি পোশাকের (ওভেন ও নিট) সব পণ্য শুল্ক্মুক্ত সুবিধা পেত না। ওভেন গার্মেন্টে মোট ১৬৭টি ও নিট গার্মেন্টে ১৩২টি এইচএস কোড রয়েছে। আগের ৬১ শতাংশ সুবিধায় ওভেনের ১১৭টি এবং নিটের ৮৮টি এইচএস কোড শুল্ক্মুক্ত সুবিধার আওতাভুক্ত ছিল। কিন্তু শুল্কমুক্ত সুবিধা বাড়িয়ে ৯৮ শতাংশ করায় এখন সব পণ্যই এ সুবিধা পাচ্ছে।

এ ছাড়া শতভাগ পাট ও পাটজাত পণ্য, মাছ, চামড়াজাত পণ্য, অপটিক্যাল ও সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, হোম টেক্সটাইল পণ্যও চীনের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। চামড়া, পাদুকা, তুলা ও তুলার তৈরি সুতার সিংহভাগ পণ্যও শুল্কমুক্ত সুবিধা পায় বিশ্বের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর দেশের বাজারে।

একজন পোশাক রপ্তানিকারক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, চীনের এই সুবিধা পোশাক খাতে বিশেষ সুবিধা সৃষ্টি করবে না। কারণ ওভেন, ডেনিম, সোয়েটার, অন্তর্বাসসহ বিভিন্ন পণ্যের জন্য চীন থেকে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

তেল রপ্তানি বাড়ানোর আশ্বাস ক্যানাডার

অটোয়া:পাঁচ শতাংশ তেল রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব বলে জানিয়েছে ক্যানাডা। ইউরোপের দেশগুলিকে তারা এই তেল পাঠাতে চায় বলে জানানো হয়েছে।

ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ব্যাপকভাবে রাশিয়ার গ্যাস এবং তেলের উপর নির্ভরশীল। জার্মানির মতো অনেক দেশই রাশিয়ার পাঠানো গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। ইউক্রেন সংকট শুরু হওয়ার পরে ইউরোপের দেশগুলিও তাই সংকটে পড়েছে। রাশিয়ার উপর তারা একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কিন্তু গ্যাস এবং তেল আমদানি বন্ধ করতে পারেনি। রাশিয়াও সেই সুযোগ ব্যবহার করেছে। তারা জানিয়েছে, এবার থেকে গ্যাস এবং তেল কিনতে হলে রুবল দিয়ে কিনতে হবে। ইউরো দেওয়া যাবে না।

এই সংকটকালে কিছুটা স্বস্তির কথা শুনিয়েছে ক্যানাডা। প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের ভান্ডার আছে ক্যানাডায়। বৃহস্পতিবার (২৪ মার্চ) ক্যানাডার সরকার জানিয়েছে, তারা সংকটকালে তেলের রপ্তানি ৫ শতাংশ বাড়াতে পারে। এই তেল অ্যামেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে দেওয়া হবে। বস্তুত, পাঁচ শতাংশ রপ্তানি বৃদ্ধির অর্থ, দিন তিন লাখ অতিরিক্ত ব্যারেল তেল। সংকটাকালে এই তেল সাময়িকভাবে সমস্যার সমাধান করবে বলেই মনে করছেন কূটনীতিকরা। রাশিয়া ইউক্রেনে অভিযান শুরু করার আগেই ইউরোপের বহু দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করতে শুরু করেছিল। ইউক্রেন আক্রমণের পরে রাশিয়াকে কার্যত একঘরে করে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

যুদ্ধের প্রভাবে কমবে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি - আঙ্কটাডের প্রতিবেদন

বিশ্ব অর্থনীতির হিসাব-নিকাশ অনেকটাই ওলটপালট করে দিচ্ছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। করোনার প্রভাব মোকাবিলা করে যখন ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে অনেক দেশ, ঠিক তখনই দেখা দিয়েছে নতুন এই সংকট। যার প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন খাতে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নীতি কাঠামোতেও পরিবর্তন আনছে বিভিন্ন দেশ। এসব কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়েছে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা (আঙ্কটাড)। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি বলেছে, চলতি বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি হবে ২ দশমিক ৫ শতাংশ। এর আগে ৩ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল আঙ্কটাড।

উল্লেখ্য, করোনা অতিমারি বিশ্ব অর্থনীতিতে বিপর্যয় নেমে আসে ২০২০ সালে। ৩ দশমিক ৪ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয় ওই বছর। অবশ্য পরের বছর সেই ধকল কাটিয়ে প্রবৃদ্ধি হয় ৫ দশমিক ৬ শতাংশ।

ওট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট আপডেট শীর্ষক আঙ্কটাডের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছর অর্থনীতিতে ব্যাপক মন্দাবস্থার মধ্য দিয়ে যাবে রাশিয়া। পশ্চিম ইউরোপ, মধ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অনেক দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে দেখা দিতে পারে শ্লথগতি। চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে মূল্যস্ফীতির চাপের কারণে আবারও সংকোচনমুখী মুদ্রানীতির পথে হাঁটতে পারে উন্নত অনেক দেশ। আগামী বাজেটের আকারও কমিয়ে দিতে পারে কোনো কোনো দেশ।

সংস্থাটির আশঙ্কা, বিশ্ব অর্থনীতিতে চাহিদা কমে যাওয়া, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি সমন্বয়ের ঘাটতি এবং করোনার প্রভাবে আগে থেকে বেড়ে যাওয়া ঋণের বোঝা আর্থিক খাতের জন্য নতুন সমস্যা তৈরি করতে পারে। এটি উন্নয়নশীল কিছু দেশকে দেউলিয়া *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ইউরোপের সঙ্গে সংহতি, গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখবে কাতার

গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রেখে ইউরোপীয়দের পাশে থাকার বিষয়ে আশ্বাস দিলেন কাতারের জ্বালানী মন্ত্রী সাদ আল-কাবি। বৃহস্পতিবার সিএনএনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি। তিনি জানান, ইউরোপের সঙ্গে কাতারের যে চুক্তি রয়েছে তা 'পরিবর্তনযোগ্য'। অর্থাৎ, কাতার চাইলেই এই গ্যাস লাভজনক বিক্রেতার কাছে সরবরাহ করতে পারে। তবে সেটি কাতার করবে না বলে আশ্বস্ত করেন আল-কাবি। তিনি বলেন, আমরা কোনো গ্যাস ডাইভার্ট করছি না এবং ইউরোপেই সরবরাহ অব্যাহত রাখছি। যদিও আমাদের জন্য ডাইভার্ট করা লাভজনক কিন্তু আমরা তা করবো না। এটাই ইউরোপের সঙ্গে আমাদের সংহতির প্রকাশ। এদিকে সাক্ষাৎকারে তার কাছে জানতে চাওয়া হয় রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের উপরে কাতার কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে কিনা। আল-কাবি এমন সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেন। বলেন, জ্বালানী খাতকে অবশ্যই রাজনীতির বাইরে রাখা উচিৎ। তাছাড়া ইউরোপ পুরোপুরি রাশিয়ার গ্যাস নিষিদ্ধ করতে পারবে বলেও বিশ্বাস করেন না তিনি। ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধে তার দেশ কোনো পক্ষকেই সমর্থন দেবে না বলেও জানান কাতারের জ্বালানী মন্ত্রী।

ফের ডলারের বিপরীতে মান হারালো বাংলাদেশের টাকা

ঢাকা: যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলারের বিপরীতে টাকার মান আরেক দফা কমলো। এক দিনেই ২০ পয়সা দর হারাল টাকা। মঙ্গলবার আন্তব্যাংক মুদ্রাবাজারে এক ডলারের জন্য ৮৬ টাকা খরচ করতে হয়েছিল; ২৩ মার্চ বুধবার লেগেছে ৮৬ টাকা ২০ পয়সা। ব্যাংকগুলো ডলার বিক্রি করছে এর চেয়ে প্রায় পাঁচ টাকা বেশি দরে। রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ও জনতা ব্যাংক বুধবার ৯১ টাকা দরে ডলার বিক্রি করেছে। অগ্রণী ব্যাংক বিক্রি করেছে ৯০ টাকা ৯০ পয়সায়। ব্যাংকের বাইরে কার্ব মার্কেট বা খোলা বাজারে প্রতি ডলার ৯২ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। দেড় মাস ৮৫ টাকা ৮০ পয়সায় 'স্থির' থাকার পর গত ৯ জানুয়ারি টাকার বিপরীতে ডলারের দর ২০ পয়সা বেড়ে ৮৬ টাকায় ওঠে। এরপর আড়াই মাস সেই দরে 'স্থির' থেকে বুধবার ২০ পয়সা বেড়ে ৮৬ টাকা ২০ পয়সায় উঠেছে। মহামারির মধ্যে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ৮৪ টাকা ৮০ পয়সায় 'স্থির' ছিল ডলারের দর। গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে টাকার বিপরীতে ডলারের দাম বাড়তে শুরু করে। বাড়তে বাড়তে ৮৫ টাকা ৮০ পয়সায় ওঠার পর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ওই একই দর ছিল। এরপর থেকে তা আবার বাড়তে শুরু করে।

আমদানি বাড়ায় ডলারের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় শক্তিশালী হচ্ছে ডলার; বিপরীতে দুর্বল হচ্ছে টাকা। তবে পর্যাপ্ত রিজার্ভ থাকায় এতে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই বলে মনে করছেন অর্থনীতির গবেষকরা।

মাঝে এক বছর ছাড়া প্রতি বছরই বাংলাদেশি টাকার মান কমেছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করে থাকে ডলারে। অনেকটা 'রক্ষণশীল নীতি'অবলম্বন করলেও আওয়ামী লীগ সরকারের ১৩ বছরে সেই ডলারের তুলনায় টাকার *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ডায়াবিটিস রোগীদের ঘুম কেন জরুরি, জানেন...

ঘুমের সমস্যা হলে কিন্তু সেখান থেকে একাধিক শারীরিক সমস্যা আসে। ডায়াবিটিসের সমস্যা হলে কিন্তু ঘুমের সমস্যা আসা স্বাভাবিক। আর তাই নিয়মিত ডায়েট ও শরীরচর্চা খুব জরুরি।

টাইপ ২ ডায়াবিটিসে আক্রান্তের সংখ্যা ইদানিং কালে বেড়েছে অনেকটাই। এর জন্য যে দায়ী আমাদের লাইফস্টাইল (খরভবংঃষব), আমাদের রোজকারের জীবনযাত্রা একথা কিন্তু বারবার বলেছেন চিকিৎসকেরা। ঘুম কম, অতিরিক্ত চিন্তা এসব থেকেও কিন্তু আসে ডায়াবিটিসের সম্ভাবনা। তবে যাঁরা টাইপ ২ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত তাঁদের প্রত্যেকেরই কিন্তু ঘুমে সমস্যা (ঝষববঢ় চৎড়নষবস) হয়। টানা ঘুম না হওয়া, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়া এসব লেগেই থাকে। আর এই অনিয়মিত ঘুম নির্ভর করে আপনি হাইপারগ্লাইসেমিয়া নাকি হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় ভুগছেন তার উপরে। অনিয়মিত ঘুম হলে শরীরে ক্লান্তি লেগেই থাকে।

ডায়াবিটিস বা অন্য কোনোও শারীরিক সমস্যায় ঘুম কম হয়। সেই সঙ্গে মানসিক চাপ বাড়ে। যেখান থেকে কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে পারে। আর তাই প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে সচেতন থাকুন। কারণ ডায়াবিটিসে মনের মধ্যে উদ্বেগ লেগেই থাকে। উদ্বেগ বাড়লো হাইপারগ্লাইসেমিয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর ফলে কিডনির উপর চাপ পড়ে এবং যেখান থেকে বার বার বাথরুমে যাওয়ার মত সমস্যা লেগেই থাকে। রাতে একাধিকবার বাথরুমে যেতে হয়। সঙ্গে বার বার জল পিপাসা পাওয়া, ক্লান্তি, মাথাব্যথা এসব লেগেই থাকে। এই শারীরিক অসুবিধার কোনও একটি থাকলে কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে বাধ্য। আবার রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে গেলে তখনও কিন্তু ঘুমে ব্যঘাত ঘটতে পারে। বার বার ঘুম ভেঙে যায়।

ঘুম ঠিকমতো না হলে তখন কিন্তু সরাসরি প্রভাব পড়ে ইনসুলিন ক্ষরণে। ইনসুলিন ঠিক ভাবে কাজ করতে পারে না। যেখান থেকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়ে। এছাড়াও অনিয়মিত ডায়েট মেনে চললে সেখান থেকেও কিন্তু রক্তে চিনির মাত্রা বাড়তে পারে। আর অনিয়মিত ঘুম হলে তখন ঘ্রেলিনের মাত্রাও বেড়ে যায়। যা আমাদের খিদে নিয়ন্ত্রণ করে। সেই সঙ্গে লেপটিনের পরিমাণও হ্রাস পায়। এই লেপটিন কিন্তু আমাদের খিদে নিয়ন্ত্রণ করে। এবার খিদে যদি ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলেই বেশি ক্যালোরির খাবার খাওয়া হয়ে যায়। সেকান থেকে বাড়ে ওবেসিটির ঝুঁকি। আরে াবেসিটি বাড়লে কিন্তু সেখান থেকে টাইপ ২ ডায়াবিটিসের সমস্যা আসবেই। আর তাই প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে অতিরিক্ত ওজন যেন না বাড়ে। ওজন বাড়লেই কিন্তু সেখান থেকে একাধিক শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। শ্বাস নিতে অসুবিধে হয়। আসতে পারে স্লিপ অ্যাপনিয়ার মত সমস্যাও।

স্নায়ুর নানা সমস্যা আসতে পারে। হাত অসাড় হয়ে যাওয়া, শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা এসব লেগেই থাকে। আর এই ব্যথা থেকে কিন্তু ঘুমেও সমস্যা হয়।

আর টাইপ ২ ডায়াবিটিসে শরীরে একটা ক্লান্তি থাকেই। আর তাই কিন্তু নিয়মিত শরীরচর্চা করতেই হবে। নইলে আরও একাধিক সমস্যা আসবে। শরীরের আভ্যন্তরীন ক্ষতি হতে পারে। - প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

যে সব লক্ষণে বুঝবেন এখনই আপনার চিনি খাওয়া বন্ধ করা উচিত

অতিরিক্ত চিনি খাওয়া মোটেই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। সেখান থেকে আসে একাধিক সমস্যা। হঠাৎ ক্লান্ত লাগা, ওজন বাড়া-কমা এসব সমস্যা কিন্তু হতে পারে চিনি বেশি খাওয়ার লক্ষণ।

পছন্দের যে কোনও খাবারেই কিন্তু চিনির ভাগ থেকে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে। তা সে চকোলেট হোক বা চিংড়ির মালাইকারি। অধিকাংশজনের পছন্দের খাবারের তালিকায় থাকে বিরিয়ানি, মাটন, পোলাও, আইসক্রিম, ইলিশ, চিংড়ি, পাস্তা, রসগোল্লা- এসব লোভনীয় সব খাবার। আর এই সব কি খাবারই কিন্তু শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক। বিশেষত এই পোলাও, মাটন, রসগোল্লা। কারণ এই সবকটি খাবারের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ চিনি আর সেই প্রভাব কিন্তু পড়ে আমাদের স্বাস্থ্যে। শরীরের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ক্ষতি হয়। কিন্তু আমরা তা সহজে ধরতে পারি না।

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতে একজম পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ২৫ গ্রামের বেশি *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

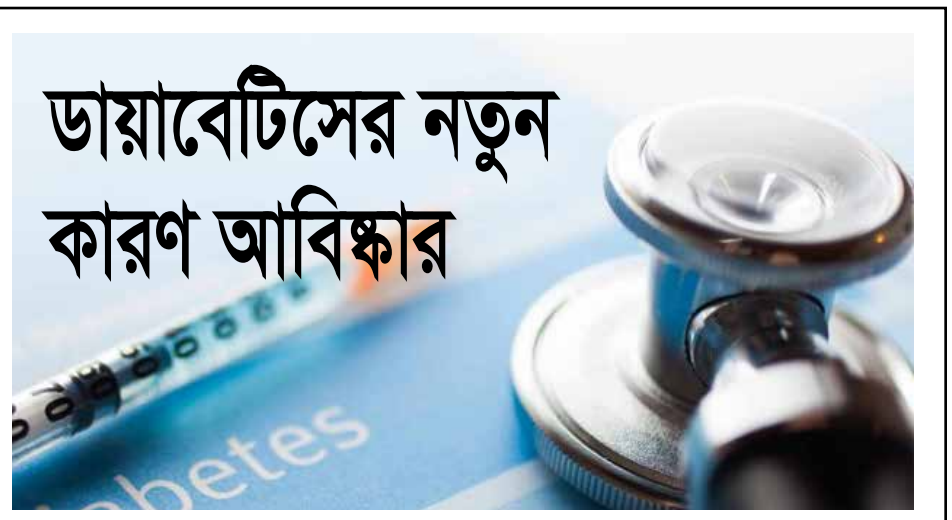

ডায়াবেটিসের নতুন কারণ আবিষ্কার

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার আরও একটি নতুন কারণ আবিষ্কারের কথা জানিয়েছে বাংলাদেশের একদল বিজ্ঞানী। তারা বলছেন, ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরের অংশে থাকা গুরুত্বপূর্ণ একটি জারক রস কমে গেলে এ রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এই জারক রস বা এনজাইমের নাম ইন্টেস্টাইনাল অ্যালকেলাইন ফসফেটাস, সংক্ষেপে আইএপি। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের শরীরে আইএপির পরিমাণ কমে যায়, তাদের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ১৩ দশমিক ৮ গুণ বেড়ে যায়। এ গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন বারডেম হাসপাতালের ভিজিটিং অধ্যাপক ডা. মধু এস মালো। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হাভার্ড মেডিকেল স্কুলের সাবেক সহকারী অধ্যাপক। 'ইন্টেস্টাইনাল অ্যালকেলাইন ফসফেটাস ডেফিসিয়েন্সি ইনক্রিজেস দ্য রিস্ক অব ডায়াবেটিস' শীর্ষক এই গবেষণা প্রবন্ধ সম্প্রতি ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল 'দ্য বিএমজে ওপেন ডায়াবেটিস রিসার্চ অ্যান্ড কেয়ার'-এ প্রকাশিত হয়েছে। রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে বুধবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ আবিষ্কারের তথ্য তুলে ধরা হয়। গবেষণায় অর্থায়ন করেছে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড রিসার্চ কাউন্সিল এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আইএপি কমে যাওয়া ডায়াবেটিসের অন্যতম প্রধান কারণ। তবে আবিষ্কারের এ বিষয় ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা। ডা. মধু এস মালো সাংবাদিকদের বলেন, গত পাঁচ বছরে (২০১৫-২০ সাল) ৩০ থেকে ৬০ বছর বয়সি ৫৭৪ জন মানুষের ওপর গবেষণা করে ডায়াবেটিসের এই নতুন কারণ সম্পর্কে জানা গেছে। তিনি বলেন, আইপিএ স্বল্পতায় ভোগা ব্যক্তিদের মধ্যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি-যারা এমন স্বল্পতায় ভোগেন না, তাদের চেয়ে অনেক বেশি হয়। যাদের অন্ত্রে এ এনজাইমটি *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

৫ খাবার: ডেকে আনবে ঘুম, দূর হবে অনিদ্রা

বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক অন্তত ৬ ঘণ্টার অবিচ্ছিন্ন ঘুমের প্রয়োজন। দেহের সার্বিক সুস্থতার জন্য পর্যাপ্ত ঘুমের গুরুত্ব অপরিসীম। অনিদ্রা ও পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব ডেকে আনে হৃদ্যন্ত্রের সমস্যা, স্নায়ুর রোগ, স্থূলতা ও দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মতো অজস্র সমস্যা। বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক অন্তত ৬ ঘণ্টা নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমের প্রয়োজন। রইল এমন পাঁচটি খাবারের হদিশ যা দূর করতে পারে অনিদ্রার সমস্যা।

১। কাঠবাদাম: বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঠবাদামে থাকে 'মেলাটোনিন'। এই মেলাটোনিন শরীরের জৈবিক ঘড়ি সচল রাখতে সহায়তা করে। অর্থাৎ জেগে থাকা ও ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে যে চক্রাকার সম্পর্ক রয়েছে সেটি নিয়ন্ত্রিত হয় সঠিক ভাবে। ফলে সময় মতো ঘুম আসে। তা ছাড়া কাঠবাদামে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়। পর্যাপ্ত পরিমাণ ম্যাগনেশিয়াম অনিদ্রার সমস্যা কমাতে দারুণ উপযোগী।

২। টার্কির মাংস: ভারতে টার্কির জোগান খুব একটা অপ্রতুল নয়। টার্কিতে 'ট্রিপ্টোফ্যান' নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড মেলাটোনিন ক্ষরণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তা ছাড়া টার্কি প্রোটিনের খুব ভাল একটি উৎস। কারও কারও মতে, ঘুমের ঘণ্টা খানেক আগে পর্যাপ্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খেলে ভাল হয় ঘুম।

৩। কিউয়ি ফল: সাম্প্রতিক একটি গবেষণা বলছে, চার সপ্তাহ ধরে ঘুমাতে যাওয়ার আগে নিয়মিত কিউয়ি ফল খেয়েছেন এমন মানুষদের ঘুম এসেছে অনেক বেশি দ্রুত। গবেষণা বলছে, সাধারণ মানুষের তুলনায় ৪২ শতাংশ দ্রুত ঘুম এসেছে তাঁদের।

বিশেষজ্ঞদের মতে কিউয়ি ফলে 'সেরোটোনিন' নামক একটি উপাদান পাওয়া যায়। এই উপাদানটি ঘুম বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। পাশাপাশি কিউয়ি ফলে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমে সাহায্য করে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

৪। দুধ ও কলা: দুধ কলা দিয়ে লোকে সত্যিই কাল সাপ পোষে কি না জানা নেই। কিন্তু দুধ কলায় পোষ মানতে পারে অনিদ্রার সমস্যা। অন্তত বিজ্ঞান তাই বলছে। দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যে থাকে ট্রিপ্টোফ্যান, আর কলাতে ট্রিপ্টোফ্যান তো থাকেই, তার সঙ্গে থাকে ম্যাগনেশিয়ামও। কাজেই এই দুই উপাদানই সাহায্য করতে পারে ঘুমে।

৫। ভাত: বাঙালি আর ভাতঘুমের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। কিন্তু তার পিছনে বাঙালির আলস্যের থেকেও বেশি রয়েছে বিজ্ঞান। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভাতের গ্লাইসেমিক সূচক খুব বেশি। আর উচ্চ গ্লাইসেমিক সূচকের খাবার ঘুমাতে যাওয়ার এক ঘণ্টা আগে খেলে তা দূর করতে পারে অনিদ্রার সমস্যা। তবে ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য এটি খুব একটা উপযোগী পদ্ধতি নয়।

নাক ডাকার ৩ কারণ

পরিবার থেকে ঘুমের মধ্যে আপনার নাক ডাকার অভিযোগ শুনেছেন? তাহলে জেনে রাখুন, আপনি একা নন। আপনার মতো আরো অনেকেই ঘুমের সময় নাক ডাকেন।

নাক, মুখ ও গলার টিস্যু দ্বারা শ্বাসনালী বাধাগ্রস্ত হলে এবং যথাযথ শ্বাসপ্রশ্বাস না হলে শ্বাসনালীর টিস্যুসমূহ স্পন্দিত হতে থাকে। এর ফলে নাক ডাকা শুরু হয়। নাক ডাকার পেছনে সাধারণ কারণ যেমন রয়েছে, তেমনি বিপজ্জনক কারণও রয়েছে। এখানে নাক ডাকার তিনটি কারণ সম্পর্কে বলা হলো।

চিৎ হয়ে ঘুমানো

চিৎ হয়ে ঘুমালে মাধ্যাকর্ষণ শ্বাসনালীর টিস্যুকে নিচের দিকে টানতে থাকে, যা শ্বাসনালীকে সংকীর্ণ করে ফেলে। এর ফলে নাক ডাকতে থাকে। কিন্তু যারা চিৎ হয়ে ঘুমান তাদের প্রত্যেকের নাক ডাকে না। ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপক ও ঘুম বিশেষজ্ঞ ইন্দিরা গুরুবাগবাতুলের মতে, চিৎ হয়ে ঘুমালে তিন ধরনের লোকদের নাক ডাকে-

* যাদের শ্বাসনালী সংকীর্ণ হয়ে গেছে, হতে পারে ওজন বেড়ে যাওয়াতে ফ্যাটি টিস্যু সৃষ্টি হয়েছে অথবা শ্বাসনালী প্রকৃতিগতভাবে ছোট।

* যাদের জিহ্বা অসামঞ্জস্যভাবে বড় এবং গলায় প্রচুর স্থান দখল করে আছে।

* যাদের উপরিস্থ শ্বাসনালীর পেশিসমূহ ও জিহ্বা ঘুমের সময় প্রচুর রিলাক্সে থাকে।

যদি পরিবার থেকে আপনার নাক ডাকার অভিযোগ আসে, তাহলে চিৎ হয়ে না ঘুমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন, যেমন- কাতে শুয়ে সামনে ও পিছনে বালিশ রাখতে পারেন। যদি চিৎ হয়েই শুতে চান, তাহলে ওয়েজ বালিশ ব্যবহার করতে পারেন। এতে নাক ডাকার প্রবণতা কমবে।

ঘুমের ঘাটতি

অনেক মানুষই নিয়মিত ঠিকমতো ঘুমান না। যতটুকু ঘুমানো দরকার, তার প্রতি সচেতন নন। এর ফলে তাদের ঘুমের অভাব হয়। ডিভাইসের ব্যবহার ও অন্যান্য অযৌক্তিক ব্যস্ততার কারণে ঘুমের মানও কমে যায়। ঘুমের ঘাটতি পূরণের জন্য আপনার মস্তিষ্ক আপনাকে বেশিক্ষণ 'ডিপ স্লিপ' স্টেজে রাখতে চায়। *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

অতিরিক্ত ঘুমও বিপদ ডেকে আনতে পারে

বেশি ঘুমোলেও হতে পারে ক্ষতি, কী কী সমস্যা হতে পারে, জেনে নিন। ঘুমের অভাব যেমন মানুষকে নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় ভোগায়, তেমন অতিরিক্ত ঘুমও। যেমন ন'ঘণ্টার বেশি ঘুমোনো ও অলস জীবনযাত্রার পরিণতি হতে পারে অকাল মৃত্যু, এমনটাই সতর্কবানী দিচ্ছে সাম্প্রতিক এক গবেষণা।

সাম্প্রতিক এক গবেষণা অনুযায়ী, যাঁরা অতিরিক্ত ঘুমোন বা দিনের ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটান, এবং শারীরিকভাবে সক্রিয় নন, তাঁদের অকাল মৃত্যুর আশঙ্কা চারগুণ বেড়ে যায়।

অতিরিক্ত ঘুমের সঙ্গে যদি শরীরচর্চার অভাব যোগ করা হয়, তাহলে হতে পারে ত্রিমাত্রিক সর্বনাশ। হতে পারে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যানসারের মতো রোগ যা বিশ্বব্যাপী কেড়ে নিচ্ছে ৪ কোটিরও বেশি প্রাণ এবং এই মৃত্যুহার সংক্রামক রোগজনিত মৃত্যুহারের চাইতেও বেশি।

জেনে নিন বেশি ঘুমানোর ফলে কী কী শারীরিক ক্ষতি হয়:

বিষণ্ণতা ও মনোরোগের ঝুঁকি বাড়ে: ২০১৮ সালের এক গবেষণায় জানা যায়, বেশি সময় ধরে ঘুমোনোর ফলে মানুষের মধ্যে বিষণ্ণতার পরিমাণ বাড়ে। পরীক্ষায় দেখা যায়, যাঁরা ১০ ঘণ্টা ও তার বেশি সময় ঘুমোন, তাঁদের মধ্যে বিষণ্ণতার লক্ষণ ৪৫ শতাংশ বেড়ে যায়।

মানসিক বিকাশে বাধা দেয়: অতিরিক্ত ঘুমের কারণে মানসিক বিকাশ খুবই স্বল্প হয়। এতে কাজের অগ্রগতি লোপ পায় ও মানুষ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

ওজন বৃদ্ধি পায়: বেশি ঘুমের কারণে দেহের ওজন অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকে। এসব মানুষের ওজন বৃদ্ধির হার ২৫ শতাংশ বেশি থাকে। অতিরিক্ত ঘুমের কারণে স্থূলতা দেখা দিতে পারে।

হৃদযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়: ন'ঘণ্টার বেশি সময় নিয়মিত ঘুমোলে হৃদযন্ত্রের সমস্যা বাড়তে থাকে।

৫ অভ্যাস: নিত্য দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে কোলেস্টেরলের মাত্রা

বিশেষজ্ঞদের মতে অনিয়ন্ত্রিত জীবনচর্চা ও বেঠিক খাদ্যাভ্যাস এই দ্বিতীয় প্রকারের কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে অনেকটাই। কোলেস্টেরল' শুনলে অনেকে ভয় পেয়ে যান প্রথমেই। তবে বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বলছেন, সব ধরনের কোলেস্টেরল খারাপ নয় শরীরের জন্য। মূলত দুই ধরনের কোলেস্টেরল মেলে মানবদেহে। 'হাই ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন' বা 'এইচডিএল' ও 'লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন' বা 'এলডিএল'। এর মধ্যে প্রথমটিকে ভাল কোলেস্টেরল বলে আর দ্বিতীয়টি শরীরের ক্ষতি করে। বিশেষজ্ঞদের মতে অনিয়ন্ত্রিত জীবনচর্চা ও বেঠিক খাদ্যাভ্যাস এই দ্বিতীয় প্রকারের কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে অনেকটাই।

১। ধূমপান: ধূমপান শুধু ফুসফুসের ক্ষতি করে না, বাড়িয়ে দেয় ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রাও। পাশাপাশি ধূমপান কমিয়ে দেয় এইচডিএলের মাত্রা। বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি অনেকটাই বেশি। তা ছাড়া ধূমপানের ফলে সংবহনতন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয় যা কোলেস্টেরলের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

২। স্থূলতা: 'বডি মাস ইনডেক্স' যদি ৩০ বা তার বেশি হয়ে যায় তবে, কোলেস্টেরলের ঝুঁকি বেড়ে যায়। পাশাপাশি অতিরিক্ত ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে ডায়াবিটিস, ডেকে আনতে পারে হৃদযন্ত্রের সমস্যা। উচ্চ কোলেস্টেরলের সঙ্গে এই ধরনের সমস্যা থাকলে প্রাণের ঝুঁকি বেড়ে যায় অনেকটাই। বিশেষজ্ঞদের মতে ওজন কমলে কমতে পারে কোলেস্টেরলের সমস্যাও।

৩। মদ্যপান: মদ্যপান মারাত্মক হারে বাড়িয়ে দিতে পারে কোলেস্টেরলের পরিমাণ। নিয়মিত মদ্যপান ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি করে। বিশেষত যাঁদের অগ্ন্যাশয় ও লিভারের সমস্যা রয়েছে তাঁদের জন্য এটি খুবই ঝুঁকি সাপেক্ষ। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইড অনেকটাই বাড়িয়ে দেয় স্ট্রোকের আশঙ্কা।

৪। খাদ্যাভ্যাস: হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বলছে, লাল ও প্রক্রিয়াজাত মাংস, বেশি তেল রয়েছে এমন খাবার বাড়িয়ে দেয় কোলেস্টেরলের মাত্রা। উল্টোদিকে কোলেস্টেরল বাগে আনতে খেতে হবে ওট, কাঠবাদাম। খাওয়া যেতে পারে মাছও। তবে সব কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবারই খারাপ নয়। যেমন ডিমে কোলেস্টেরল বেশি থাকলেও সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান।

৫। শরীরচর্চার অভাব: আলস্য ও কোলেস্টেরল বৃদ্ধির মধ্যে কার্যত একটি চক্রাকার সম্পর্ক রয়েছে। একটি বাড়লে, বৃদ্ধি পাবে অপরটিও। নিয়মিত শরীরচর্চা কমাতে পারে কোলেস্টেরলের মাত্রা। পাশাপাশি শরীরচর্চা করলে নিয়ন্ত্রণে থাকে স্থূলতাও। শরীরচর্চা বলতে কিন্তু শুধু জিমযাত্রা নয়, নিয়মিত হাঁটা, সাইকেল চালানো ও সাঁতারের মতো অভ্যাসও সহায়তা করতে পারে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে।

দুধ খেলে কি বাড়তে পারে কোলেস্টেরলের মাত্রা? কী মত চিকিৎসকদের

স্থূলতা, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ তো বটেই কোলেস্টেরলের হাত ধরে ঝুঁকি বাড়ে হৃদ্রোগেরও। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে অনেকেই রোজের খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেন দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাবার।

বাইরে থেকে সুস্থ। অথচ হাঁটাহাঁটি করলে বা সিঁড়ি ভাঙলে হাঁপিয়ে উঠছেন। এমন তো হয়েই থাকে ভেবে অনেকেই এই লক্ষণগুলি এড়িয়ে চলেন। কিন্তু জানতেই পারেন না কখন চুপিসাড়ে এসে রক্তে বাসা বেঁধেছে খারাপ কোলেস্টেরল। স্থূলতা, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ তো বটেই কোলেস্টেরলের হাত ধরে ঝুঁকি বাড়ে হৃদ্রোগেরও।হৃদ্রোগ চিকিৎসকদের মতে, খাবারের মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল শরীরে গেলেই বিপদ। বেশি করে শর্করাযুক্ত খাবার খেলে তা পরিণত হয় ফ্যাটে। তখন দেহের কোষগুলি বেশি পরিমাণে কোলেস্টেরল তৈরি করে।কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে অনেকেই রোজের খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেন দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাবার। কিন্তু চিকিৎসকরা বলছেন, দুধ বা দুগ্ধজাতীয় খাবার খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধিতে দুধের কোনও ভূমিকা নেই।

কোলেস্টেরল কেবল চর্বি নয়। এটি এক ধরনের লিপিড স্তর। যেখান ফ্যাট এবং প্রোটিন দুই-ই থাকে। শরীরে খারাপ ও ভাল দুই প্রকারের কোলেস্টেরল থাকে। খারাপ কোলেস্টরলকে বলা হয় 'লো ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন' (এলডিএল) এবং ভাল কোলেস্টেরলকে বলা হয় 'হাই ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন' (এইচডিএল)। এটি খারাপ কোলেস্টেরলকে শোষণ করে এবং শরীর সুস্থ রাখে।হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়। তাই শরীরে এইচডিএল-এর সঠিক মাত্রা বজায় রাখা জরুরি। খাদ্যতালিকায় এবং জীবনযাত্রায় সামান্য কিছু পরিবর্তন আনলেই রক্তে এইচডিএল-এর মাত্রা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব।

'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ওবেসিটি' শীর্ষক গবেষণা পত্রে প্রকাশিত যে দুধ পান করলে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে না। গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে, যে দুধ শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে দেয়। সমীক্ষা বলছে, যাঁরা নিয়মিত দুধ খান তাঁদের হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রায় ১৪ শতাংশ হ্রাস পায়। পরিমিত পরিমাণে দুধ খেলে ওজন বেড়ে যাওয়ারও কোনও আশঙ্কা থাকে না।দুধ বিভিন্ন উপকারী পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। ক্যালশিয়াম সমৃদ্ধ দুধ হাড় মজবুত করতে সাহায্য করে। বার্ধ্যকে অস্টিওপরোসিসের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও দুধে আছে ভরপুর পরিমাণে ফসফরাস, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি ১২, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক, আয়োডিন যেগুলি শরীরের সামগ্রিক সুস্থতার জন্য অত্যন্ত জরুরি।কোলেস্টেরলে আক্রান্ত হলে দুধের পাশাপাশি মাংস, ডিমও এড়িয়ে চলেন অনেকে। কিন্তু এই খাবারগুলিতেই আছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ক্যালশিয়াম, প্রোটিনের মতো স্বাস্থ্য উপকারী কিছু উপাদান।

ধূমপান না করেও হতে পারে ফুসফুসের ক্যানসার, চিনবেন কী ভাবে

প্রায় ২৫ শতাংশ ক্যানসার রোগীই ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হন। অথচ প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগকে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন। পরিসংখ্যান বলছে, ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ রোগীই ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হন। অথচ ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে প্রায় পঁচিশ শতাংশ রোগী তাঁদের গোটা জীবনে কখনও ধূমপান করেননি।

গ্যাসের সমস্যা কমান ঘরোয়া উপায়ে

আপনারও কি গ্যাসের সমস্যা আছে? নিয়মিত খান এই ৪ খাবার, উপকার পাবেন

যদি গ্যাসের সমস্যা থাকে, তাহলে তার থেকে মুক্তি পেতে এই ৪টি জিনিস অবিলম্বে আপনার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করুন।

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, খারাপ খাদ্যাভ্যাসের কারণে ধীরে ধীরে আমাদের পরিপাক তন্ত্র দুর্বল হয়ে যায়। আর সেই কারণেই অনেক সময় গ্যাসের সমস্যায় ভোগেন কেউ কেউ। শুধু তাই নয়, অম্বল, বদহজম, অ্যাসিডিটি, বদহজম এবং পেটে ব্যথার মতো সমস্যা দেখা দেয়। অনেকের পেট শুধুমাত্র গ্যাসের কারণেই ফুলে থাকে। তার ফলে ভুঁড়ি না থাকলেও পেট বড় মনে হয়।

দ্রুত সংক্রমণ ছড়াচ্ছে কোভিডের নতুন রূপ, আমেরিকা, ইউরোপের নানা দেশে বাড়ছে উদ্বেগ

ওয়াশিংটন : উদ্বেগ জাগিয়ে ক্রমশ আমেরিকায় কোভিড সংক্রমণের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে ওমিক্রনের বিএ.২ ভেরিয়েন্টটি। একই চিত্র দেখা যাচ্ছে পশ্চিম ইউরোপের ক্ষেত্রেও, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের এমনটাই দাবি।

সান দিয়েগোর একটি জিনোমিক্স সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে, আমেরিকায় বর্তমানে যত সংখ্যক কোভিডে আক্রান্ত রোগী রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ আক্রান্ত হয়েছেন বিএ.২ ভেরিয়েন্টে। গত দুই সপ্তাহের কোভিড পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এই চিত্র। নিউ ইয়র্কেই গত এক সপ্তাহে ফের বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। আমেরিকার সংবাদমাধ্যগুলিতে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে যখন আমেরিকায় প্রথম এই ভেরিয়েন্টে আক্রান্ত রোগীর খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল, তখন থেকেই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে সংস্থাটি।

এ বিষয়ে হোয়াইট হাউসের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অ্যান্টনি ফাউচি জানিয়েছেন, ওমিক্রনের থেকে অনেক বেশি সংক্রামক এই নতুন ভেরিয়েন্ট। তবে এখনও সেটি প্রাণঘাতী হয়ে ওঠেনি বলেই জানা গিয়েছে। আক্রান্তদের উপসর্গও খুব একটা ভয়াবহ নয় বলেই এখনও পর্যন্ত খবর।

কী ভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে এই ভেরিয়েন্টের সংক্রমণ? ফাউচির দাবি প্রতিষেধক ও সঠিক সময়ে বুস্টার ডোজ এই সংক্রমণ প্রতিরোধে অনেকটাই সহায়তা করবে। তার সঙ্গে মেনে চলতে হবে কোভিড বিধিগুলিও। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেছেন, ওমিক্রনের প্রথম ভেরিয়েন্টের থেকে 'মাত্র' ৩০ শতাংশ বেশি সংক্রামক এই বিএ.২ ভেরিয়েন্টটি।

যদিও ফাউচি জানিয়েছেন, সংখ্যাটি আসলে ৬০। আর উদ্বেগ সেখানেই। গতানুগতিক কোভিড পরীক্ষায় অনেক সময়েই এই ভেরিয়েন্টটি ধরা পড়ে না বলে এটিকে *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

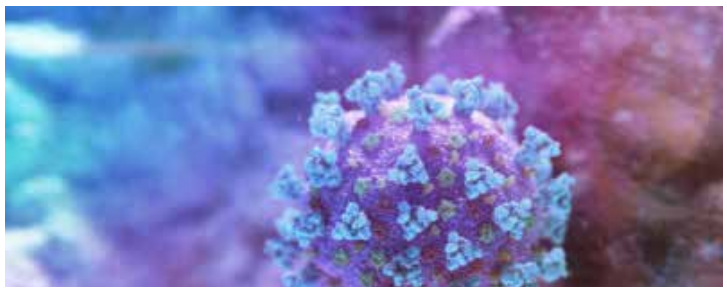

ক্রমেই কি শক্তিশালী হয়ে উঠছে ভাইরাসটি?

বিশ্বজুড়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা। অতিমারীর শেষ তো হয়ইনি, বরং একাধিক দেশে বেড়ে চলেছে ওমিক্রন দাপট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওমিক্রনের ইঅ.২ প্রজাতি ক্রমেই বাড়ছে। তবে শুধু মার্কিন মুলুক নয়, ইউরোপেও বাড়ছে ওমিক্রন। পশ্চিম ইউরোপেও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে এই ভাইরাস।

এই ভাইরাস উপ প্রজাতিকে ইতিমধ্যেই সংক্রমক বলেছে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। সান দিয়েগোর জিনোমিক্স সংস্থা হেলিক্স জানিয়েছে, চলতি মাসের জানুয়ারিতে এই উপপ্রজাতিটির খোঁজ পাওয়া যায় আমেরিকায়। তখন থেকেই নজর রাখছেন তাঁরা। সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, হেলিক্স সংস্থা সমীক্ষা করে জেনেছে যে বর্তমানে মার্কিন মুলুকে যতজন ওমিক্রন আক্রান্ত হচ্ছেন এর মধ্যে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ এই ইঅ.২ তে আক্রান্ত। *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

টিকাপ্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভালোভাবে কাজ করছে

যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড

ঢাকা: যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড বলেছেন, বাংলাদেশ কোভিড-১৯ টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে সফলভাবে কাজ করছে। সোমবার (মার্চ ২১) কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে টিকা কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড সাংবাদিকদের বলেন, ওটিকাপ্রদান কাজটি করা সহজ নয়। আপনারা একটি ভালো কাজ করছেন। লোকজন টিকা পাচ্ছেন এবং তারা সুস্থ আছেন।

প্ল্যান্ট-বেসড কোভিড টিকা, বাংলাদেশ কি পারবে সম্ভাবনাময় এ প্রযুক্তি কাজে লাগাতে

নূর আলম : বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মানুষের ব্যবহারের জন্য প্ল্যান্ট-বেসড টিকা অনুমোদন দিল কানাডা। এর নাম কোভিফেঞ্জ, যা কোভিড-১৯এর বিরুদ্ধে কাজ করে। এটির উৎপাদনকারী মেডিক্যাগো নামের মাঝারি আকারের একটি বায়োফার্মা কোম্পানি। এটি এখন পর্যন্ত কানাডা সরকারের ৬ নম্বর অনুমোদিত টিকা, যা কোভিড-১৯এর বিরুদ্ধে কাজ করে। এটি এমন সময় বের হলো, যখন জনগণের মানসিক স্বাস্থ্য, টিকাবিরোধী ও কোভিড বিধিনিষেধবিরোধী আন্দোলন বিবেচনা করে কানাডা সরকার কোভিড বিধিনিষেধ ধীরে ধীরে শিথিল করার দিকে এগোচ্ছে। বিশেষ করে সম্প্রতি রাজধানী অটোয়াতে ট্রাকচালকদের নজিরবিহীন আন্দোলন। তারপরও ট্রুডো সরকারের কাছে নিজস্ব উৎপাদিত ভ্যাকসিনের তাৎপর্য অনেক। অন্য দেশের ওপর নির্ভরতা অনেকটা কমিয়ে আনবে। কানাডা সরকার ইতিমধ্যে এ কোম্পানির সঙ্গে ২০ মিলিয়ন ডোজের চুক্তি করে ফেলেছে, আরও ৫৬ মিলিয়ন ডোজের অপেক্ষায় আছে।

২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় হয়ে থাকবে মূলত দুটি কারণে। ১. এটি কানাডার নিজস্ব উৎপাদিত কোভিড-১৯ টিকার অনুমোদন; ২. প্রথমবারের মতো প্ল্যান্ট-বেসড টিকা, যা জৈবপ্রযুক্তি জগতে সম্ভাবনার নতুন দ্বার খুলে দেবে।

প্ল্যান্ট-বেসড টিকা হলো টিকার অ্যাকটিভ অংশটি, যা ফার্মাসিউটিক্যালসের পরিভাষায় এপিআই বা অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রিডিয়েন্টস প্ল্যান্ট বা গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এখানে গাছটি বায়োরিঅ্যাকটর বা এই অ্যাকটিভ অংশ তৈরির কারখানা হিসেবে কাজ করে। গাছের পাতা থেকে ভিএলপি বা ভাইরাস লাইক পার্টিকল সংগ্রহ করা হয়, যা টিকার মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে।

কোভিড-১৯ টিকার জন্য ভাইরাসের সারফেস প্রোটিনকে টার্গেট করা হয়। যার জেনেটিক কোড সিনথিসাইজ করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়। পরে সেটি ব্যাকটেরিয়া থেকে তামাকজাতীয় গাছের পাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। গাছ তখন সেটিকে নিজের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল মনে করে সেখান থেকে কোভিড-১৯ ভিএলপি তৈরি করে। এটি একধরনের প্রোটিন, এখানে কোনো জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল থাকে না, যা থাকে ফাইজার-বায়োএনটেক বা মডার্না টিকায়। শুরু থেকে ফার্মাসিটিউক্যালস গ্রেডের টিকা পেতে সময় লাগে যেখানে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহ, সেখানে অন্যান্য প্রযুক্তির টিকা পেতে সময় লাগে চার থেকে ছয় মাস।

ফাইজার-বায়োএনটেক ও মডার্নার টিকার তুলনায় মেডিক্যাগো টিকার কার্যকারিতা যথেষ্ট ভালো। তথ্যমতে, ফাইজারবায়োএনটেক ও মডার্নার কার্যকারিতা যেখানে যথাক্রমে ৩৯-৮৪% ও ৫০-৭২%, সেখানে মেডিক্যাগো টিকার কার্যকারিতা ৭৫.৩%। তবে দ্বিতীয় ডোজের পর মেডিক্যাগো টিকার কার্যকারিতা পাওয়া গেছে ৭১%। এ তথ্য কোভিড ডেলটা ধরনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও আগের অন্যান্য ধরন, যেমন আলফা, ল্যামডা, গামা, মিউয়ের ক্ষেত্রেও এই টিকা কার্যকর। অমিক্রন ধরনের বিরুদ্ধে এখনো গবেষণা শেষ হয়নি, তবে এর বিরুদ্ধেও কার্যকর বলে প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

প্ল্যান্ট-বেসড এই টিকা আসার ফলে যাঁরা টিকাবিরোধী ছিলেন, তাঁরা নমনীয় হবেন বলে আশা করা যায়। যাঁরা এত দ্রুত কোভিড-১৯ টিকা আসায় (আগের টিকা আসতে সময় লাগত যেখানে ৮-১০ বছর) যথাযথ গবেষণা হয়নি বলে টিকা নিরাপদ কি না সন্দেহে ছিলেন, তাঁদের আর সেই ভয় থাকবে না। কারণ, এটি গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

এখানে কোনো জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল নেই। ভাইরাসের কোনো সংস্পর্শ ছাড়াই এটি তৈরি করা হয়। সাধারণত অন্য টিকাগুলোতে ভাইরাস বা অন্য কোনো সেলের সাহায্য নিতে হয় প্ল্যান্টের পরিবর্তে, যা নিয়ে তাদের ভয় থাকে। যদিও সেসব টিকার অ্যাকটিভ অংশের সঙ্গে ভাইরাস বা সেলগুলোর চলে আসার সুযোগ নেই বললেই চলে। তা ছাড়া প্ল্যান্ট-বেসড টিকায় অন্য যেসব উপাদান থাকে, তা সব ফুড গ্রেডের, যা আমরা অন্যান্য খাবারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত খেয়ে থাকি। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়েও বাড়তি কিছু নেই, অন্যান্য টিকার মতোই স্বাভাবিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে।

প্ল্যান্ট-বেসড টিকা আলোচনার অন্যতম কারণ হলো, এটি অনেক কম দামে পাওয়া যাবে। অন্য টিকা তৈরি করতে যেখানে কয়েক মাস লাগে, সেখানে কোভিফেঞ্জ কয়েক সপ্তাহে তৈরি করা যায়। ট্র্যাডিশনাল টিকার প্ল্যান্টগুলোতে অনেক বেশি ইনভেস্ট করতে হয়, ভাইরাস বা সেলগুলো কালচার বা আবাদ করতে অনেক স্কিলড লোকজনকে নিয়োগ দিতে হয়। এগুলো অনেক সংবেদনশীল হওয়ায়, অনেক নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এদের আবাদ করতে হয়, যা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। অন্যদিকে প্ল্যান্ট-বেসড টিকার ক্ষেত্রে গাছগুলোকে গ্রিনহাউসে সহজেই সাধারণভাবে প্রশিক্ষিত লোকের মাধ্যমেই বড় করা যায়। আরও বড় কথা, সেল-বেসডের চেয়ে গাছ থেকে উৎপাদন অনেক বেশি পাওয়া যায়। সামনের দিনগুলোতে এ প্রযুক্তি বেশ সাড়া ফেলবে বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী। এটি ব্যবহার করে অ্যান্টিবডি, অ্যান্টি-ক্যানসার থেকে শুরু করে অনেক ড্রাগ তৈরি করার অপার সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে, যা বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্যও আশীর্বাদ হতে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

টমেটো দিয়ে কাতলা মাছের ঝাল

উপকরণ: কাতলা মাছ ৪ টুকরা, টমেটোবাটা ২ কাপ, হলুদগুঁড়া ১ চাচামচ, মরিচগুঁড়া ১ চাচামচ, আদাবাটা আধা চাচামচ, ধনেগুঁড়া আধা চাচামচ, জিরাগুঁড়া আধা চাচামচ, কালিজিরা আধা চাচামচ, তেজপাতা ২টি, শর্ষে তেল আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো, পানি পরিমাণমতো।

প্রণালি: মাছ সামান্য লবণ, হলুদ ও মরিচের গুঁড়া দিয়ে মেখে তেলে ভেজে রাখুন। একই তেলে পাঁচফোড়ন দিয়ে বাকি মসলা ও সামান্য পানি দিয়ে কষাতে থাকুন। মসলার ওপর তেল উঠে এলে ভেজে রাখা মাছ ও গোটা টমেটো দিয়ে নেড়ে পরিমাণমতো পানি দিন। এবার হালকা আঁচে ১০ মিনিট রান্না করুন। মাখা মাখা হয়ে এলে টমেটোবাটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দুই মিনিট রেখে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

নারকেল দুধে কাতলা

মাছে ভাতে বাঙালি। দিনে অন্তত একবেলা পাতে মাছ না থাকলে অনেকেই খাবার খেয়ে তৃপ্তি পান না। বিভিন্ন মাছ দিয়ে হরেক রকম পদ তৈরি করা যায়। নানা ধরনের মাছের মধ্যে অনেকেরই পছন্দ হলো কাতলা মাছ। অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন রেসিপি অনুযায়ী রান্না করেন এই মাছ। তবে চাইলেই কাতলা মাছ দিয়ে রান্না করতে পারেন সুস্বাদু এক পদ।

নারকেলের দুধ দিয়ে তৈরি করা এই পদ একবার খেলে মুখে লেগে থাকবে সব সময়। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক রেসিপি-

উপকরণ:কাতলা মাছের পেটি ৪টি, মরিচের গুঁড়া ২ চামচ, হলুদ গুঁড়া ২ চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া ২ চামচ, আদা বাটা ২ চামচ, রসুন বাটা ২ চামচ, কাঁচা আম বাটা ১টি, নারকেল দুধ ১/৪ কাপ, কারি পাতা, সরিষার তেল পরিমাণমতো ও লবণ।

পদ্ধতি: প্রথমে একটি বাটিতে মরিচের গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, গোলমরিচ গুঁড়া, আদা বাটা, রসুন বাটা, কাঁচা আম বাটা, সামান্য সরিষার তেল ও পরিমাণমতো লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। তারপর মাছের গায়ে মসলা মাখিয়ে আধা ঘণ্টা রেখে দিন। পাত্রে অল্প তেল গরম করে মাছের টুকরো দিয়ে অল্প আঁচে রান্না শুরু করুন।

মাছের একদিকে ২ চা চামচ নারকেল দুধ দিন। তারপর উল্টে অন্য পাশে আরও ২ চা চামচ নারকেল দুধ দিন।

একই ভাবে প্রত্যেকটি টুকরো রান্না করতে করতে একটু একটু কারি পাতা দিয়ে দিতে পারেন। হয়ে গেলে পরিবেশন করুন সুস্বাদু নারকেল দুধে কাতলা।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিংড়ি পোলাও

উপকরণ: দুই কাপ বাসমতি চাল আধা কেজি বাগদা চিংড়ি স্বাদ মতো নুন চিনি পরিমাণ মতো লঙ্কা গুঁড়ো পরিমাণ মতো সাদা তেল দুটো তেজপাতা গোটা গরম মশলা এক কাপ পেঁয়াজ কুচি পরিমাণ মতো টমেটো কুচি দেড় চা চামচ আদা বাটা দুই চা চামচ রসুন বাটা দুই টেবিল চামচ টক দই এক চা চামচ জিরে গুঁড়ো এক চা চামচ ধনে গুঁড়ো এক চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো আধ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা কাজু, কিশমিশ কয়েকটা এক চিমটি শাহী জিরা এক চা চামচ ক্যাওড়া জল কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল

পদ্ধতি: ১) বাসমতি চাল এক ঘণ্টা আগে ধুয়ে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর চালের জল ঝরিয়ে নিতে হবে। ২) কেটে ধুয়ে রাখা চিংড়িগুলি একটি পাত্রে নিয়ে তাতে নুন, লাল লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে মাখিয়ে নিন ভাল করে। ৩) এবার গ্যাসে কড়াই বসিয়ে তেল দিয়ে গরম করুন। তাতে চিংড়িগুলি ভেজে তুলে ফেলুন। ৪) কড়াইতে আরও কিছুটা তেল ঢেলে তাতে তেজপাতা, গোটা গরম মশলা দিয়ে একটু ভেজে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নাড়তে থাকুন। ৫) পেঁয়াজ হালকা ভাজা হলে তাতে টমেটো কুচি দিয়ে নেড়ে নিন। এরপর দেড় চা চামচ আদা বাটা, দুই চা চামচ রসুন বাটা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। ৬) এবার এতে দুই টেবিল চামচ টক দই দিয়ে আবারও কষিয়ে নিন। সামান্য জল দিয়ে ভাল করে মশলাটা কষান। ৭) এরপর এক চা চামচ জিরে গুঁড়ো, এক চা চামচ ধনে গুঁড়ো, এক চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, আধ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, নুন ও কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভাল করে নাড়ুন। পাঁচ মিনিটের মতো কষিয়ে নিন। ৮) মশলা থেকে তেল উঠে এলে তাতে দিয়ে দিন সামান্য চিনি ও চিংড়িগুলি দিয়ে ভাল করে রান্না করে নিন। সাত-আট মিনিট ঢাকা দিয়ে রান্না করে নিন। ৯) তারপর মশলা থেকে চিংড়ি মাছগুলো একটি পাত্রে তুলে নিন। আর ওই মশলায় চাল দিয়ে দিন। ১০) মশলার সঙ্গে চালটা ভাল করে মিশিয়ে নিন। বেশ কিছুক্ষণ ভেজে নিন চালটা। ১১) এবার তাতে আড়াই-তিন কাপ গরম জল ঢেলে দিন। তাতে কয়েকটা কাঁচা লঙ্কাও দিয়ে দিতে পারেন। কাজু, কিশমিশও একসঙ্গে দিয়ে নেড়ে নিন। তারপর ঢাকা দিয়ে চাল সেদ্ধ হতে দিন। ১২) চাল হালকা সেদ্ধ হয়ে জলটাও বেশ কিছুটা শুকিয়ে গেলে এক চিমটি শাহী জিরা দিয়ে মাছগুলো ঢেলে দিন। মিশিয়ে নিন আলতো হাতে। ১৩) এবার এতে এক চা চামচ ক্যাওড়া জল, কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রান্না হতে দিন কিছুক্ষণ। ১৪) তারপর পোলাওটা আবার একটু নেড়ে গ্যাস অফ করে পাঁচ মিনিট ঢেকে রেখে দিন। ব্যস তৈরি চিংড়ি পোলাও!

বাসন্তি পোলাও

উপকরণ : ৫০০-৬০০ বাসমতি বা সুগন্ধ চাল, পরিমাণমতো লবণ, চিনি ১০০ গ্রাম, হলুদ গুঁড়া ২০ গ্রাম, তেল ১০০ মিলি, ঘি ১৫০ গ্রাম, কাজুবাদাম ১০০ গ্রাম, কিশমিশ ৫০ গ্রাম, লবঙ্গ ৫টি, জয়িত্রী ৭-৮টি, তেজপাতা ৩টি, ছোট এলাচ ৫-৬টি, ছোট দারুচিনির টুকরা ৩টি ও পানি আধা লিটার।

পদ্ধতি : প্রথমে চালগুলো ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর শুকিয়ে যাওয়া চালে ঘি, হলুদ, আধা চা চামচ লবণ, গরম মসলার গুঁড়া ভালো করে মিশিয়ে নিন।

এবার প্যান গরম করে তাতে ১ টেবিল চামচ ঘি গরম করে নিন। এতে কাজুবাদাম ও কিশমিশ মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। সোনালি রং হতেই নামিয়ে নিন।

এরপর আবার কড়াইয়ে সামান্য ঘি গরম করে তেজপাতা ও আস্ত মসলা মিশিয়ে বাদাম, কিশমিশ ও চিনি মিশিয়ে আঁচ কমিয়ে দিন। ১৫ মিনিট ঢেকে রান্না করুন।

চাল সেদ্ধ হলে নামানোর আগে ২ টেবিল চামচ ঘি ছড়িয়ে দিন। চাইলে কেওড়া জল বা গোলাপ জলও মিশিয়ে দিতে পারেন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর কলমে

সংকট উত্তরণের উপায় খুঁজতে হবে

১

আমরা বারো ভূতের দেশ। এক ভূত কাঁধ থেকে না নামতেই আরেক ভূত কাঁধে চাপে। আমি বুঝতে পারি না, শেখ হাসিনা কী করে এই দেশ চালান। অন্য কেউ হলে এই বারো ভূতের দেশ থেকে বিদায় নিতেন।

কিন্তু শেখ হাসিনা সাহসের সঙ্গে সব সংকটের মোকাবেলা করছেন। বর্তমানের সংকটটি তাঁর সরকারের দ্বারা সৃষ্ট নয়। এটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। ইউক্রেনের যুদ্ধের ফলে গ্যাস ও জ্বালানি তেলের দাম যেমন বেড়েছে, তেমনি অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতি ঘটেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের। বাংলাদেশেও তাই ঘটেছে। সাহসের সঙ্গে এই সংকটের মোকাবেলা করা ছাড়া কিছু করার নেই। বাংলাদেশ সরকার তা-ই করছে।

হাসিনা সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য বাজারে তারা চাল বা অন্য কোনো দ্রব্যের অভাব ঘটতে দেয়নি। নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে সরকার টিসিবির পণ্য পৌঁছে দিতে চেষ্টা করছে। এই সময়ে বিরোধী দলের কর্তব্য ছিল কী? সরকারকে এ সংকট মোকাবেলায় সাহায্য করা। সংকটের একটি সমাধান বের করা।

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় আমরা কী দেখেছি? দেশের সব রাজনৈতিক দল সরকারের বিরোধিতা না করে জেলায় জেলায় লঙ্গরখানা খুলেছিল। এখন তো বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হয়নি। বাজারে কোনো জিনিসের অভাব নেই। দাম বেড়েছে। তেমনি সমাজের একেবারে নিম্ন আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপর আঘাত পড়েছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত প্রচণ্ড চাপের মুখে আছে। তাদের কী করে সাহায্য করা যায়, তার সমাধান বিরোধী দলগুলো সরকারকে জানাতে পারে। সব রাজনৈতিক দলকে সংকট উত্তরণের উপায় বের করতে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) তো সব সমস্যায়ই নানা পরিকল্পনা দেয়। বাংলাদেশেও যে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, তার কী করে মোকাবেলা করা যায়, সে সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা তারা সরকারকে দেয় না কেন? তাহলে তো গরিব-দুঃখী মানুষের এই গরিব-দরদি পার্টির দরদ বোঝা যেত। গরিব-দুঃখী মানুষের অভাব মোচনের ব্যবস্থা না করে তারা যদি মিছিল-মিটিংয়ে নামে তাতে ওই গরিব-দুঃখীর অভাব মোচন হবে কি?

দেশের জনগণ মিছিল-মিটিং-হরতাল চায় না, বিএনপি এই সত্যটি বুঝেছে। মানুষ চায় তাদের অভাব মোচনের ব্যবস্থা। কোনো সরকার যখন ইচ্ছাকৃতভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়ায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে জনগণকে শোষণ করে, তখন তার বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং-হরতাল অবশ্যই করা চলে। হাসিনা সরকার করোনা সমস্যার যেমন মোকাবেলা করেছে, তেমনি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সংকট সমাধানের জন্যও চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের কোনো গাফিলতি থাকলে দেশের তথাকথিত বামপন্থীরা কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সরকারকে জানাতে পারে। তা না করে তারা এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সংকটকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। সিপিবি (বা অন্য বামপন্থীরা) কি মনে করে তারা এ সংকটকে কাজে লাগিয়ে তাদের হারানো জনপ্রিয়তা ফিরে পাবে? মিছিল-মিটিং করে হরতাল ডেকে গরিব মানুষকে আরো পীড়ন করা হবে। এ সত্যটি হয়তো দেশের বামপন্থী দলগুলোর উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতারা বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁরা এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সমস্যায় পড়েননি। তাই গরিবের দুঃখ বুঝে উঠতে পারেননি। এটা বুঝতে পেরেছিলেন চল্লিশের দশকের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা। তাঁরা ভুখা মানুষকে বাঁচানোর জন্য জেলায় জেলায় লঙ্গরখানা খুলেছিলেন।

বর্তমান বাংলার বিলাসপ্রিয় বাম নেতারা যদি মনে করে থাকেন, মিটিং-মিছিল দ্বারা তাঁরা তাঁদের হারানো জনপ্রিয়তা ফিরে পাবেন, তাহলে তাঁরা আহাম্মকের মতো মিথ্যা আশায় ভুগছেন। জনগণের কাছে তাঁদের কদর আদৌ বাড়বে না। এটা আগামী সাধারণ নির্বাচনেই প্রমাণিত হবে। তাঁরা কী মনে করেন আগামী নির্বাচনে তাঁরা জাতীয় সংসদে একটি আসনও পাবেন? তাদের অতীতের রেকর্ড কী বলে? বাম নেতাদের কেউ কেউ আওয়ামী লীগের নৌকায় চড়ে জাতীয় সংসদের সদস্য হয়েছেন। বাকিরা তো কুপোকাত। এ দৃশ্যের পুনরাভিনয় আগামী নির্বাচনেও দেখতে হবে।

এদিক থেকে বিএনপি এবার বেশ চাতুরীর পরিচয় দিয়েছে। মিটিং-মিছিল ডেকে জনগণের কাছে অপ্রিয় হওয়ার চেয়ে তারা 'টেস্ট কেস' হিসেবে বয়োবৃদ্ধ ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে মাঠে নামিয়েছে। আশা করা গিয়েছিল, এই নেতা যিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দ্বারা চালিত হবেন এবং দলনিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে জাতির নিরপেক্ষ অভিভাবক হবেন। তিনি তা হননি। তিনি নামে নিরপেক্ষ, কিন্তু কাজে বিএনপির তল্পিবাহক। বিএনপিকে একবার এক পরামর্শ দিতে গিয়ে তিনি ছাত্রদলের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। তাতে কী! 'মেরেছ কলসির কানা, তা বলে কী প্রেম দেব না'! তিনি বিএনপিকে এই প্রেম

বিলিয়েই চলেছেন। বিএনপি তাঁকে এবার মাঠে নামিয়েছে জনগণ হরতাল পছন্দ করে কি না তা পরীক্ষার জন্য। যদি জনগণ ডা. জাফরুল্লাহর একক ডাকে সাড়া দিয়ে আংশিক হরতালও পালন করে, তাহলে তারা নিজেরা মাঠে নামবে। হরতাল ডাকবে। তাতে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে দ্রব্যমূল্য বাড়লে তাদের পরোয়া নেই। তারা চায় ক্ষমতা। এই ক্ষমতার জন্য তারা দেশে প্রায় সাড়ে তিন বছর অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল। এই অরাজকতা সৃষ্টিতে তাদের জনপ্রিয়তা বাড়েনি, আরো কমেছে। সরকার জনগণের সহায়তায় বিএনপির সেই তাণ্ডব প্রতিহত করেছে।

বিএনপি যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানায়, তাহলে আপত্তি নেই। কিন্তু অনিয়মতান্ত্রিকভাবে মাঠে নামতে চাইলে জনগণই তা রুখে দেবে।

ডা. জাফরুল্লাহ ২৮ মার্চ হরতাল ডেকেছেন। সেই হরতাল কেউ পালন করবে কি? দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি সরকারকে কোনো উপদেশ দিতে পারতেন। তা না করে বটগাছের ডালে বসে বৃদ্ধ কাকের মতো কা কা করলে কোনো লাভ হবে কি? ২৮ তারিখে হরতাল ডেকে তিনি সম্ভবত নিজেই লন্ডনে চলে আসছেন। এখানে বিতর্কিত চরিত্রের এক ব্যক্তির সভাপতিত্বে পার্লামেন্ট হাউসে একটি সম্মেলন হচ্ছে। সম্ভবত তিনি তাতে মাননীয় অতিথি হয়ে আসছেন। যদি আসেন, তাহলে বুঝতে হবে এই সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আছে। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানানোর কথা বলা হয়েছে। যাঁদের সম্মান জানানো হবে তাঁদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। অসৎ দুধ বিক্রেতা যেমন দুধের সঙ্গে পানি মেশায়, এই সম্মেলনেও সম্মাননা জানানোর জন্য প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ও নকল মুক্তিযোদ্ধাদের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। উদ্দেশ্য নকলদের কপালে আসল মুক্তিযোদ্ধাদের ছাপ লাগানো।

ডা. জাফরুল্লাহ একসময় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেও এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী; রাজাকারদের দ্বারা ভর্তি একটি দলের অভিভাবক সেজেছেন। জাতি যে তাঁকে এই অভিভাবকত্ব দেয়নি, তার প্রমাণ ২৮ তারিখেই হবে। তিনি অপেক্ষা করুন।

বিএনপি এবং তথাকথিত বামদের উদ্দেশ্যও মাঠে মারা যাবে। এই মুহূর্তে সরকারের ভালো-মন্দের বিচার না করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জাতীয় দুর্যোগে দল-মত-নির্বিশেষে সবার উচিত সরকারকে সাহায্য করা এবং তাদের কাছে যদি এই সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় জানা থাকে, তা সরকারকে জানানো। তা না করে এখন দেশে গোলযোগ সৃষ্টি করে অসৎ ব্যবসায়ীদের দ্রব্যমূল্য বাড়ানোর আরো সুযোগ করে দিলে এটা জাতির প্রতি কর্তব্য পালনে বিরোধী দলগুলোর ব্যর্থতা বলেই গণ্য হবে। বামদেরও কোনো সুবিধা হবে না। জনগণের দ্বারা তাঁরা প্রত্যাখ্যাত হবেন এবং তাঁদের অবস্থা হবে 'শিয়ালের আঙুর ফল বড় টক', এই চিৎকারের মতো।

বাংলাদেশের বর্তমান সরকার এখন নানা সমস্যায় বেষ্টিত। চীন ও আমেরিকা এই দুই মহাশক্তির চাপে সরকার বিচলিত হবেড়এটাই বিরোধী দলগুলো আশা করেছিল। কিন্তু শেখ হাসিনা সাহসের সঙ্গে সমস্যাটির মোকাবেলা করছেন। জাতিসংঘে সাহসের সঙ্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ভোট দেয়নি। এই বিচক্ষণতার জন্য শুধু প্রধানমন্ত্রীকে নয়, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেনকেও ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন চাপের মুখেও তিনি আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে সঠিক পথে ধরে রাখতে পেরেছেন।

জাতীয় বিপর্যয়ে কী করে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হয় তা এই ব্রিটেনে বাস করে দেখেছি। বাংলাদেশের মানুষকে তা শেখাতে হবে না। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে মানুষ যখন অনাহারে রাস্তাঘাটে মরেছে, তখনো তারা রাস্তায় নামেনি বিক্ষোভ-মিছিল করার জন্য। আমেরিকার দার্শনিক-রাজনীতিক ওয়েন্ডেল উইলকি একসময় অবিভক্ত বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। তিনি দুর্ভিক্ষের করুণ অবস্থা দেখে তাঁর সফরনামায় লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত ধৈর্যশীল।' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ ছিল মনুষ্যসৃষ্ট।

বাংলাদেশে বর্তমান সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানোর যেমন চেষ্টা করছে, তেমনি বাজারে খাদ্যের অভাব ঘটাতে দেয়নি। এই পরিস্থিতির মোকাবেলায় সরকারকে আরো সমস্যায় না ফেলে দেশের দল-মত-নির্বিশেষে সবার উচিত সরকারকে সাহায্য করা। তাতে দেশের মানুষ বাঁচবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকারের অন্য কোনো ব্যর্থতার প্রতিবাদে তারা মাঠে নামতে পারে। তখন কেউ বলবে না, তারা বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত করছে। ওই স্বাভাবিক অবস্থায়ই আমাদের বামদেরও উচিত হবে তাদের জনপ্রিয়তা পরীক্ষা করা; যে পরীক্ষায় তারা সাম্প্রতিক অতীতে সফল হয়নি, তেমনি বর্তমানেও হবে তেমনটি আশা করা উচিত হবে না। লন্ডন, রবিবার, ২০ মার্চ ২০২২।কালের কণ্ঠ'র সৌজন্যে

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি...

২

কবি রবীন্দ্রনাথ এক কালো মেয়ের রূপ দেখে লিখেছিলেন, 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।...কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।' কিন্তু সভ্যতাগর্বিত পশ্চিমা দেশগুলোতে এই কৃষ্ণকলিদের ওপর কী অত্যাচার চলছে, তার একটি নমুনা দিই। নমুনাটি লন্ডনের পপুলার দৈনিক মেট্রোর ১৬ মার্চের সংখ্যা থেকে সংগৃহীত।

সংবাদটি এইরূপড় লন্ডনের এক স্কুলে উচ্চপর্যায়ের ক্লাসে মিথ্যা অভিযোগে এক কালো মেয়ের শরীরে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য লুকানো আছেড় এই অজুহাতে তার শরীর সার্চ করা হয়। এই সার্চের নমুনাটি আমার পাঠক ভাইয়েরা দেখুন। 'দ্য সার্চ বাই ফিমেইল মেট্রোপলিটন পুলিশ অফিসার্স টু প্লেইস অ্যাট দ্য গার্লস স্কুল আফটার সি ওয়াজ রংলি সাসপেক্টেড অব হ্যাভিং ক্যানাবিজ। দেয়ার ওয়াজ নো আদার অ্যাডাল্ট প্রেজেন্ট। অ্যান্ড অফিসার নিউ সি ওয়াজ হ্যাভিং পিরিয়ড। সিটি অ্যান্ড হেকমি সেফ গার্ডেন চিলড্রেন পার্টনারশিপ ফাউন্ড। বাট ডিউরিং দ্য সার্চ হার ইন্টিমেইট বডি পার্টস ওয়ার এক্সপোজড। অ্যান্ড সি ওয়াজ আস্ক টু টেক অব হার সেনিটারি টাওয়েল সেইড দ্য রিভিউ।' এর বাংলা অনুবাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম না। কৃষ্ণাঙ্গীকে শুধু নগ্ন করেই অফিসার ক্ষান্ত হয়নি, তাকে তার গোপন অঙ্গ থেকে আচ্ছাদন সরিয়ে ফেলতে বলা হয়। এই হলো ব্রিটিশ সভ্যতার চেহারা। ঐ কালো মেয়ে ছিল এক প্রাণবন্ত তরুণী। হাসিখুশিতে উচ্ছল মেয়ে। মিথ্যা রিপোর্টের ভিত্তিতে তার শরীর জঘন্যভাবে সার্চ করা হয়। লন্ডনের পত্রিকাটির খবরেই বলা হয়েছে, এই সার্চের পর মেয়েটির চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। সে এখন কারো সঙ্গে কথা বলে না। সর্বক্ষণই বিষাদমগ্ন হয়ে বসে থাকে। আগেই বলেছি, ব্রিটিশরা একটি সভ্য জাতি বলে দাবি করা সত্ত্বেও ব্রিটেনে বর্ণবাদ এখনো প্রকট। ব্রিটেন এখন সাম্রাজ্যহারা। কিন্তু তাদের শিক্ষাব্যবস্থা এতই উন্নত যে, বিশ্বের নানা স্হান থেকে শিক্ষালাভের জন্য মানুষ আসে ব্রিটেনে। আর সেই শিক্ষিত ব্রিটেনেই কালো মানুষের এই অবস্থা। সাদা পুলিশ ছুতো পেলেই কালো মানুষের ঘরে ঢুকে গুলি ছোড়ে। কালো মানুষ তাতে মারাও যায়। তাতে পুলিশের বিচার হয় বটে, কিন্তু বৈষম্যের অবসান হয় না। মাঝে মাঝেই সাদা মানুষের কালো চেহারাটা প্রকট হয়ে ওঠে। সভ্যগর্বী ব্রিটিশ আফ্রো-এশিয়ার মানুষদের কী চোখে দেখে তার একটি বিবরণ দিই।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার একটা উগ্রমূর্তি আছে। ব্রিটেনে সেই উগ্রমূর্তি নেই। ব্রিটেনে বর্ণবৈষম্য রাখা হয়েছে শিষ্টাচারের চাদরের আড়ালে। হ হ হ ইরাক যুদ্ধে লাখ লাখ মানুষ হত্যা, শিশু-নারী হত্যায় টনি ব্লেয়ার সাহেবের দিল কাঁপেনি। এই একই বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রথম আণবিক বোমাটি ফেলা হয়েছিল। হ হ হ ইউক্রেন যুদ্ধও কোভিডের মতো বিশ্বময় ত্রাস সৃষ্টি করেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম পৃথীবিতে বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলোতে আকাশচুম্বি হয়েছে।

অবশ্য, যে প্রথাটির কথা লিখছি, প্রবল প্রতিবাদের মুখে তা এখন বাতিল হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ থেকে প্রচুর কালো ইমিগ্র্যান্ট বিলেতে আসে। এই ইমিগ্র্যান্ট নীতিতে বলা হয়েছিল, ভারত ও বাংলাদেশের যেসব মেয়ে ব্রিটেনে আসে, তাদের যৌনাঙ্গ পরীক্ষা করে দেখতে হবে তারা বিবাহিত কি না। এটাকে বলা হতো ভার্জিনিটি টেস্ট বা কুমারীত্ব পরীক্ষা। ব্রিটিশ বিমানবন্দরে এই এশিয়ান তরুণীরা অবতরণ করলেই তাদের এইভাবে পরীক্ষা করা হতো। অনেক অবিবাহিত নারীদের ব্রিটেনে আসা পছন্দ করা হতো না, তাই এই পরীক্ষা। বেশ অনেক বছর আগে রাজীব গান্ধী যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, তখন এক উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় তরুণী লন্ডনে আসছিলেন। তাকেও এই কুমারীত্ব পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়। এই আত্মমর্যাদাশীল তরুণী তখনই এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন এবং সাংবাদিকদের কাছে তা প্রকাশ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এই খবর শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং ঘোষণা করেন, ভারতেও যেসব ব্রিটিশ নারী আসবেন, তাদের অনুরূপ পরীক্ষা করা হবে। এই ঘোষণার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিষয়টি আলোচিত হয় এবং ভারতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভার্জিনিটি টেস্ট বা কুমারীত্ব পরীক্ষা তুলে দেওয়া হয়। এর সুফল বাংলাদেশও পেয়েছে।

বর্তমানে সারা বিশ্বে বর্ণবিদ্বেশ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। এই লড়াইয়ের পাশাপাশি এশিয়ার কোনো কোনো দেশে যেমন ভারত ও বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা উগ্রমূর্তি ধারণ করেছে। বর্ণবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িতা একই কথা। ভারত ও বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার একটা উগ্রমূর্তি আছে। ব্রিটেনে সেই উগ্রমূর্তি নেই। ব্রিটেনে বর্ণবৈষম্য রাখা হয়েছে শিষ্টাচারের চাদরের আড়ালে। টনি ব্লেয়ার যতই বলুন, তিনি একজন উদারনৈতিক নেতা, গালফ যুদ্ধটি যদি ইউরোপে হতো, তাহলে ঐ যুদ্ধে তিনি নামতেন না। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে বোমা মারলে বাদামি মানুষ মারা যাবে কিংবা আফ্রিকায় যুদ্ধ চালালে কালো মানুষ মারা যাবে, তাতে ব্লেয়ার সাহেবের কী? সাদা মানুষ তো আর মরবে না! সুতরাং ইরাক যুদ্ধে লাখ লাখ মানুষ হত্যা, শিশু-নারী হত্যায় টনি ব্লেয়ার সাহেবের দিল কাঁপেনি। এই একই বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রথম আণবিক বোমাটি ফেলা হয়েছিল। জাপান সাদা সাহেবদের দেশ নয়, সুতরাং তার মানুষের ওপর প্রথম আণবিক বোমা ফেলে তার সাফল্য কতটা তা নিরিখ করা হলো। তাতে সাদা কেউ মরল না, এটাই নাকি ছিল তত্কালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সাহেবের মনের গোপন আনন্দ।

পৃথিবী আজ মহাসংকটের সম্মুখীন। বিশ্ব জুড়ে কোভিড-১৯-এর নানা প্রক্রিয়ার অত্যাচার চলছে। অনেকে সন্দেহ করেন, কোভিডের জোর শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ব্রিটিশ ও মার্কিন ওষুধ কোম্পানিগুলো কৃত্রিম উপায়ে তার নানা দুর্বল সংস্করণ বের করে তাদের ওষুধ বিক্রির বিরাট মুনাফা অর্জনের সঙ্গে বিরাট বাজার গড়ে তুলছে। এই বিরাট বাজারটিও এখন এশিয়া-আফ্রিকাতেই সম্প্রসারিত হয়েছে বেশি। ইউরোপ এখন করোনামুক্ত। এমনকি করোনামুক্ত হয়ে ইউক্রেনে যুদ্ধ চালাতে পারছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন কোভিডের নব নব সংস্করণের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ না করে সেই শক্তি নিয়োগ করেছেন ইউক্রেনে। এই ইউক্রেন যুদ্ধও কোভিডের মতো বিশ্বময় ত্রাস সৃষ্টি করেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম পৃথীবিতে বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলোতে আকাশচুম্বি হয়েছে। ইউরোপ তার তেলের সংকট মেটাতে চাইছে চীন, সৈদি আরব থেকে উচ্চ দামে তেল কিনে।

কিন্তু এশিয়া আর আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোর অবস্থা কী হবে? তারা কি আবার কোরোসিনের জ্বালানো বাতির যুগে ফিরে যাবে? পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত বিপদেও বৃহত্ দেশ আমেরিকা ক্ষুদ্র দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে অনিচ্ছুক। এই ক্ষুদ্র দেশগুলোর একটি বড় অংশই হচ্ছে অসেতাঙ্গ, যাদের পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আজ উচ্চকণ্ঠ। আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত যে ক্ষতি অনেক দেশের হবে, তা সামাল দেওয়ার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে শেখ হাসিনা আজ 'মাদার অব দ্য আর্থ' উপাধি পেয়েছেন। এই মুহূর্তে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন, কোভিড-১৯-এর নব নব সংস্করণগুলো প্রতিরোধের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবৈষম্যকে প্রতিরোধ করার বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রয়োজন। তা না হলে রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলিদের ওপর অত্যাচারের কখনোই অবসান হবে না। লন্ডনের স্কুলে যে কৃষ্ণকলির প্রতি জঘন্য অপরাধ করা হয়েছে, তার কোনো প্রতিকারও হবে না। লন্ডন, ১৮ মার্চ ২০২২।
ইত্তেফাক এর সৌজন্যে

স্বপ্নের পূর্ণতা এখনও বাকি

আহমদ রফিক

১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ২০২২ সালের মার্চ। সময়ের ব্যবধানে পাঁচ দশকেরও বেশি। গত বছর আমরা স্বাধীনতা ও বিজয়ের পঞ্চাশ বছর ছুঁয়েছি। সাড়ম্বরে ওই মহান অধ্যায়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। একই সঙ্গে সামনে এসেছে পুরোনো কিছু প্রশ্ন নতুন করে। পঞ্চাশ বছর তো কম সময় নয় একটি দেশ ও জাতির জন্য। আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের পথ মসৃণ ছিল না। স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় কতিপয় বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা, সদস্য ও রাজনৈতিক যোগসাজশে ঘটে বর্বরোচিত ঘটনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এরপর থেকেই শুরু হয় পশ্চাৎযাত্রা। কতরকম অনাকাঙ্ক্ষিত-অপ্রত্যাশিত ঘটনা দফায় দফায় ঘটিয়েছেন তৎকালীন শাসকরা নিজেদের লাভের হিসাব কষে। এর মাশুল গুনতে হয়েছে সমগ্র জাতিকে। সচেতন মানুষ মাত্রই এসব জানেন। দীর্ঘকাল পর অন্ধকার কেটে স্বাধীন দেশটি আবার ফিরে আসে তার স্বপ্নের পথে। তার পরও স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কখনও কখনও প্রতিকূলতা-প্রতিবন্ধকতার যে দেয়াল দাঁড়ায়, তা প্রশ্নবোধক।

বিগত পঞ্চাশ বছরে নানা প্রতিকূলতা-প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়েও বিশ্বদরবারে আমরা একটা অবস্থান করে নিতে পেরেছি অন্যরকমভাবে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। একাত্তরে আমরা যেমন শরণার্থী হয়েছিলাম, সেরকমভাবে নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত-নিপীড়িত-নির্যাতিত সর্বহারা লাখ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়ে আমরা নন্দিত। মানবতার তাগিদে বাংলাদেশ স্থাপন করেছে অনন্য দৃষ্টান্ত। বিশ্বের নানা সূচকে আমাদের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। অর্থনীতির আকার বড় হয়েছে, অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে, পদ্মা সেতুর মতো এত বড় কর্মযজ্ঞ নিজস্ব অর্থায়নে সম্পন্নের পথে। আরও অনেক মেগা প্রকল্প চলমান। শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে নানা অনিয়ম সত্ত্বেও উন্নয়ন যেটুকু হয়েছে, তাও কম নয়। অর্থাৎ আমাদের অর্জনের খতিয়ান মোটা দাগে বলতে গেলে অনেক বিস্তৃত। কিন্তু এখনও যেসব বিষয় অনার্জিত রয়ে গেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন দাঁড়ায়- এর দায় কার। দায় কমবেশি সবার, তবে সবচেয়ে বড় দায় রাজনীতি-সংশ্লিষ্টদের। তাদের অনেকেরই অঙ্গীকার পালনে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা ও স্ববিরোধিতা স্পষ্ট। একাত্তরের পূর্বাপর আমাদের রাজনৈতিক অর্জন কতটা- এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নতুন করে নিষ্প্রয়োজন। অনেক অর্জনের বিসর্জন ঘটেছে এও সত্য। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সুনির্দিষ্ট কিছু অঙ্গীকার-প্রত্যয় ছিল। অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্য, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, মানুষের অধিকার সব ক্ষেত্রে নিশ্চিতকরণ- এগুলো ছিল অন্যতম। তবে আজও আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। বাহাত্তরের সংবিধানে যে বিষয়গুলো ছিল, জনঅধিকার কিংবা স্বার্থের পরিপূরক সেগুলোতে দফায় দফায় আঘাত করলেন পঁচাত্তর-পরবর্তী শাসকরা নিজেদের স্বার্থে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন আঘাত এলো, যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলে কুঠারাঘাত। আজও সেই সংবিধানের পূর্ণ আদিরূপ ফিরে পাওয়া যায়নি জনদাবি সত্ত্বেও। কোনো উন্নয়নই টেকসই হবে না যদি দুর্নীতি, রাজনৈতিক কদাচার, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক অস্বচ্ছতার মতো আরও অনেক নেতিবাচকতার নিরসন না ঘটিয়ে শুধু অবিরত উচ্চারণসর্বস্ব অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। দুর্নীতির ব্যাপারে সরকারের 'শূন্য সহিষ্ণুতা'র অঙ্গীকার সত্ত্বেও প্রায়ই সংবাদমাধ্যমে যেসব চিত্র উঠে আসছে, তা প্রশ্নবোধকই বটে। এত উন্নয়ন সত্ত্বেও বৈষম্যের ছায়া কেন বিস্তৃত হচ্ছে- এ প্রশ্নের উত্তরও জটিল নয়।

শুধু একজন বা গোটা কয়েকজনের সদিচ্ছায়, আন্তরিকতায় একটি দেশ ও জাতির কল্যাণ নিশ্চিত করে কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠনের প্রত্যাশা পূরণ সহজ বিষয় নয়। তবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতা একই সঙ্গে রাজনৈতিক স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা অত্যন্ত জরুরি। এখন আরও জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে মজবুত ও টেকসই করতে দুর্নীতি থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার দূষণের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা

এবং দীর্ঘস্থায়ী যথাযথ অভিযানের মাধ্যমে দুর্নীতি দূষণ-অনৈতিকতার অবসান ঘটানো। গণপ্রজাতন্ত্রের সুনাম রক্ষায় সুশাসন অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য, যাতে সমাজের নেতিবাচক উপাদানগুলো আর বাড়তে না পারে। যে স্বর অন্তরে ধারণ করে 'স্বাধীন বাংলার জন্য লড়াই' পাকিস্তানের পূর্ব-পশ্চিমের আর্থসামাজিক ব্যবধান ও বৈষম্য দূর করতে ঘটেছিল একাত্তরে, এর সমাধান ঘটলেও (সমাজ ও রাজনীতিতে) গোটা জাতি, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত শ্রেণি ও নিম্নবর্গীয় জনতা সেই অমৃতের ভোগী হতে পারেনি। তাই স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খতিয়ান নিতে গেলে স্বীকার করতে হয় উন্নয়ন ঠিকই ঘটেছে, তবে এ ক্ষেত্রে শ্রেণিবিশেষের বিষয়টি অধিক দৃষ্টিগ্রাহ্য। দেশের সব মানুষের অধিকারের মাঠ সমতল করা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার-প্রত্যয়েরও অন্যতম বিষয় ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা এখনও এ থেকে অনেক দূরে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' এর 'গণ' তার খুদকুঁড়ো পেয়েই মনে হয় সন্তুষ্ট থাকছে। একটি শ্রেণির উন্নতি এতটাই ঘটেছে, যা পাকিস্তানের কথিত বাইশ পরিবারকেও ছাড়িয়ে গেছে। এমনটি তো একাত্তরের প্রত্যাশিত ছিল না। একাত্তরের সহমর্মিতার কালে আমরা কি ভাবতে পেরেছিলাম, আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশে দুর্নীতি, মাদক-বাণিজ্য, মানব পাচার, মুদ্রা পাচার, অসাম্য ইত্যাদি ফিরে ফিরে সংবাদমাধ্যমে বড় জায়গা দখল করে নেবে? আর প্রশ্নের পর প্রশ্নের জন্ম দেবে। আমরা জানি, বিলম্বিত বিচার এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিচারহীনতার কথা, যা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে মেলে না। নারী নিগ্রহের চিত্র প্রশ্ন দাঁড় করায়- এসবই কি সামাজিক অবক্ষয়ের পরিচায়ক নয়? আজকের বাস্তবতায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দুর্নীতিরোধ ও সুবিচার-সুশাসন শতভাগ নিশ্চিত করা। সুশাসন নিশ্চিত হলে অনেক প্রত্যাশাই পূর্ণতা পাবে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে যেসব বিষয় করণীয় এর গুরুত্ব উচ্চারিত হয় বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এর বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় না।

আমরা এখন দেখতে চাই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন। একাত্তর আমাদের যূথবদ্ধ করেছিল, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা বিভক্ত হয়ে গেলাম। প্রতিক্রিয়াশীলতার যে ছায়া একাত্তর দূর করেছিল, এরই আবার বিস্তার ঘটল স্বাধীন দেশে। একাত্তরে সর্বজনের কাঁধে ভর করে যে জনক্ষোভের শিখা জ্বলে উঠেছিল, তারপর স্বাধীনতা অর্জনে যে স্বপ্ন আরও পুষ্ট হয়েছিল, সেই স্বপ্নের স্বাধীনতার চরিত্রবদল ঘটল কেন? মানুষ জীবনযাপনের প্রাথমিক ও মৌলিক প্রয়োজনগুলো সহজে মেটাতে চায়। সেখানে ব্যর্থতা তারা মেনে নেয় না। অসহায় মানুষ কি কেবল পরীক্ষা দিয়েই চলবে? সর্বাগ্রে শুদ্ধ রাজনীতির পথ মসৃণ করা ছাড়া জিইয়ে থাকা ব্যাধিগুলো দূর করা যাবে না। ২৫ ও ২৬ মার্চের রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিশদ বিশ্লেষণ আমাদের বর্তমান দূষিত রাজনীতির উৎস সন্ধানে বিশেষ জরুরি বলে মনে করি। আমাদের নীতিনির্ধারকদের আত্মস্থ করতে অনুরোধ জানাই, একাত্তরের প্রতিরোধ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে তৃণমূল মানুষের ভূমিকার কথা। তাদের ভূমিকা-অবদান মর্মে নিয়ে রাজনীতিকরা বুলিসর্বস্ব অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি বাদ দিয়ে বিলম্বে হলেও নতুন প্রত্যয়ে প্রত্যয়ী হোন। একই সঙ্গে ইতিহাসবিদ ও গবেষকদেরও তৃণমূলের মানুষের ভূমিকা-অবদান তুলে এনে প্রজন্মের সামনে উপস্থাপনে গভীর মনোযোগে কাজ করা জরুরি বলে মনে করি।

মানুষের অধিকারের প্রশ্নে অবশ্যই থাকতে হবে দৃঢ়। আমাদের করণীয় সবকিছু নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল একাত্তর পর্বে কিংবা তারও আগে। আমরা যেন সেই পথটাই অনুসরণ করি। শুধু গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চিৎকার করলেই হবে না, এর শর্ত পূরণ জরুরি। প্রকৃত গণতন্ত্র বিকশিত হলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার কাজটা সহজ হবে।

আহমদ রফিক: ভাষাসংগ্রামী, রবীন্দ্র-গবেষক, কবি ও প্রাবন্ধিক

স্বাধীন দেশে নাগরিকের দায়িত্ব পালন করছি কি?

মৌলি আজাদ

বাংলাদেশের বয়স এখন ৫১ বছর। কভিড মহামারির এ দুঃসময়ে আমরা আজকের দিনে যারা উপস্থিত আছি, সত্যিকার অর্থেই ভাগ্যবান। আজ বাংলাদেশের অর্জনের দিকে তাকালে দেখতে পাই- করোনা মহামারির মধ্যে বিদায়ী অর্থবছরেও জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ, স্থির মূল্যে এই জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫ লাখ ১৭ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। আমাদের মাথাপিছু আয় এখন দুই হাজার ৫৫৪ মার্কিন ডলার। দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। গত এক দশকে দারিদ্র্যের হার ৩১ দশমিক ৫ থেকে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

এক লাখ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটারের বাংলাদেশ আজ অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই তৈরি করতে পারে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। যে বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দক্ষতার জন্য এমনকি পাকিস্তানেরও প্রশংসা পেয়েছে। পুরো বাংলাদেশ আজ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় আবৃত। বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর ওপর ১ দশমিক ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের পায়রা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ফ্লাইওভার, মেট্রোরেল, এক্সপ্রেসওয়ে আজ বাংলাদেশিদের দেশের বাইরে গিয়ে দেখতে হয় না, এসব যোগাযোগ ব্যবস্থা তার নিজ দেশেই আছে।

বিদ্যুতের জন্য কান্নাকাটি এক সময় বোধহয় সব বাংলাদেশিই করত। আজ দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ১৪৬টি। বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ হাজার ২৩৫ মেগাওয়াট। বিদ্যুতে আজ আলোকিত হচ্ছে শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত শরীয়তপুরের নড়িয়ার পাথার দুর্গম চর। রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শহর থেকে গ্রামে আজ আর কেউ টিমটিমে আলোয় বসে নেই। বিদ্যুতের জন্য দিনের পর দিন আর প্রতীক্ষা নয় কারও। পরিবার-সমাজ সব জায়গায় নিগৃহীত যে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ- তারাও এখন পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। বীর মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অহংকার; আর তাই তাদের এখন ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে এক লাখ ৯১ হাজার ৫৩২ জন সাধারণ বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসিক সম্মানী ভাতা পান।

দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষা। শিক্ষাকে কীভাবে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা যায়, সে লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের প্রতি জেলায় অন্তত একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে। দেশে এখন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি রয়েছে। সারাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ-ছয় বছর বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু আছে। ১ জানুয়ারি মানেই হলো সারাদেশের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পূর্ণ সেট বই হাতে পাওয়া। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আনা ও ধরে রাখার জন্য সারাদেশে শতভাগ উপবৃত্তি চালু আছে এবং গ্রামাঞ্চলের নারীকে বিদ্যালয়মুখী করতে নারীবান্ধব শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লিঙ্গ সমতা, নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি এখন দেখার মতো। বর্তমানে দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এখন আইটি সেক্টরে প্রায় ১০ লাখ মানুষ কাজ করছে। ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যোগ হয়েছে বাংলাদেশ। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষতা অর্জনসাপেক্ষে কর্মসংস্থানের জন্য দেশে হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনার জন্য বিস্তৃত স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরি করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো- নাগরিক হিসেবে দেশের প্রতি আমরা কতটা দায়িত্ব পালন করছি? আমরা কি ট্রাফিক আইনকানুন মেনে চলছি? রাস্তা পারাপারের সময় কখনও ওভারব্রিজ ব্যবহারের চিন্তা করছি? ফুটপাত ধরে হেঁটে চলছি? ফুটপাত থেকে আমাদের অবৈধ দোকানপাট তুলে দিয়েছি? নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমিয়েছি নাকি উৎসবকে ঘিরে আরও দাম বাড়াচ্ছি? খাদ্যে ভেজাল দেওয়া বন্ধ করেছি? যারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত নন, সেসব ড্রাইভারের হাতে গাড়ি বা বাসের চাবি এখনও তুলে দিচ্ছি? দ্রুত কোনো কাজ করার জন্য কাউকে অর্থ প্রদান করছি বা নিচ্ছি? এখনও রাস্তাঘাট, নদী-খালে ইচ্ছেমতো ময়লা-আবর্জনা ফেলছি? দিন দিন আর্থিকভাবে সচ্ছল হলেও মানবিকতা বোধ কি মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছি?

স্বাধীনতার ৫১ বছর বাদে নিজেকে এ প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন করুন। এখনও যদি দোষগুলো আমাদের মধ্যে থেকে থাকে, তবে বুঝবেন- এখনও আমি, আপনি, আমরা সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারিনি। এ জন্য চলুন আজই নিজেকে শুধরে নিই। ছোট ছোট ভালো কাজ দিয়েই তবে তা শুরু হোক! মৌলি আজাদ: লেখক

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে যা দেখেছি

চপল বাশার

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকা শহরে যে গণহত্যা চালিয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেটাই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে নৃশংস ও বড় আকারের গণহত্যা। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় ওইদিন রাত সাড়ে ১১টায়। ২৭ মার্চ সকালে তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা পর্যন্ত গোটা ঢাকা শহর ও শহরতলিতে গণহত্যা চলে একটানা ৩২ ঘণ্টারও বেশি।

এ বর্বরোচিত আক্রমণে সেদিন কত মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল, তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। সেটা হিসাব করা সম্ভবও ছিল না। এখন ঢাকা শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে কত বাসিন্দা, তা নিবন্ধিত আছে ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিসে। সেই সময় জনপ্রতিনিধি বলতে ছিল বিডি মেম্বার। তাদের বা পৌরসভার কাছে নগরবাসীর কোনো নিবন্ধন ছিল না। থাকলে সেখান থেকে নিখোঁজ বা নিহত ব্যক্তিদের তালিকা করে একটা ধারণা করা যেত।

সেদিন নিহতের সংখ্যা সম্পর্কে যেসব পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তার সবই অনুমানভিত্তিক। প্রাণহানির সঠিক সংখ্যা নিরূপণ না করা গেলেও সেদিন ৩২ ঘণ্টার বিরতিহীন গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ এতটাই ব্যাপক ছিল যে, নিহতের সংখ্যা ২০ হাজারের কম হবে না বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করে। বিশেষ করে সেই কালরাতে এ নগরীতে যারা ছিলেন, তাদের এমনটিই ধারণা। আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও জরিপও সে কথাই বলে।

বাংলাদেশে ২০১৭ সাল থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ২৫ মার্চকে 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। কিন্তু দিনটি এখনো আন্তর্জাতিকভাবে গণহত্যা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। বিশ্বের গণহত্যার সবচেয়ে বড় ঘটনা মনে করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি ও পূর্ব ইউরোপে ইহুদি নিধনের ঘটনাকে। সে সময় ৭-৮ বছরে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে প্রায় ষাট লাখ ইহুদিকে নাৎসি বাহিনী হত্যা করেছে বলা হয়। এর পরই বাংলাদেশের গণহত্যার ঘটনা।

১৯৭১ সালে ছোট এই ভূখণ্ডে নয় মাসেরও কম সময়ে পাকিস্তানি বাহিনী ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে। এত বড় আকারের গণহত্যাকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। এতে পাকিস্তানিদের মতো আর কোনো ফ্যাসিবাদী শক্তি এমন নৃশংসতা চালাতে উৎসাহী বা সাহসী হবে না। বাংলাদেশকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে '২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস' হিসাবে স্বীকৃতির জন্য।

স্মৃতিতে কালরাত

২৫ মার্চ সকাল থেকেই ঢাকা শহরের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। সবাই জেনে বা বুঝে গেছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি, বৈঠক ভেঙে গেছে। এর আগে ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবস।

সেদিন ঢাকা শহরে মাত্র তিনটি স্থানে পাকিস্তানের পতাকা উড়েছিল। সে তিনটি হচ্ছে-প্রেসিডেন্ট ভবন, গভর্নর হাউস (বর্তমানে বঙ্গভবন) ও ঢাকা সেনানিবাস। আর কোথাও পাকিস্তানের পতাকা দেখা যায়নি। সর্বত্রই উড়ছিল বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল-সবুজ স্বাধীন বাংলার পতাকা।

বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়ার আলোচনায় অংশ নিতে জুলফিকার আলি ভুট্টো তখন ঢাকায়। অবস্থান করছিলেন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে। সেই হোটেলেও পাকিস্তানের পতাকা উড়েনি, উড়েছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা। এমনকি ঢাকায় অবস্থিত বিদেশি দূতাবাসগুলোতেও পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা

হয়েছিল। ইয়াহিয়া-ভুট্টোরা সেদিনই বুঝে গিয়েছিলেন এদেশে পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে। সে জন্যই তারা অস্ত্র দিয়ে নিরস্ত্র বাঙালিকে দমনের শেষ চেষ্টা চালিয়েছিলেন-মরণ কামড় দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে ফল কী হলো? নিজেরাই নির্মূল হলেন এদেশ থেকে।

২৫ মার্চ সকালেই মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের সুযোগ শেষ, এখন সংঘাত অনিবার্য। কিন্তু সংঘাত কী পর্যায়ে কতদূর যাবে, তার কোনো ধারণা ছিল না। আমার সাধ্য-সুযোগমতো সব জায়গায় ছুটে গেছি। রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়গুলোতেও গেছি কিছু জানা যায় কিনা। সব নেতাকেই দেখেছি চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। কেউ সদুত্তর দিতে পারেননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে (এখন জহুরুল হক হল) গেলাম। সেখানে ছাত্রনেতাদের অনেকের সঙ্গেই দেখা হলো। সবারই এক কথা-পরিস্থিতি ভালো নয়। অঘটন ঘটতে পারে, সাবধান থাকতে হবে। দেখলাম অনেক আবাসিক ছাত্র তখনই হলত্যাগ করতে শুরু করেছেন। রোকেয়া হল থেকে বিপুলসংখ্যক ছাত্রী আগেই চলে গেছেন, তখনো যাচ্ছেন। জগন্নাথ হলেও তা-ই। যাদের সুযোগ আছে, তারা বাইরে কোথাও চলে যাচ্ছেন। হল ছেড়ে যেসব ছাত্রছাত্রী চলে গিয়েছিলেন, তারা বেঁচে গেছেন। সেদিন রাতেই সবকটি ছাত্রাবাস আক্রান্ত হয়েছিল। যারা ছিলেন তাদের বেশিরভাগই নিহত হন।

বিকালের দিকে আমার এক বন্ধু ও সহকর্মী খবর দিলেন, ধানমণ্ডি হকার্স মার্কেটের দোতলায় ন্যাপ (মোজাফফর) কার্যালয়ে দলীয় নেতারা সমবেত হয়ে বৈঠক করছেন। সেখানে গেলে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। দেরি না করে সেখানেই ছুটলাম। দেখলাম, ন্যাপ কার্যালয়ের সামনে শতাধিক নেতাকর্মী সমবেত হয়েছেন। সবাই অপেক্ষা করছেন দলের নির্দেশনার জন্য।

সন্ধ্যার পর বৈঠক শেষে ন্যাপপ্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। অধ্যাপক সাহেবের মুখ খুবই গম্ভীর। তিনি সমবেত সবার উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করলেন। বললেন, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার টেলিফোনে কথা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। তিনি জানিয়েছেন, আলোচনা ভেঙে গেছে। ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেছে। রাতেই হামলা শুরু হতে পারে। সবাইকে সাবধানে থেকে প্রাণরক্ষা করতে হবে। শত্রুদের প্রতিরোধও করতে হবে। বক্তব্য দিয়েই অধ্যাপক মোজাফফর ও অন্যান্য নেতা সেখান থেকে চলে গেলেন। অন্যরাও যে যার বাড়ি বা আশ্রয়স্থলে গেলেন। আমি বেরিয়ে আসার সময় দেখা হলো বন্ধু রথীন চক্রবর্তীর সঙ্গে। আমরা একইসঙ্গে হাঁটতে শুরু কললাম নিউমার্কেট থেকে পূর্বদিকে। দেখলাম বিপুলসংখ্যক ছাত্র, যুবক, রাজনৈতিক কর্মী, সাধারণ মানুষ রাস্তায়। তারা হাতের কাছে যা পাচ্ছেন, তা-ই দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করছেন রাস্তার উপর, যাতে মিলিটারির গাড়ি চলাচল করতে না পারে। সবার মধ্যেই প্রচণ্ড উত্তেজনা-যেভাবেই হোক মিলিটারি ঠেকাতে হবে।

ব্যারিকেড আর ব্যারিকেড

এভাবেই ব্যারিকেড দেখতে দেখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এলাম। ক্যাম্পাস তখন প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। কিছু ছাত্র এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে। জগন্নাথ হলের প্রধান গেটের সামনে এসেই রথীন বললেন 'আমি তাহলে ভেতরে যাই। এখানেই থাকব। আপনি একটা রিকশা নিয়ে বাসায় চলে যান।' রথীন জগন্নাথ হলের নিচতলার একটি কক্ষে আরও দুজনের সঙ্গে থাকতেন। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস: শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

আশরাফ সিদ্দিকী বিটু

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে বাঙালি জাতিকে চিরতরে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে পরিকল্পিত অপারেশন সার্চলাইটের নীলনকশায় নিরস্ত্র বাঙালির ওপর গণহত্যা চালানো হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে সংঘটিত গণহত্যা বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ ও নিষ্ঠুরতম গণহত্যাগুলোর একটি। রাতের অন্ধকারে অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে চালানো হয় এই নৃশংস গণহত্যা।

নিরস্ত্র মানুষের ওপর এমন হত্যাযজ্ঞ বিশ্বে নজিরবিহীন। আওয়ামী লীগ ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিপুল জয় পেলে পাকিস্তানি জান্তা সরকার বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করে, মূলত ক্ষমতা দিতে শাসক শ্রেণি রাজি ছিল না। মার্চের এক তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। এ খবর ঢাকায় পৌঁছালে জনতা রাজপথে নেমে আসে। এ ঘোষণার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ২ মার্চ ঢাকায় হরতাল ও ৩ মার্চ সারাদেশে হরতালের ডাক দেন। শুরু হয় এক অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন। ২ মার্চ রাতে কারফিউ জারি করা হয়। কারফিউ ভেঙে সারা দেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

সে রাতে পাক সেনারা ৮ জন বাঙালিকে হত্যা করে। ৩ মার্চ পল্টনে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্সে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) উত্তাল জনসমুদ্রে দিলেন এক ঐতিহাসিক ভাষণ। সংগ্রামের পূর্বাপর ইতিহাস তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ভাষণে ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কথা বলে নির্দেশ দেন শত্রুর মোকাবিলা করার। অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে এবং ১৫ মার্চ তিনি ৩৫ দফা নির্দেশনা দেন। বাঙালি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মতো অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর কয়েক দফা ব্যর্থ বৈঠক হয়। তলে তলে সুকৌশলে বৈঠকের নামে সামরিক জান্তা ঢাকায় সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা শুরু করেন। সময়ক্ষেপণ করে অপারেশন সার্চ লাইটের পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হয়। এ অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল ঢাকাসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রধান শহরগুলোতে বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও ছাত্রনেতাদের এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার ও প্রয়োজনে হত্যা করে বাঙালিদের দুর্বল করে দেওয়া। পাশাপাশি সামরিক, আধা সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করে অস্ত্রাগার, রেডিও ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখলসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করে প্রদেশে পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা তখন পূর্ব পাকিস্তানের ১৪তম ডিভিশনের জিওসি ছিলেন। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে সামরিক অভিযানের অন্যতম পরিকল্পনাকারী তিনি। 'আ স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওন কান্ট্রি ইস্ট পাকিস্তান, ১৯৬৯-১৯৭১' শিরোনামের একটি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন, ১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান টেলিফোনে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজাকে কমান্ড হাউজে ডেকে পাঠান। দুই জন সেখানে যাওয়ার পর টিক্কা খান তাদের বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আলোচনায় 'প্রত্যাশিত অগ্রগতি' হচ্ছে না। যে কারণে এখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান 'মিলিটারি অ্যাকশনে'র জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। আর সে কারণে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি সামরিক পরিকল্পনা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী ১৮ মার্চ সকাল থেকে ক্যান্টনমেন্টে খাদিম হুসাইন রাজার বাসায় রাও ফরমান আলী এবং তিনি দুই জন মিলে অপারেশন সার্চলাইটের খসড়া তৈরি করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা দুই জন পরিকল্পনার পরিসর নিয়ে একমত হন, এরপর দুই জনে দুটি আলাদা পরিকল্পনা লেখেন। ঢাকা অঞ্চলে সামরিক অপারেশনের দায়িত্ব নেন রাও ফরমান আলী, আর বাকি পুরো প্রদেশে অভিযানের দায়িত্ব নেন খাদিম হুসাইন রাজা। রাও ফরমান আলী পরিকল্পনায় তার অংশে একটি মুখবন্ধ লেখেন এবং কীভাবে ঢাকায় অপারেশন চালানো হবে তা বিস্তারিত লেখেন। ঢাকার বাইরে বাহিনী কী দায়িত্ব, কীভাবে পালন করবে তার বিস্তারিত পরিকল্পনা করেন খাদিম। সন্ধ্যায় খসড়া পরিকল্পনা নিয়ে তারা হাজির হন কমান্ড হাউজে।

খাদিম হুসাইন রাজা পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন এবং কোনও আলোচনা ছাড়াই পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সিদ্দিক সালিক। 'উইটনেস টু সারেন্ডার' শিরোনামের একটি বইয়ে তিনি 'অপারেশন সার্চলাইট' নিয়ে লিখেছেন, জেনারেল রাও ফরমান আলী হালকা নীল কাগজের অফিসিয়াল প্যাডের ওপর একটি সাধারণ কাঠ পেন্সিল দিয়ে ওই পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, তিনি স্বচক্ষে সেই হাতে লেখা পরিকল্পনার খসড়া দেখেছিলেন। তাতে সামরিক অভিযানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, 'শেখ মুজিবের ডিফ্যাক্টো শাসনকে উৎখাত করা এবং সরকারের (পাকিস্তানের) কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।' সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিকল্পনা ছিল ১৬টি প্যারা সংবলিত এবং পাঁচ পৃষ্ঠা দীর্ঘ।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দেশের বিভিন্ন ব্যারাকে ঘুরে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা তদারকি করলেও, অপারেশন সার্চলাইটে অংশ নেওয়ার জন্য সামরিক বাহিনীর কারও কাছেই কোনও লিখিত অর্ডার পাঠানো হয়নি। সময় জানিয়ে মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইনের কাছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের কাছ থেকে ফোনটি এসেছিল ২৫ মার্চ সকাল ১১টায়। সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, 'খাদিম, আজ রাতেই'। সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল রাত ১টা। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের হিসেবে অবশ্য তখন থাকবে ছাব্বিশে মার্চ। হিসাব করা হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ততক্ষণে নিরাপদে করাচি পৌঁছে যাবেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৪-২৫ মার্চ জেনারেল হামিদ, জেনারেল এ. ও মিঠঠি, কর্নেল সাদউল্লাহ হেলিকপ্টারে করে বিভিন্ন সেনানিবাসে প্রস্তুতি পরিদর্শন করেন। সিদ্ধান্ত হয়, ২৫ মার্চ রাত ১টায় অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় অভিযানে ঢাকায় নেতৃত্ব দেবেন জেনারেল রাও ফরমান আলী। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নেতৃত্ব দেবেন জেনারেল খাদিম রাজা। লে. জেনারেল টিক্কা খান ৩১ ফিল্ড কমান্ডে উপস্থিত থেকে অপারেশনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন। এ ছাড়া এই অভিযানকে সফল করার জন্য ইতোমধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দু'জন ঘনিষ্ঠ অফিসার মেজর জেনারেল ইখতেখার জানজুয়া ও মেজর জেনারেল এ.ও মিঠঠিকে ঢাকায় আনা হয়।

২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার ছিল অসহযোগ আন্দোলনের ২৪তম দিন। দুপুরের পর থেকেই ঢাকাসহ সারা দেশে থমথমে অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। এদিন সকাল থেকেই সেনা কর্মকর্তাদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। হেলিকপ্টারযোগে তারা দেশের বিভিন্ন সেনানিবাস পরিদর্শন করে বিকালের মধ্যে ঢাকা সেনানিবাসে ফিরে আসে। দুপুরের পর বঙ্গবন্ধু কর্মীদের যার যার এলাকায় চলে যাবার নির্দেশ দেন। ২৪ তারিখই পশ্চিম পাকিস্তানের গণপরিষদ সদস্যরা ঢাকা ত্যাগ করে। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সব পদক্ষেপ চূড়ান্ত করে গোপনে ঢাকা ছেড়ে করাচি চলে যান। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর চোখ ফাঁকি দিতে পারেননি। তিনি ঠিকই জেনে যান প্রেসিডেন্ট ঢাকা ত্যাগ করেছেন। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তার বৈঠকে কোনও ইতিবাচক ফলাফল না পেয়ে বলেন, 'ইয়াহিয়া খান সমস্যা সমাধানের জন্য সামরিক ব্যবস্থা বেছে নিলেন আর এখানেই পাকিস্তানের সমাপ্তি হলো।' বঙ্গবন্ধু সবাইকে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য তৈরি হওয়ার আহ্বান জানান।

অপারেশন সার্চলাইট অভিযান শুরুর সময় নির্ধারিত ছিল ২৬ মার্চ রাত ১টা। কিন্তু সে রাতেই ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিকামী বাঙালি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ও এ.এ.কে নিয়াজীর জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালেক মন্তব্য করেছেন যে বাঙালি বিদ্রোহীদের প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টির আগেই পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পৌঁছার লক্ষ্যে অভিযান এগিয়ে ২৫ মার্চ রাত ১১টা ৩০ মিনিটে শুরু করে। পাকিস্তান সৈন্যরা ১১টা ৩০ মিনিটে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে এসে ফার্মগেটে মিছিলরত বাঙালিদের ওপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে অপারেশন সার্চলাইটের সূচনা ঘটায়। এরপর পরিকল্পনা মোতাবেক একযোগে পিলখানা, রাজারবাগে আক্রমণ চালায়। রাত ১টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলসহ শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে ৯ জন শিক্ষকসহ বহু ছাত্রকে হত্যা করে।

একই পরিকল্পনার আওতায় পুরনো ঢাকা, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দর, গণকটুলী, ধানমন্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান প্রভৃতি স্থানে আক্রমণ চালায়। এ রাতে চট্টগ্রামে পাক সেনাদের গুলিতে অনেকে হতাহত হয়। মার্চ মাসের মধ্যেই অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনায় সেনানিবাসকে কেন্দ্র করে পাকবাহিনী তাণ্ডব চালায়। এ ছাড়া বাঙালির মুক্তির আন্দোলনে সমর্থনের কারণে ইত্তেফাক, সংবাদ ও দ্য পিপলস অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। কয়েকজন সংবাদকর্মী আগুনে পুড়ে মারা যান। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

‘রাজনীতির মহাকবি’ মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু

মোস্তফা সারওয়ার

রাজনীতির মহাকবি মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে মাতৃভূমি থেকে আট হাজার মাইল দূরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রার্থিত নির্বাসনের নির্জন নিরালায় বিভোর হয়ে শুনছিলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা এবং অজয় চক্রবর্তী ও রশিদ খানের কণ্ঠে বেহাগ রাগের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতটি।

“মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে
চরণতলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে
মহারাজ একি সাজে”

বঙ্গবন্ধুর কথা মনে হলে মনে পড়ে গ্রিক পুরাণের প্রমিথিউসের কথা। বাঙালির মুক্তির জন্য তার ব্যক্তিগত জীবনের নিদারুণ ত্যাগ, দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি (চার হাজার ৬৮২ দিন) কারাবরণ, দু-দুবার মৃত্যুদণ্ডের জল্লাদকে পরাভূত করে ফিরে আসা, রক্তস্নাত স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান, বাঙালির জন্য স্বাধীনতা সূর্যকে ছিনিয়ে আনা এসবের কল্পকাহিনীতে পরিপূর্ণ মনে হবে বঙ্গবন্ধুর জীবনের মহাকাব্য।

মনে হয় কবিগুরু ‘ওই মহামানব আসে’ গানটি লিখেছিলেন তূর্য-বাদকের ভূমিকায়

“ওই মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এলো মহাজন্মের লগ্ন।”

বঙ্গবন্ধু “ওই মহামানব” তার মর্ত্যে আসার কারণেই পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশ অর্জন করেছিল “মহাজন্মের লগ্ন”। এই মহান অর্জন বাঙালির ঘরে পৌঁছে দিতে বঙ্গবন্ধুকে সইতে হয়েছে সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতন।

নির্যাতনের লৌহ শৃঙ্খলে তাকে কারাবন্দি করা হয় মাত্র আঠাশ বছর বয়সে। তাকে বিচ্ছিন্ন করা হলো আঠারো বছর বয়সের বালিকা বধূ বেগম ফজিলাতুন নেছার মায়াবী বাঁধন ছিন্ন করে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বারো বার কারারুদ্ধ হয়ে বছরের পর বছর জেল খেটেছেন। ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ সালে মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হয়েও তিনি বাঙালির জন্য স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনার সংগ্রাম থেকে এতটুকু সরে দাঁড়াননি। বাঙালি হিসেবে আমাদের সৌভাগ্য দেবদূতের মতো আবির্ভাব ঘটেছিল কালজয়ী এই মহামানবের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রজীবনে আমি তার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। দেখেছিলাম মহামানবকে কাছ থেকে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ছিল কল্পনাতীত। বিজয়ের পরে দেখলাম অসহনীয় ধ্বংসস্তূপ। আমার জন্মস্থান পটুয়াখালী শহর গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত, আগুনে পুড়ে ছারখার। অনেক শহরের অবস্থা ছিল এরচেয়েও করুণ। পথ-ঘাট-স্থল যোগাযোগ বিপর্যস্ত। ভৈরবসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজগুলো শত্রু সেনারা ভেঙ্গে দিয়েছিল। নদীপথে যোগাযোগও অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জাহাজ ও নৌকা চুরমার করে ডুবিয়ে দিয়েছিল নদীর বক্ষে।

প্রচলিত মুদ্রাকে বারবার অচল ও পরিবর্তন করে পরাধীন পূর্ব বাংলার অর্থনীতির বুকে বেয়োনেট বিদ্ধ করেছিল নির্লজ্জ নরাধম নরপশুরা। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে বঞ্চিত করেছিল বাঙালিদের। পরনের কাপড় উধাও করে দিয়েছিল। শস্যের গুদাম শূন্য পড়ে রইল। আমার স্পষ্ট মনে আছে রেশনে পেয়েছিলাম প্যান্টের দুই পিস ও জামার দুই পিস নিম্নমানের কাপড়ু স্বাধীনতার একটু পরেই। ঢাকায় সরকারি অফিসে কাজের জন্য দরকারি আসবাবপত্রের অভাব ছিল প্রকট। অফিস, আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা সবকিছু অচল হয়ে গিয়েছিল।

এমনই এক ভয়ানক পরিস্থিতিতে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেট। সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দীন, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী, ও ওসমানীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং সদ্য স্বাধীন একটি দেশকে পুনরায় গতিমান করার দুস্তর দায়িত্ব। বাঙালির সৌভাগ্য, ফাঁসির মঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন বিজয় দিবসের পর এক মাস যেতে না যেতেই। তার নেতৃত্বে মৃতপ্রায় জনপদে এলো আবার প্রাণের সঞ্চার। অতি দ্রুতগতিতে বঙ্গবন্ধু এবং তার বিজ্ঞ মন্ত্রীপরিষদ পুনরুদ্ধার করেছিলেন বিপর্যস্ত অর্থনীতি। তার জিয়নকাঠির স্পর্শে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রাণ ফিরে পেল। সাধারণ কর্মপ্রবাহে গতি এলো। স্বাধীনতা প্রাপ্ত নতুন দেশটিকে তিনি সযত্নে উপহার দিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রচিত এক বলিষ্ঠ শাসনতন্ত্র। পররাষ্ট্রনীতিতে তিনি সাবধানে অতি সন্তর্পণে স্নায়ুযুদ্ধে বিবদমান বিশ্বে বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি আদায় করে নিলেন। গ্রিক মহাকবি হোমারের ট্রয় যুদ্ধ বিজয়ী মহানায়ক অডিসিয়াসের মতো তিনি যেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে অতিশয় দক্ষতায় স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করলেন বিশ্বের দরবারে। এই মহামানবের যাদুর স্পর্শে যুদ্ধে বিজয়ী ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেল। বিশ্বের ইতিহাসে এটি একটি নিদারুণ বিরল ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিজয়ী যুক্তরাষ্ট্রের সেনানিবাস এখনও রয়েছে জার্মানি, জাপান ও অন্যান্য দেশে। বঙ্গবন্ধুর এই অভূতপূর্ব অর্জন পৃথিবীর লিখিত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভারতের তৎকালীন নেতৃত্বও সাধুবাদের দাবিদার। যুদ্ধ বিজয়ী সৈন্যরা এত তড়িৎ গতিতে ফিরে যায় এর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব একটা নেই। বঙ্গবন্ধুর জিয়নকাঠির স্পর্শে সব কিছুই সম্ভব ছিল। আমাদের অন্তহীন নিদারুণ বেদনা এই মহামানবকে জীবন দিতে হলো নরাধম জঘন্য কুলাঙ্গার বেঈমানদের অস্ত্রের আঘাতে। বঙ্গবন্ধু শারীরিকভাবে অবর্তমান। কিন্তু বাঙালির স্মৃতির মণিকোঠায় তিনি রয়েছেন চিরঞ্জীব। তবুও মন মানে না। আজ বৈশ্বিক মহামারী আর বিবিধ অনাচারের মাঝে ইচ্ছে হয় কবি সুকান্তের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে চিৎকার করে বলি,

“হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে
এখানে মৃত্যু এসে হানা দেয় বারবার
লোক চক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার”

[পাদটীকা: ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যার কভার পৃষ্ঠায় বিশ্ব বিখ্যাত ম্যাগাজিন ‘নিউজউইক’ বঙ্গবন্ধুকে ভূষিত করেছে , “ঢ়ড়বঃ ড়ভ ঢ়ড়ষরঃরপং”]

মোস্তফা সারওয়ার এমেরিটাস অধ্যাপক এবং সাবেক উপ-উপাচার্য - ইউনিভার্সিটি অব নিউ অরলিয়েন্স; ডিন এবং সাবেক উপাচার্য-ডেলগাডো কমিউনিটি কলেজ; এবং কমিশনার-রিজিওনাল ট্রানজিট অথরিটি অব নিউ অরলিয়েন্স। বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত ছিলেন রয়াল ডাচ শেলের গবেষণাগারে এবং নাসার স্টেনিস স্পেস সেন্টারে। অধ্যাপনা করেছেন আইভি লীগের ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া, এবং অস্ট্রিয়ার ইউনিভার্সিটি অব ইন্সব্রুক। সোসাইটি অব এক্সপ্লোরেশন জিও-ফিজিক্স এর ছিলেন আন্তর্জাতিক চেয়ারম্যান। ছিলেন্ডজিও-ফিজিক্স নামে বিখ্যাত জার্নালের সহযোগী-সম্পাদক। ওয়েব পোর্টাল বিডিনিউজ২৪.কম এর সৌজন্যে

বাঙালির মুক্তির মার্চ মাস: প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু

ড. জেবউননেছা

বিশ্বায়নের এই যুগে পৃথিবী ক্রমেই নতুনরূপে উপস্থাপিত হচ্ছে। প্রায় সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। সময়ের দ্রুতগামিতার কারণে বিচিত্র মাত্রার আলোড়ন গতির ধারাবাহিকতাকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উৎস থেকে উৎসারিত একটি দেশ। মুক্তিযুদ্ধ তার রক্ত সংকল্পের গর্বময় অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার যে কতটা মহান ও তাৎপর্যপূর্ণ তা কেবল প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের জানা, আর কারও নয়। তাই নানা বিভ্রমের কুয়াশায় মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই স্বপ্ন ও আদর্শ আপাত চোখে ধূসর হয়ে গেছে। নতুন প্রজন্ম এই ইতিহাসকে তার সঠিক কৌণিকতায় চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কোনও কোনও শক্তি অতিরঞ্জন আর কোনও কোনও শক্তি আক্রমণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শুদ্ধতম ধারণাকে পর্যুদস্ত করছে। এখন চাই ওই শুদ্ধতম ধারণাকে বলিষ্ঠতম কাঠামোর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা। তাহলে তার পুনরুৎপাদনে মুক্তিযুদ্ধের সব সংকলন ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। এটি হতে পারে নতুন নতুন পর্বে।

উৎসাহে ও উদ্দীপনায় নতুন সব ইন্ধন। গভীর নিষ্ঠা পেয়ে আমি অনুভব করেছি যে সব বিভ্রান্তিকে দূর করে আমাদের অহংকার সমৃদ্ধ এই ঐতিহ্যকে সুন্দরভাবে এবং স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। ক্ষুদ্র হলেও এই ধারণায় বিশ্বাস নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গবেষণায় উদ্যোগী হয়েছি। বিন্দু বিন্দু দিয়ে সিন্ধু রচিত। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও এ দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে আমি মুক্তিযোদ্ধা বলবো। কেননা, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি তারা কি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। না, তা নয়। কারণ, হয়তো কারও বোন তরুণী ছিল তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য যুদ্ধে যেতে পারেননি ভাইটি। হয়তো কারও ঘরে বৃদ্ধা বাবা-মা ছিল, হয়তো কারও ঘরে ছিল সন্তানসম্ভবা স্ত্রী। এতদসত্ত্বেও কেউ থেমে থাকেনি। সবাই যুদ্ধ করেছেন, করেছেন প্রতিরোধ যার যা ছিল তাই নিয়ে। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে দুই শতাধিক বছরের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অবসান ঘটায়। বহু দেশপ্রেমিকের প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়েছে এই দেশ। আবহমানকালে ইতিহাসে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়টি নতুন নয়। বারবার বহিঃশক্তি বাংলাদেশকে আক্রমণ করেছে, করতে চেয়েছে পদানত। বাঙালি শত্রুকে কখনও সংস্কৃতির পরোক্ষ জালে জড়িয়ে কখনও প্রত্যক্ষ বাহুবলে ঠেকিয়ে জাতীয় অস্তিত্বকে ঠেকিয়ে রেখেছে। ব্রিটিশরা এই অঞ্চলটিকে প্রায় দুই শত বছর শাসন ও শোষণ করেছে। তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। জেল খেটেছেন। দ্বীপান্তরে গিয়েছেন। বহু আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে এই দেশটি ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে দূরত্ব প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার। তবে মানুষগুলোর মধ্যেও ছিল বিশাল দূরত্ব। তাদের সামগ্রিক বিষয়গুলো ছিল ভিন্ন। শুধু একটি বিষয়ই মিল ছিলু সেটি হচ্ছে ধর্ম। আশ্চর্যের বিষয়, এক ধর্মের মানুষ হয়েও শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুলিশ, মিলিটারি সবকিছুতেই বৈষম্য প্রদর্শন করতে লাগলো পশ্চিম পাকিস্তানিরা। বিভিন্নভাবে নিপীড়ন শুরু করলো অর্থনৈতিক নিপীড়নের পর শুরু করলো সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর নিপীড়ন। পাকিস্তানের শুরুতেই তারা ‘উর্দু’ ভাষাকে চাপিয়ে দিতে চাইলো পশ্চিম পাকিস্তানিরা। কিন্তু না বাঙালি জেগে উঠলো। ভাষার জন্য প্রাণ দিলো বাংলার মানুষ। প্রতিষ্ঠিত হলো মাতৃভাষা বাংলা। অতঃপর বঙ্গবন্ধু প্রণীত ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০-এর বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করলে ও পাকিস্তানিরা ক্ষমতা দিতে চাইলো না। আর তখন থেকেই বাঙালিদের মধ্যে আন্দোলনের উত্তাল জোয়ার বইতে শুরু করলো। অতঃপর পাকিস্তানিরা ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে বাংলাদেশের ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম গণহত্যা শুরু করলো। নারী-শিশু-পুরুষ-মুসলিম-অমুসলিম কেউ রক্ষা পেলো না এই হামলা থেকে। ঢাকা শহরকে করলো তারা লাশের শহর। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। সেই জঘন্যতম গণহত্যার বিরুদ্ধে একটি স্বাধীন পতাকার লক্ষ্যে নারী-পুরুষ সবাই মিলে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে সংঘটিত হলো ২৬৬ দিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রাম সফল হয়েছে পুরুষের পাশাপাশি। নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে। নারীরা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে চিকিৎসক হিসেবে, আশ্রয়দাত্রী, শব্দসৈনিক, সুর সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নারীদের বিশাল অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যে জয়। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহর পর্যন্ত নারীরা মুক্তির লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন।

আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণে যুদ্ধের মাধ্যমে যে বাংলাদেশ পেয়েছি, সে যুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য প্রদান করেছেন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষার্থী, খেটে খাওয়া মানুষ। ১৯৭১-এর ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘আমার মৃত্যু হলেও আমি আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করতে পারবো না। রক্ত দিয়ে হলেও আমি আপনাদের ঋণ শোধ করবো। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের ৬৭৭ নম্বরের বাসায় স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এর আগে ১৯৭১-এর ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে চূড়ান্ত যুদ্ধের রণকৌশল ঘোষণা করেন তিনি। ১৯৭১-এর ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসকে ‘প্রতিরোধ দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেন। ছাত্রলীগ প্রতিরোধ বাহিনী ঢাকার পল্টন ময়দানে এক আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ গানটি গেয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। এদিন বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন, সাত কোটি মানুষের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে। উল্লেখ্য, এই মার্চ মাসের ১৭ তারিখ ১৯২০ সালে জাতির পিতা জন্মলাভ করেন। বাংলার জনগণের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য এই মার্চ মাস যেন বাঙালির মুক্তির মাস। ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় বাংলাদেশ মার্চ মাসে পেয়েছে তার পূর্ণতা। এই মহামানবের জন্য মাসে ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চ ‘রাষ্ট্রভাষা দিবস’ হিসেবে ১৯৫২ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিবছর পালিত হতো। এই ভাষা আন্দোলনে ১৯৪৮-১৯৪৯ সালে উল্কাবেগে সারা বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু জনমত গঠনের লক্ষ্যে ঘুরে বেড়ান। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, ঢাকা শহরে বিক্ষোভ এবং পিকেটিং করা হয়। হরতালের সময় ২০০ জন আহত, ১৮ জন গুরুতর আহত এবং ৯০০ জন গ্রেফতার হন। ঢাকায় সচিবালয়ের সামনে থেকে শেখ মুজিবুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করে। স্বাধীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এই দিন বঙ্গবন্ধু প্রথম গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। উত্তাল মার্চ যেন আমাদের জীবনে বলিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে আছে। ১৯৭১-এর ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ছাত্র সমাবেশে প্রথমবারের মতো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই মার্চেরই ৭ তারিখে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণে স্বাধীনতার বীজ বপন করা হয়েছিল এবং ২৫ মার্চ তারিখে গভীর রাতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাক হানাদার বাহিনী গ্রেফতার করে পাকিস্তানের ফয়সালাবাদ কারাগারে অন্তরীণ করে রাখে। সেখান থেকে মিনাওয়ালি কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেফতারের পূর্বে তারবার্তার মাধ্যমে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তিনি। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জাতির পিতার সামনে কবর খোঁড়া হয় কিন্তু তিনি আপস করেননি, নুয়ে পড়েননি। ১৯৭১-এর পরেও মার্চ মাস ছিল গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন বাংলাদেশকে বেশ কয়েকটি দেশ এই মার্চেই স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭২ সালে ২ মার্চ গাম্বিয়া, ৪ মার্চ শ্রীলংকা, ১০ মার্চ সোয়াজিল্যান্ড, ১১ মার্চ গ্রিস, ১৩ মার্চ সুইজারল্যান্ড, ২১ মার্চ লোসোনা, ২৩ মার্চ বতসোয়ানা, ২৫ মার্চ,জ্যামাইকা, ২৮ মার্চ তাইওয়ান এবং ১৯৭৩-এর ২৮ মার্চ লেবানন, ১৯৭৪-এর ৪ মার্চ কাতার, ১০ মার্চ সংযুক্ত আরব আমিরাত, ২১ মার্চ কঙ্গো প্রজাতন্ত্র স্বীকৃতি প্রদান করে। এই মার্চেই ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ জাতির পিতার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ মার্চ ১৯৭৩ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু এক ভাষণে বলেছিলেন, ‘শোষকের স্থান সোনার বাংলার মাটিতে নেই।’ মার্চ যেন নানা চড়াই-উতরাইয়ের ঘটনাবহুল মাস।

১৯৭১-এর মার্চে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার পরই মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। সেই সরকারের দক্ষ নির্দেশনায় এগিয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

স্বাধীনতা পুরস্কার ও মননের উন্নয়ন

নাদির জুনাইদ

দেশের সাহিত্য অঙ্গনে অপরিচিত একজন ব্যক্তিকে দুই বছর আগে সাহিত্যে “স্বাধীনতা পুরস্কার”-এর জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। ব্যাপক সমালোচনার কারণে সেই মনোনয়ন বাতিল করা হয়। আর চলতি বছর সাহিত্যে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য ঘোষিত হয়েছিল আমীর হামজা নামে একজন প্রয়াত ব্যক্তির নাম, যার সাহিত্যকর্মের সঙ্গে দেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিক এবং পাঠকরা পরিচিত নন। আবারও শুরু হয় তুমুল সমালোচনা। এর ফলে আবারও বাতিল করা হয়েছে এই মনোনয়ন। দুই বছর পর কি আবারও সাহিত্যিক হিসেবে অপরিচিত এমন কাউকে সাহিত্যে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করা হবে? মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কারের জন্য যারা নাম নির্বাচন করেন; ২০২০ সালের ঘটনায় তারা লজ্জিত হননি। যে কারণে মাত্র দুই বছর পর একই ঘটনা আবার ঘটেছে। এ বছরের মনোনয়ন বাতিলের ঘটনায় তারা লজ্জা পেয়েছেন কিনা, তা বুঝতে হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে এমন দুই ঘটনায় সহজেই বোঝা যায়- আমাদের দেশে এখন দায়িত্বশীল পদে থাকা কিছু ব্যক্তির কাছে চিন্তাশীলতা অনুধাবন এবং চর্চা করার দায়িত্বের কোনো গুরুত্ব নেই।

দ্রুতগতির ইন্টারনেট, ডিজিটাল প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়া প্রভৃতি দিক সম্পর্কে যত আগ্রহ নিয়ে ইদানীং কথা বলা হয় আমাদের দেশে; সমাজে চিন্তা আর রুচির উন্নয়ন ঘটছে কিনা, সে সম্পর্কে কি তেমন আগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা হয়? চিন্তার উন্নতি না ঘটলে বিবেচনা শক্তি তৈরি হয় না। আর বুদ্ধিশূন্য এবং রুচিহীন মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও হয়ে পড়ে অর্থহীন। তা সমাজের প্রকৃত কল্যাণ ঘটাতে পারে না। এই কথাগুলো কি আমাদের সমাজে বর্তমান সময়ে অনেকে অনুধাবন করেন? সত্যজিৎ রায়ের “কাঞ্চনজঙ্ঘা” (১৯৬২) ছবির একটি দৃশ্যে দেখা যায় পাঁচটি কোম্পানির মালিক রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ চৌধুরী আর তার শ্যালক জগদীশকে। জগদীশ একজন পাখিপ্রেমী। বই খুলে দুর্লভ একটি পাখি সম্পর্কে সেখানে কী লেখা আছে তা যখন তিনি ইন্দ্রনাথকে দেখান; সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি ইন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন “রোস্ট হয়? বলি রোস্ট করে খাওয়া যায়? তা না হলে এই পাখিতে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই”। একই পরিচালকের “প্রতিদ্বন্দ্বী” (১৯৭০) ছবির মূল চরিত্র সিদ্ধার্থ তার শৈশবে একদিন শুনেছিল এক পাখির সুমধুর ডাক। কলকাতার বর্তমান পরিবেশে হতাশ সিদ্ধার্থ খুঁজতে থাকে সেই পাখিটি। বন্ধু আদিনাথকে একদিন সে জিজ্ঞেস করে, নিউমার্কেটে পাখি পাওয়া যায়? মেডিকেল কলেজের ছাত্র আদিনাথ উত্তর দেয় “পাখি? মানে মুরগি?”

রুচিস্নিগ্ধতা আর চিন্তার গভীরতা অর্জনের চেষ্টা ভোগবাদী সমাজে গুরুত্বহীন। ইন্দ্রনাথ চৌধুরী, আদিনাথ শুধু আর্থিক মুনাফা অর্জন আর ভোগ্যপণ্য উপভোগে বুঁদ হয়ে থাকা মানুষেরই প্রতীক; যাদের কাছে ফুল, পাখি বা বইয়ের চেয়ে মুখরোচক রোস্টই সব সময় বেশি আকর্ষণীয়। আমাদের সমাজে এমন মানুষের সংখ্যাই কি বাড়ছে দিন দিন? এ বছর একুশে বইমেলায় যে পরিবেশ দেখেছি; বইমেলার চিরচেনা মধুর রূপের সঙ্গে তার মিল ছিল খুবই কম। মনোযোগ দিয়ে স্টলে বই দেখছেন বহু মানুষ; ছোট ছোট দলে দাঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রাণবন্ত আড্ডা; খ্যাতিমান কবি-লেখকরা হাঁটছেন মেলা প্রাঙ্গণে- ২০-৩০ বছর আগে এমন দৃশ্যই ছিল বাংলা একাডেমির বইমেলার নিয়মিত দৃশ্য। প্রতিদিনই সাজগোজ করে আসা মানুষ সেই সময় বইমেলায় চোখে পড়ত না। আর এ বছরের বইমেলায় যে কদিনই গিয়েছি; দেখেছি পহেলা ফাল্গুন বা পহেলা বৈশাখে সাধারণত যেমন সাজগোজ করা হয় তেমনভাবে সেজে অনেকে মেলায় এসেছেন। আর বারবার দেখতে হয়েছে নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোন দিয়ে ছবি তোলার দৃশ্য।

ধারণা করি, ফেসবুকে ছবি আপলোড করার আকর্ষণের কারণেই সেজেগুজে বইমেলায় এসে ছবি তোলার এই হিড়িক। মনে হয়েছে, বিভিন্ন স্টলে যেয়ে মনোযোগ দিয়ে বই দেখার জন্য নয়, ছবি তোলার জন্যই যেন এসব মানুষ

বইমেলায় এসেছিলেন। বইমেলায় একটু হাঁটলেই চোখে পড়েছে একাধিক বিরিয়ানির দোকান। সেই সঙ্গে কাবাব, পিঠা, আইসক্রিম, কফি বিক্রির দোকান। বইয়ের স্টলের খুব কাছেই বিরিয়ানিসহ অন্যান্য খাবারের দোকান রাখা কি জরুরি ছিল? অতীতে বইমেলা প্রাঙ্গণে বিরিয়ানি আর কাবাবের দোকান কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এবারের বইমেলায় বিভিন্ন ছোট প্রকাশনা সংস্থার স্টল চট করে খুঁজে পাইনি। অথচ ভালো স্থানে দেখলাম এমন খাবারের দোকান। এসব দোকানে অনেকের আনাগোনা; বই দেখার পরিবর্তে বহু মানুষের মেলা প্রাঙ্গণে বিক্ষিপ্ত ঘোরাঘুরি আর ছবি তোলার ধুম চোখে পড়ল। কিন্তু বইমেলার পুরোনো নান্দনিক পরিবেশ খুঁজে পেলাম না। অথচ একুশে বইমেলার পরিবেশ অন্য আরও বিভিন্ন মেলার মতো হয়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় নয়- তা বোঝা কি খুবই কঠিন? বইমেলা যেন ভোগবাদী সমাজের নানা দিকের প্রভাবমুক্ত থাকে, সেই চেষ্টা সচেতনভাবে করা হয়নি; চলতি বছরের বইমেলার রূপ দেখে তাই মনে হয়েছে।

বাংলা একাডেমির সামনের রাস্তাটির মধ্যে এখন সারি সারি কংক্রিটের বিশাল থাম, যার ওপর তৈরি হয়েছে মেট্রোরেল চলার পথ। অতীতে বইমেলার সময় এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেক আনন্দময় আড্ডা দিয়েছি। এখন রাস্তাটির মধ্যে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকালে আর খোলা আকাশ দেখা যায় না। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে থাকা এই রাস্তাটি এখন তাই মনে হয় অপরিচিত কোনো পথ। যদি ঢাকা শহরে মানুষের আগমন এবং বসবাস নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টাই না করা হয় এবং এই শহরের লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়তেই থাকে, তাহলে মেট্রোরেল কি যানজট সমস্যার সমাধান করতে পারবে? আগামী দিনে এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে, কিন্তু ইতোমধ্যে কংক্রিটের অরণ্যে পরিণত হওয়া এই শহরে দিন দিন বাড়ছে কংক্রিটের পরিমাণ। ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে আলোচিত ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল, তখন ছাত্ররা ব্যবহার করেছিল চিন্তাশীল বিভিন্ন স্লোগান আর দেয়াল লিখন। তাদের বলা একটি কথা ছিল “কংক্রিট লালন করে অনীহা আর উদাসীনতা”। যে খোলা আকাশের নানা রূপ চিন্তার দিগন্ত বহুদূর প্রসারিত করে দেয় সেই আকাশ যদি ঢেকে যায় নিষ্প্রাণ কংক্রিটের স্থাপনায়, তাহলে মানুষের মনে সূক্ষ্ম বোধ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও তো বাধা পায়। অবশ্য আকাশ দেখা কেন প্রয়োজনীয়, তা উপলব্ধি করার মতো বোধও বর্তমান সময়ে অনেকের আছে কিনা- এই প্রশ্নও মনে তৈরি হয়।

বর্তমান সময়ে দেশে যথেষ্ট পাঠাগার না থাকা আর বই-পত্র পড়ার অভ্যাস কমতে থাকা নিয়ে কি উদ্বেগ দেখছি আমরা? দেশের নাটক-চলচ্চিত্র-ওয়েব সিরিজে কমবয়সী চরিত্রদের বই আর সংবাদপত্র পড়তে দেখা যায় না। দেশের ইতিহাস কিংবা সমকালীন পরিস্থিতি নিয়েও তারা কথা বলে না। অথচ মোবাইল ফোন, গাড়ি, দামি রেস্তোরাঁ, হলিডে রিসোর্ট, পুলসাইড পার্টি প্রভৃতি ভোগবাদী সমাজের নানা উপকরণ আর চর্চা সেখানে উপস্থাপিত হয় আকর্ষণীয়ভাবে। ফেসবুকে আমাদের দেশের অনেকেই আপলোড করছে অরুচিকর ভিডিও। নাটক-চলচ্চিত্রের সংলাপে প্রমিত বাংলা নিয়মিত অবহেলিত হচ্ছে। এমন অগভীর আর স্থূলতাসর্বস্ব উপাদান বহু মানুষ বিশেষ করে কমবয়সীদের বিচারবুদ্ধি আর রুচির ওপর কতটা ক্ষতিকর প্রভাব রাখছে, তা নিয়ে সমাজের সচেতন মানুষরা চিন্তা করছেন কি? কদিন আগেই ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস প্রকাশ করা নিয়ে কাপাসিয়ায় সংঘর্ষে তিনজন প্রাণ হারিয়েছে।

দেশজুড়ে বাড়ছে কিশোর গ্যাংয়ের অপরাধ। সাম্প্রতিক সময়ে কমবয়সীদের আত্মহত্যা করার বিভিন্ন ঘটনা ইঙ্গিত করছে- জীবনে যত বড় বিপদ, হতাশা, দুঃখই আসুক না কেন; মনের জোর দিয়ে তা মোকাবিলা করে আবার আনন্দ ফিরিয়ে আনতে হয়। কোনোভাবেই জীবন ধ্বংস করা যায় না। এই যৌক্তিক চিন্তা কোনো কোনো কমবয়সীর মনে তৈরি হচ্ছে না। বিবেচনাবোধ, সুরুচি আর নান্দনিক অনুভূতি বহু মানুষের মনে না থাকলে সমাজ সুন্দর আর নিরাপদ থাকবে না। মনের উন্নয়ন ঘটে এমন পরিবেশ তৈরির জন্য আমাদের আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে সমাজের আরও ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আগেই।

ড. নাদির জুনাইদ: অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গল্পটা সিনেমার নয়, রেমিট্যান্স যোদ্ধার

আব্দুল্লাহ আল আমীন

সাধারণ একজন মানুষের কাজের খোঁজে মধ্যপ্রাচ্যে যাত্রা, পুনরায় দেশে ফেরা, আবার মধ্যপ্রাচ্যে যাত্রা, দালালের সহযোগিতায় ২টি দেশ পেরিয়ে ইউক্রেনে পৌঁছানো, সেখানে যুদ্ধ লাগা, যেকোনো সময় মৃত্যুর আতঙ্কে ২২ দিন কাটানো, অতঃপর ইউক্রেন থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সে পৌঁছানো।

গল্পের প্লটটা কোনো সিনেমার নয়। বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জের সন্তান উজ্জ্বল আলি মিঁয়ার, একজন রেমিট্যান্স যোদ্ধার জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তবতা।

গত ১৬ মার্চ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনের জুরাভিসের একটি ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি। এর আগে প্রায় ৬ মাস তাকে থাকতে হয়েছে এই ক্যাম্পে। পোল্যান্ডে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগের কারণে জুরাভিসের ক্যাম্প থেকে তিনিসহ ৪ বাংলাদেশি মুক্তি পান।

ক্যাম্প থেকে বেড়িয়ে পোল্যান্ড হয়ে ১৮ মার্চ রাতে ফ্রান্সে পৌঁছেছেন উজ্জ্বল। সেই যাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে দ্য ডেইলি স্টারকে তিনি বলেন “জুরাভিসের ক্যাম্প থেকে আমাদের ছেড়ে দেওয়ার পর কোনো পরিবহণ পাইনি। চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ। প্রায় ২০ থেকে ২৫ মাইল পথ পায়ে হেঁটে একটি ছোট শহরে পৌঁছাই। শহরটির নাম মনে নেই। বরফের মধ্যে এত দীর্ঘ পথ হেঁটে পায়ের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। নখও উঠে গেছে”

“ওই শহরে ট্যাক্সি পাই। আল্লাহ যেন ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিলেন। পোল্যান্ড সীমান্তে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সিচালক রাজি হন। ২ ঘণ্টা পর পৌঁছাই ইউক্রেন-পোল্যান্ড সীমান্তে। ওই সীমান্তটি ছিল বেলারুশের কাছাকাছি। আমরা সীমান্ত পার হতে চাইলে পোল্যান্ড ইমিগ্রেশন আমাদের জানায়, ওই সীমান্ত দিয়ে আমরা ঢুকতে পারব না। এ কারণে সেখান থেকে বের হয়ে অন্য কোনো সীমান্তে যাওয়ার জন্য রওনা দেই”

বেঁচে থাকার তাগাদা যে কী হতে পারে তা প্রতি মুহূর্তে যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন উজ্জ্বল। জীবিকার তাগিদে ভিনদেশে এসে আহত পা আর শ্রান্ত শরীর নিয়ে তার এই যাত্রা কেবলই যেন বেঁচে থাকার।

ইমিগ্রেশন থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলে উজ্জ্বল যখন অন্য কোনো সীমান্তে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন, তখন তার সামনে পরে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী।

উজ্জ্বল বলেন “গাড়ি থেকে একজন সিনিয়র অফিসার নেমে আসেন। তিনি আমার কাছে যানতে চান, সীমান্ত পার না হয়ে ফিরে এলাম কেন। তখন তাকে ইমিগ্রেশনে কী হয়েছে সেটা বলি”

“ওই অফিসার অনেক সহযোগিতা করেছেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পোল্যান্ড ইমিগ্রেশনে যান এবং সব কাগজপত্র দেখিয়ে আমাদের পার করে দিতে বলেন। তখন ইমিগ্রেশন থেকে আমাদের সব কাগজ দেখে এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে পোল্যান্ডে ঢুকতে দেয়”

“সীমান্তে আমরা পৌঁছাই সন্ধ্যার দিকে। শেষ পর্যন্ত রাত ১টা বা দেড়টার দিকে পোল্যান্ডে ঢুকতে পারি”, যোগ করেন তিনি।

পোল্যান্ডে ঢোকার পর উজ্জ্বলের প্রাণ যেন আসলো ধরে। এখন অনেকটাই নিরাপদ তিনি। হঠাৎ কোনো গুলি বা বোমার আঘাতে মরতে হবে- এমন ভয় নেই। ওই রাত তার কাটে পোল্যান্ড সীমান্তবর্তী একটি আশ্রয়কেন্দ্রে।

পরদিন সকালে বাসে ও ট্রেনে তিনি পৌঁছান দেশটির রাজধানী ওয়ারশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে। সেখানে তার খাবারসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। এরপর তার ইচ্ছে অনুযায়ী ফ্রান্সে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন দূতাবাস কর্মকর্তারা।

ফ্রান্স থেকে হোয়াটসঅ্যাপে দ্য ডেইলি স্টারকে তিনি জানান, জীবিকার তাগিদে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানে তার কেটেছে ৮ বছর। এরপর দেশে ফিরে আসেন। দেশে কিছুদিন থেকে আবার যান মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে। আমিরাতের দুবাই শহরে কোটি টাকা উড়তে থাকলেও সেখানে সুবিধা করতে পারেননি তিনি। তবে, পরিচয় হয় এক দালালের সঙ্গে।

“ওই দালালের সঙ্গে সাড়ে ৭ লাখ টাকার চুক্তি হয় ইউক্রেন পৌঁছে দেওয়ার জন্য। দেশে যোগাযোগ করে পরিবারের কাছ থেকে টাকা নেই। দুবাই থেকে তারা প্রথমে আমাকে নিয়ে যায় উজবেকিস্তান। এরপর সেখান থেকে নিয়ে যায় কিরঘিস্তান। কিরঘিস্তান থেকে আমাকে স্টুডেন্ট ভিসায় ইউক্রেন পাঠানো হয়”

“আমার সঙ্গে আর ৪ জন বাংলাদেশি ছিলেন। যে সাড়ে ৭ লাখ টাকা দিয়েছিলাম, সেখান থেকে আমাদের প্রত্যেককে ২ হাজার ডলার দেওয়া হয়। ইউক্রেনে পৌঁছানোর পর আমাদের সঙ্গে ডলার এবং স্টুডেন্ট ভিসা থাকায় তেমন কোনো সমস্যা ছাড়াই ঢুকতে পারি”

উজ্জ্বল বলেন, “ইউক্রেনে পৌঁছানোর পর একজন পাকিস্তানি আমাদের নিতে আসেন। তিনি আমাদের নিয়ে যান একটি হোস্টেলে। সেখানে গিয়ে আমাদের কাছে থাকা-খাওয়া বাবদ তিনি ১০ হাজার ডলার দাবি করেন। অগত্যা তাকে সেই টাকা দিতে হয়”

সুখের খোঁজে দেশ থেকে দেশান্তরি হতে থাকলেও সুখের নাগাল পাওয়া উজ্জ্বলের জন্য যেন কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে। দুবাইয়ে কাজ না পেয়ে সাত সাগর তের নদী পেরিয়ে ইউক্রেনে এসেও কাজের সুযোগ পান না তিনি।

উজ্জ্বল বলেন “ইউক্রেনে যে কাজ নেই, এত কঠিন অবস্থায় পড়তে হবে তা কল্পনাও করিনি”

এভাবেই চলে যায় ৩ মাস। দেশে পরিবারের কাছে টাকা পাঠানো তো দূরে থাক উল্টো দেশ থেকেই টাকা নিয়ে কোনো রকমে কাটতে থাকে তার দিনগুলো।

অবশেষে তিনি পরিকল্পনা করেন ইউরোপে যাওয়ার। ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ নয়। তবে এর সীমানা পেরোতে পারলেই ইউরোপ। তিনি ইউক্রেন-রোমানিয়া সীমান্তে যান এবং সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন।

“আমাদের দেখে সন্দেহ করে ইউক্রেনীয় বর্ডার গার্ড। আবার স্বপ্নভঙ্গ”, যোগ করেন তিনি।

সীমান্তের কাছাকাছি গিয়ে ধরা পরেন ইউক্রেনীয় বর্ডার গার্ডের হাতে। এরপর থেকেই অন্যদের সঙ্গে তার ঠাঁই হয় জুরাভিসের ডিটেনশন ক্যাম্পে।

সিনেমার গল্পে সাধারণত শেষটা হয় মধুর। অনেকটা তেমনি হয়েছে উজ্জ্বলের। ইউরোপে ঢুকতে গিয়ে আটক হওয়া উজ্জ্বল এখন ইউরোপে।

তিনি বলেন “আশা-হতাশা, ভয়-আতঙ্ক নিয়েই প্যারিসে এসে নামি। কিছুই চিনি না, জানি না। পরিচিত কেউ নেই, পকেটে নেই ইউরো। পেটে তীব্র ক্ষুধা”

রাতের প্যারিসে ট্রেন স্টেশন থেকে বেরিয়ে তিনি বাংলাদেশি কাউকে পাওয়া যায় কিনা সেই খোঁজ করতে থাকেন। ঘণ্টাখানেক পর পেয়ে যান কয়েকজন বাংলাদেশিকে।

“সারাদিনে কিছু খাইনি শুনে একজন ১০ ইউরো দিয়ে বললেন, খেয়ে আসেন। খাওয়ার পরের চিন্তা, রাতে থাকব কোথায়? একজন বাংলাদেশি সঙ্গে করে তাদের থাকার জায়গায় নিয়ে গেলেন। রাতটা কাটলো। এখন চিন্তা আগামী দিনগুলোর। আশা করছি কাজ পেয়ে যাব। দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে”, একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেলেন উজ্জ্বল।

প্রায় ৩ ট্রিলিয়ন ডলার জিডিপির দেশ ফ্রান্সে তার জীবনটা হয়তো বদলে যাবে। হয়তো সিনেমার মতোই বাকিটা জীবন তিনি কাটিয়ে দিতে পারবেন আনন্দে। আবার এমনও তো হতে পারে, সিনেমা এখানেই শেষ নয়।- দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন

বিভুরঞ্জন সরকার

৯২ বছর বয়সে ১৯ মার্চ সকালে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চিরবিদায় নিয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। তিনি যে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন এবং মাসাধিককাল ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সে খবরও আমরা অনেকেই জানি না। ২০০১ সালের পর থেকেই আমরা তার খোঁজখবর রাখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। অথচ গত শতকের নব্বইয়ের দশকে স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের পর হঠাৎ করেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নাম লাইমলাইটে চলে এসেছিল। এরশাদ পতনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া তিন জোটের নেতাদের অনুরোধে রাজনীতিবিমুখ সাহাবুদ্দীন আহমদকেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের গুরুভার বইতে হয়েছিল। ১৯৯১ সালের নির্বাচন অনেকটাই বিতর্কমুক্ত হয়েছিল। নির্বাচনের পর বিজয়ী দল বিএনপি সরকার পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য সংবিধান সংশোধনে গড়িমসি করতে থাকলে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে ফিরে আসার ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন।

তারপর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ২১ বছর পর সরকার গঠন করার পর তাকে আবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল। না, তিনি চেষ্টা-তদ্বির করে ওই পদ নেননি। তাকেই শেখ হাসিনাসহ অন্য বিশিষ্টজনেরা অনুরোধ করেই ওই পদ গ্রহণে রাজি করিয়েছিলেন। দলনিরপেক্ষ একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ হিসেবে তিনি অনেকেরই পছন্দের তালিকায় ছিলেন।

তবে তার মেয়াদের শেষ দিকে এসে আওয়ামী লীগের পছন্দের তালিকায় তিনি আর ছিলেন না। আওয়ামী লীগের অভিযোগ, লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতকে জিতিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের যোগসাজশে বিশেষ মেকানিজম করেছিলেন। আওয়ামী লীগের পছন্দের মানুষ কেন, কী কারণে বিগড়ে গিয়েছিলেন (আসলে কী হয়েছিল) তার বিশ্বাসযোগ্য কোনো বয়ান আর হয়তো পাওয়া যাবে না। কারণ তিনি নিজে এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে আছেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব শেষে তিনি কার্যত একেবারে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান। যে বিএনপিকে ক্ষমতায় বসতে তিনি কলকাঠি নেড়েছেন বলে অভিযোগ, সেই বিএনপিও কিন্তু তার পাশে দাঁড়ায়নি। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির একটি রহস্যময় অধ্যায় উন্মোচনের জন্য বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের মুখ খোলা খুবই জরুরি ছিল। আমাদের দেশের রাজনীতির সত্যিকার ইতিহাসের অনেক কিছু কালো হয়ে আছে, সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষজনেরা তাতে প্রয়োজনীয় আলো না ফেলার জন্য। মৃত্যুর আগপর্যন্ত বিচারপতি সাহাবুদ্দীন অনেকটাই স্বেচ্ছাবন্দি জীবন কাটিয়েছেন। এই পরিণত মানুষটি যদি কিছু স্মৃতিকথা লিখে যেতেন কিংবা ঘনিষ্ঠ কাউকে বলে যেতেন তাহলেও হয়তো জাতির উপকারই হতো।

এই ব্যতিক্রমী চরিত্রের মানুষটির সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের শেষদিক অথবা ১৯৯৭ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ১৯৯৬ সালের ৯ অক্টোবর। তখন তিনি অতি সম্মানিত ব্যক্তি। তার জনপ্রিয়তা যেকোনো রাজনৈতিক নেতার তুলনায় অনেক বেশি।

আমি সাপ্তাহিক চলতিপত্রে তাকে নিয়ে একটি মন্তব্য প্রতিবেদন লিখলাম। বেশিটাই প্রশংসা, আবার একটু সমালোচনার ছিটেও ছিল। একদিন চলতিপত্রের ল্যান্ডফোন

বেজে উঠল। মোবাইল সাহেব তখনও দেশে তসরিফ আনেননি। আমিই ফোন তুললাম। ওপাশ থেকে একটি গম্ভীর কণ্ঠ, বিভু সাহেব বলছেন?

জ্বি, বলছি।

আমি বঙ্গভবন থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব বলছি।

আমার কণ্ঠ রুদ্ধ। খাইছে আমারে। এইবার বুঝি আমার লেখার শখ মিটে যাবে। সাহাবুদ্দীন সাহেবের মতো মানুষকে নিয়ে আমি ঠাট্টামশকরা করেছি। নিশ্চয়ই সে জন্য বড় কাফফারা দিতে হবে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ওপাশ থেকে প্রায় ধমকের স্বরে কণ্ঠ ভেসে এলো, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন।

আমি মিনমিনে গলায় বলি, জ্বি শুনছি, বলুন।

আগামীকাল সকাল এগারোটায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপনাকে চায়ের দাওয়াত দিয়েছেন। আশা করি আপনার সময়ের সমস্যা হবে না।

কী বলে যে ফোন রেখেছিলাম সেটা আর মনে নেই। তবে ভয়ে যে আমার বুক শুকিয়ে কাঠ হয়েছিল সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। এটা যে আমার জন্য কত বড় সম্মানের ব্যাপার ছিল সেটা আমার মাথায় না এসে মাথায় ঘুরছে, নিশ্চয়ই ডেকে নিয়ে লেখার জন্য বকুনিপ্যাদানি দেবেন!

তাড়াতাড়ি ফোন করলাম এক শ্রদ্ধেয় বড় ভাইকে, যিনি সাংবাদিকতার আমার শিক্ষাগুরুর মতো। সব শুনে তিনি বললেন, আরে এত ঘাবড়ানোর কী আছে? রাষ্ট্রপতি তোমাকে চায়ের দাওয়াত দিয়েছেন, এটা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। অনেকে তো চেষ্টা করেও তার সাক্ষাৎকার পাচ্ছেন না। আমি লেখার প্রসঙ্গ তুললে তিনি বললেন, আরে বোকা, ছোটপাত্র গরম হয় তাড়াতাড়ি। সাহাবুদ্দীন সাহেব অনেক বড়পাত্র।

পরদিন যথাসময়ে একটি রিকশা নিয়ে বঙ্গভবনের কোণায় গিয়ে নামলাম। সঙ্গে নিলাম এক তোড়া গোলাপ। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে তার কক্ষে ঢুকে করমর্দনের আগে হাতে দিলাম ফুলের তোড়া।

কি সুন্দর নিষ্পাপ শিশুর মতো একটি হাসি দিয়ে বললেন, আবার পয়সা খরচ করছেন ক্যান।

বঙ্গভবনের অফিসিয়াল নিয়ম অনুযায়ী আমাদের ছবি তোলা হলো। তারপর কক্ষে শুধু তিনি আর আমি। আমার জন্য সময় বরাদ্দ ছিল ২৫ মিনিট, প্রেস সচিব সেটা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

টোস্ট বিস্কুট এবং লাল চা দিয়ে আপ্যায়ন হলো। তারপর এ কথা, সে কথা দিয়ে শুরু। সাংবাদিকতা, রাজনীতি, সমাজ, বিচারব্যবস্থা, আইন এবং আইনের ফাঁকফোকর কত প্রসঙ্গ যে আলোচনায় এলো! এমনকি শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, এরশাদ প্রসঙ্গও বাদ গেল না। কয়েকজন সম্পাদক সম্পর্কেও তিনি আমার মতামত জানতে চাইলেন।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। নির্ধারিত সময় অনেক আগেই শেষ। তার মধ্যাহ্নভোজের সময় হয়েছে। সামরিক সচিব একবার উঁকি দিলে তিনি ইশারায় চলে যেতে বললেন। তাকে নিয়ে আমার লেখার প্রসঙ্গ একবারও তুললেন না। তবে শেষ দিকে বললেন, আপনি ভালো লেখেন। সহজ সরল লেখা আপনার। আমি পড়ি। আমার ভালো লাগে। সচিবকে বলেছি, আপনার লেখার কাটিং নিয়মিত দিতে।

বিদায় দেওয়ার আগে বললেন, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। আসবেন মাঝেমাঝে। আমার জীবন শৃঙ্খলিত। শুধু একটি অনুরোধ, আপনার সঙ্গে আমার যেসব কথা হবে তা কোথাও লিখবেন না। এগুলো *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদঃ তিনি কেন গুরুত্বপূর্ণ

আরিফ খান

সাহাবুদ্দীন আহমদ এক দীর্ঘ এবং কার্যকর জীবন অতিবাহিত করেছেন। তার মতো খুব কম মানুষের এমন দীর্ঘ কর্মজীবন লাভ সম্ভব হয়। তিনি বহুগুণে গুণান্বিত ছিলেন। ভবিষ্যতে তার পূর্ণাঙ্গ জীবনী যখন লেখা হবে তখন তার জীবনের সবদিক উন্মোচিত হবে আশা করি।

এই মুহূর্তে বলতে পারি, সবচেয়ে বড় যে ৩টি কারণে জাতীয় পর্যায়ে তাকে আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে সেগুলো হলো:

১. জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারে তার বড় ভূমিকা

২. গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারার পুনপ্রতিষ্ঠায় তার অবদান এবং

৩. সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পুনর্বহালের সংকটময় সময়ে তার প্রভাবশালী ভূমিকা

তিনি জীবনে অনেক কিছুতে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো লিখলে দীর্ঘ একটি তালিকা হয়ে যাবে। সাবেক সিএসপি অফিসার হিসেবে বিচার বিভাগে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত যে এভাবে পরবর্তীতে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিবে এবং ইতিহাসের নায়ক হিসেবে এর অংশ হয়ে যাবেন, তা তিনি হয়তো সেদিন কল্পনাও করেননি।

দীর্ঘ সময় তিনি ঢাকা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার পদে দায়িত্বপালন করেছেন। বিশেষ করে ১৯৭১ সালে তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। কিন্তু তার ব্যক্তিগত সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা এতটাই পরিষ্কার ছিল যে, ১৯৭২ সালে বিচারপতি পদে নিয়োগ পেতে কোনো বাধার মুখে পরতে হয়নি।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান আমলে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন এমন কয়েক জনকে বাংলাদেশ আমলে বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখতে দেওয়া হয়নি।

সেই হিসেবে তিনি ব্যতিক্রম। একাত্তরে তিনি বিচারপতি ছিলেন না, কিন্তু হাইকোর্টের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্বে বহাল ছিলেন।

১.

গণঅভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করেন সদ্য উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ পাওয়া সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে। এরশাদের সঙ্গে তার জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কাকতালীয় যোগসূত্র ছিল। ১৯৮২ সালে এরশাদের সামরিক শাসন জারির ২ মাসের মধ্যে তাকে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্টের চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছিল।

১৯৮৩ সালে শিক্ষার্থী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গঠিত কমিশনের প্রধান ছিলেন তিনি। এই তদন্ত রিপোর্টও এরশাদের পছন্দ হয়নি। আরেকটি বড় ঘটনা ছিল হাইকোর্ট বিভক্তিকরণ। এরশাদ ১৯৮২ সালে একটি হাইকোর্টকে ভেঙে ৬টি হাইকোর্ট দেশের ৬ জেলায় স্থাপন করেছিলেন। এর বিরুদ্ধে বিপুল আন্দোলন হয়েছিল। বিশেষ করে আইনজীবীদের সেই আন্দোলন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এক ঐতিহাসিক রায়ে এরশাদ কর্তৃক হাইকোর্ট বিভক্তিকরণের আইন অবৈধ ঘোষণা করা হয়। যে ৩ জন বিচারপতি এই রায় প্রদান করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাহাবুদ্দীন আহমদ।

এরশাদের শাসনের শেষের দিকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির পদ খালি হয়। আপিল বিভাগের সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি হিসেবে সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রধান বিচারপতি হওয়ার কাতারে। এর আগে কোনো দিন এ পদে নিয়োগ দিতে দেরি করা হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে এরশাদই প্রথম রাষ্ট্রপতি যিনি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

দিতে ১৪ দিন বিলম্ব করেছিলেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন যেন সাহাবুদ্দীনকে নিয়োগ দিতে না হয়।

২.

এ বছর বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে ৫০ বছর পূর্ণ করেছে। জাতীয় রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুতে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সবকিছুতেই বিভক্ত। এই বিভক্তির হৃদয়বিদারক পরিবেশে একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম সাহাবুদ্দীন আহমদ। স্বৈরাচার পতনের সেই অবিশ্বাস্য, অনিশ্চিত ও সংকটময় সময়ে জাতি এক বাক্যে মেনে নিয়েছিল তার নেতৃত্ব।

কীভাবে এটা সম্ভব হলো? আমরা অনেক সময় প্রতিষ্ঠান আগে না ব্যক্তি আগে এই ধাঁধায় গোলকে হারিয়ে যাই। এই তর্ক যেন ডিম আগে না মুরগি আগে সেই প্রবাদের মতো। কেননা বড় বড় ব্যক্তিদের হাতে মহৎ প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। আবার মহৎ প্রতিষ্ঠান থাকলে সেখানে বড় বড় ব্যক্তি তৈরি হয়। সাহাবুদ্দীন এই দুটির কোন ধারার সৃষ্টি ছিলেন?

আমি মনে করি তিনি ছিলেন এই ২ ধারার মিশ্র এক সৃজন। ব্যক্তিগত জীবনাচার ও নৈতিক বোধের দিক দিয়ে তার সারল্য, নির্লোভ জীবনযাপন ও অনমনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাকে অনন্যতা দিয়েছিল। এরসঙ্গে মিলে গিয়েছিল বিচারক হিসেবে তার কর্মজীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো। নির্যাতন ও নিপীড়নমুখর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তান যুগেও বিচার বিভাগের ও বিচারকদের সততা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতার একটি সুনাম ছিল। বহু শতাব্দী ব্যাপী এ রকম শত শত বিচারকের নির্লোভ দায়িত্বপালনের কারণে শত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিচার বিভাগের একটি আলাদা ঔজ্জ্বল্য তৈরি হয়েছিল এই ভূখণ্ডে।

বিচার বিভাগের এই ঔজ্জ্বল্যের গুণেই মনে হয় আমাদের জাতীয় যুগসন্ধিক্ষণে সারা জাতি যখন এমন একজনকে খুঁজছিল যার ওপর নিশ্চিতভাবে নির্ভর করা যায় তখন কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া সবার মনে এসেছে একজনের নাম। তিনি তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ।

এরচেয়ে বড় বিস্ময় আর কী হতে পারে! ছোট-বড়-মাঝারি প্রায় সবক্ষেত্রে যে রাজনীতি বিভক্ত, সেই রাজনৈতিক অঙ্গন কোনো ধরনের আপত্তি ছাড়াই এই একজন মানুষকে তাদের পছন্দের ও যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে মেনে নিয়েছিল। তিনি তখন পুরো জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন।

তার ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতার এই স্বীকৃতি তিনি পরপর ২ বার পেয়েছিলেন। ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালে। এটিও একটি রেকর্ড।

৩.

১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর এরশাদ সরকার সব সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করেন। নিয়ম করা হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিবকে সাংবাদিকদের লিখিত প্রতিবেদন দেখিয়ে ছাড়পত্র আনতে হবে। এর প্রতিবাদে সাংবাদিকরা ধর্মঘট আহ্বান করেন এবং তারা সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করে দেন।

সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই অসভ্য নির্দেশ বাতিল করেন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন। ৮ দিন বন্ধ থাকার পর সারা দেশে আবার সংবাদপত্র পুনঃপ্রকাশ শুরু হয়। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ: ব্র্যাক ও ফজলে হাসান আবেদ

গোলাম মোর্তোজা

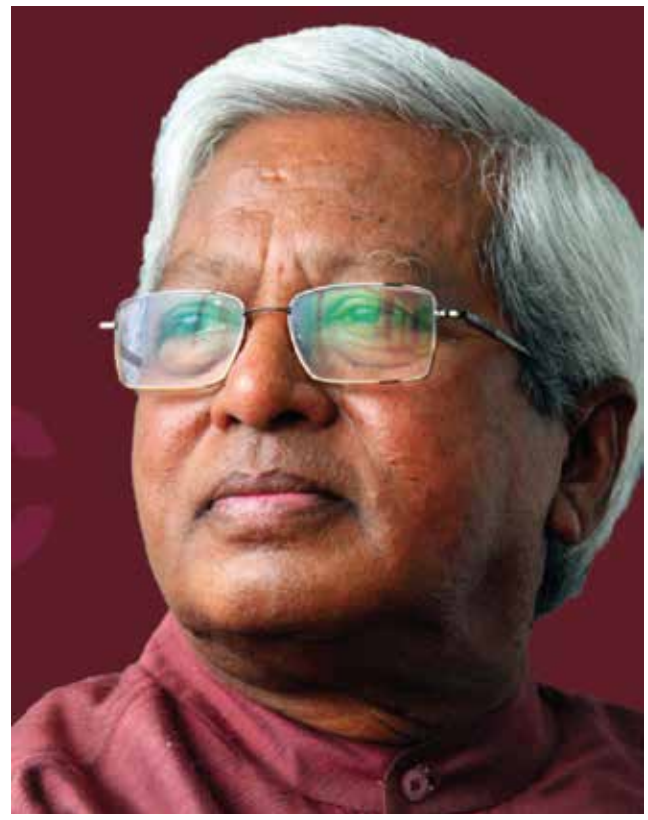

তিনি বা তার প্রতিষ্ঠান কী করেছেন বা অবদান কী?
এই প্রশ্নের উত্তর এত বিস্তৃত হবে যে, শেষ করা মুশকিল।
বরং প্রশ্নটি যদি এমন হয়, তিনি বা তার প্রতিষ্ঠান কী করেননি?
উত্তর হবে খুবই সংক্ষিপ্ত এবং এই সংক্ষিপ্ত উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য রীতিমত গবেষণার প্রয়োজন হতে পারে।
বলছি ব্র্যাক ও ফজলে হাসান আবেদের কথা। ফজলে হাসান আবেদের মৃত্যুর পর নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্যের সহায়তা নিলে উপরের প্রশ্ন দুটির উত্তর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে।
'আবেদ একজন মানুষ, যে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে গেছে। এমন কোনো মানুষ নাই, যার সঙ্গে আবেদ সংযোগ স্থাপন করেননি।' ব্র্যাক ও ফজলে হাসান আবেদ সম্পর্কে ড. ইউনূসের এই বক্তব্যই সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।
বাংলাদেশের জন্মের ৫০ বছর, ব্র্যাকেরও। ব্র্যাক এবং ফজলে হাসান একে অপরের পরিপূরক। ফজলে হাসান আবেদকে বাদ দিয়ে ব্র্যাক বা ব্র্যাককে বাদ দিয়ে ফজলে হাসান আবেদকে নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই।
ফজলে হাসান আবেদের জীবিতকালে ব্র্যাক নিয়ে যতটা আলোচনা হয়েছে, মৃত্যুর পর হয়েছে বহুগুণ বেশি। প্রচারে নয়, ফজলে হাসান আবেদ কাজে বিশ্বাসী ছিলেন। আচরণে নম্র, ভদ্র, বিনয়ী এবং মৃদুভাষী মানুষটির দৃঢ়তা ছিল লৌহদণ্ডের ন্যায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজে তার প্রমাণ রেখে গেছেন। ব্যক্তির অবর্তমানে তার গড়া প্রতিষ্ঠান কিভাবে চলবে, আদৌ চলবে কি না, টিকবে কি না, ঘুরে ফিরে এ প্রসঙ্গ বারবার সামনে আসে। এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ব্র্যাক।
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর এক অতুলনীয় ভিত্তি দিয়ে গেছেন নিজের গড়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে। তার অবর্তমানে তারই নীতি ও আদর্শিক পথে গতিশীল ব্র্যাক। অর্ধ শত বছর বয়সী প্রতিষ্ঠানটির কর্মযজ্ঞের যেন শেষ নেই। নিজের দেশ ছাড়াও আফগানিস্তান থেকে হাইতির গরীব মানুষ তার কর্মযজ্ঞের আওতায়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, ক্ষুদ্রঋণ থেকে ব্যাংকড়সর্বত্রই তার সাফল্য আর দৃঢ়তার ছাপ।
হাঁস-মুরগি, গবাদি পশুর মড়ক ঠেকাতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণহীন যন্ত্রের অবর্তমানে পাকা কলার ভেতরে ভ্যাকসিন নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া জামদানি বা নকশীকাঁথা শিল্পের নবজন্ম, বাংলাদেশের ব্র্যান্ড আড়ং, ওরস্যালাইন, যক্ষ্মা নিরাময়, টিকাদান আরও কত কত ক্ষেত্রে ব্র্যাকের পদচারণ।
উন্নয়ন বলতে তিনি বুঝতেন মূলত মানবসম্পদ উন্নয়ন। একজন গরীব মানুষকে টাকা বা ঋণ দিয়ে সহায়তা করলে, তা তার কাজে নাও লাগতে পারে। কিন্তু যদি টাকার সঙ্গে সেই মানুষকে একটু প্রশিক্ষণ বা কি করতে পারে, কিভাবে করতে পারে সেই দিক নির্দেশনা দেওয়া যায়, তার প্রভূত উপকার হতে পারে। মানুষকে পুনর্বাসন বা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে মানব উন্নয়নকেও সমান বা অধিক গুরুত্ব দিয়েছে ব্র্যাক।
যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে নারী ও গরিব মানুষ।
একটি লেখায় ব্র্যাক ও ফজলে হাসান আবেদের কর্মের সামান্য ছিটেফোঁটার বিবরণ হয়ত তুলে ধারা যায়, পূর্ণাঙ্গ নয়। বই লেখার সুবাদে টানা কয়েক বছর ফজলে হাসান আবেদের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। কিংবদন্তীর সঙ্গে দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে ঘোরা-গল্প-আড্ডা-আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। ব্র্যাককে দেখা-জানার সুযোগ হয়েছিল খুব কাছে থেকে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আজকের এই লেখায় তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত ব্র্যাকের টিকাদান কর্মসূচির দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।
একদিন উত্তরবঙ্গে যাওয়ার পথে গাড়িতে ফজলে হাসান আবেদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, ব্র্যাকের জন্ম কবে, কীভাবে?
স্বভাবসুলভ মৃদু হেসে যা বললেন তা অনেকটা এমন, ব্র্যাক তৈরি করে কাজ শুরু করিনি। কাজ শুরু করে ব্র্যাক তৈরি করেছি। ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি লন্ডন থেকে দেশে ফিরে এলাম। ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত দেশ। মানুষের কাজ নেই, খাদ্য নেই। এত ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীন দেশের মানুষের এমন অবস্থা সহ্য করা যায় না। পাকিস্তানিরা পরাজিত হয়েছে, তবে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। এরমধ্যে জানলাম, সিলেটের হিন্দু অধ্যুষিত শাল্লা অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। শাল্লায় গেলাম। মনে হলো, শহরাঞ্চলে হয়ত অনেকে কাজ করবে। এমন প্রত্যন্ত গ্রামে কেউ আসতে চাইবে না। সিদ্ধান্ত নিলাম শাল্লার মানুষকে বাঁচাতে হবে। তাদের পুনর্বাসনের কাজ শুরু করে মনে হলো, একটি প্রতিষ্ঠান দরকার। লন্ডনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ শুরু করছিলাম 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' ও 'হেল্প বাংলাদেশ'র মাধ্যমে। স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের পুনর্বাসনের জন্যে গঠন করা প্রতিষ্ঠানের নাম দিলাম 'বাংলাদেশ রিহ্যাবিলেটেশন অ্যাসিস্ট্যান্স কমিটি' সংক্ষেপে 'ব্র্যাক'। ব্র্যাকের জন্ম হলো ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।
মুক্তিযুদ্ধের ফসল ব্র্যাক, বাংলাদেশের সমান বয়সী।
ব্র্যাকের কার্যক্রমে মানুষকে শুধু অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন বা স্বাবলম্বী করাই গুরুত্ব পায়নি, গুরুত্ব পেয়েছে মানুষের জীবন বাঁচানো বা শিশুমৃত্যু কমানোর মতো বিষয়গুলো। গরীব মানুষের জীবন বাঁচাতে হবে, টিকা দিতে হবে, শিশু মৃত্যু কমাতে হবে, জন্মহার কমাতে হবে, ফজলে হাসানের সঙ্গে আলোচনায় বারবার এসব প্রসঙ্গ এসেছে।
১৯৭৯ সাল ছিল আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। সেবছর ব্র্যাকই বাংলাদেশে প্রথম সন্তানসম্ভবা মা ও শিশুদের টিকা দেওয়ার বিষয়টি সামনে আনে। ফজলে হাসান আবেদ বলছিলেন, সেই সময় এক বছর বয়সী যত শিশুর মৃত্যু হতো, তার ৭ শতাংশ মারা যেত টিটেনাসে আক্রান্ত হয়ে। এই ৭ শতাংশ শিশুকে বাঁচানো যায়, যদি সন্তানসম্ভবা মায়েদের টিটেনাস টক্সয়েড ইনজেকশন দেওয়া যায়।
যিনি জমিদার পরিবারের সন্তান, দেশের প্রথম নেভাল আর্কিটেক্ট হওয়ার রোমান্টিসিজম নিয়ে লন্ডন গেলেন, ৪ বছরের কোর্স ২ বছর পর বাদ দিয়ে কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিংয়ে ৪ বছরের প্রফেশনাল কোর্স শেষ করলেন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডায় বহুজাতিক কোম্পানিতে উচ্চ বেতনে চাকরি করলেনড় এমন একজন মানুষ একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করলেন। সেই প্রতিষ্ঠানের কাজের বড় অংশ জুড়ে গরীব মানুষ, শিশু মৃত্যু, মা ও শিশুদের টিকা দেওয়া বা জন্মহার কমানোর মতো বিষয় গুরুত্ব পেল। এই যে গরীব মানুষকে নিয়ে ভাবনা, যা তিনি পেয়েছিলেন মায়ের থেকে। মা তার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন, সেই কথা বারবার বলেছেন।
যেকোনো কাজ করার শুরুতেই ফজলে হাসান আবেদ তথ্য সংগ্রহের দিকে মনোযোগ দিতেন। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহে তিনি নিজে উদ্যোগ নিতেন। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একটি অনুষ্ঠানে তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, শিশুদের জন্য আমরা কি করতে পারি।
ফজলে হাসান আবেদ বলেছিলেন, আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার অনেক বেশি। যে দেশে শিশুমৃত্যুর হার বেশি, সেই দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি। দেখা গেছে একটি দেশে শিশুমৃত্যুর হার কমার কয়েক বছরের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করে। শিশুমৃত্যুর উচ্চহার ও জনসংখ্যার বিস্ফোরণ আমাদের উন্নয়ন-অগ্রগতির পথে বাধা।
সেখানে আলোচনা হয়েছিল মায়েদের টিটেনাস ইনজেকশন দেওয়ার বিষয়টি। যা পছন্দ করেছিলেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। টিটেনাস ইনজেকশনের বিষয়টি ফজলে হাসান আবেদ জেনেছিলেন আইসিডিডিআর,বিতে কর্মরত তার বন্ধু ড. লিঙ্কন চেনের কাছ থেকে। আরও জেনেছিলেন, শুধু টিটেনাস নয়, আরও কিছু টিকা দিলে বহু শিশুর মৃত্যু ঠেকানো যাবে। টিকা যোগার করা, টিকাদানকারীদের প্রশিক্ষণ কোনো কিছুই বড় সমস্যা হবে না। কিন্তু বড় একটি সমস্যা সামনে এলো। টিকা দেওয়া শুরু করা গেল না। টিকা সংরক্ষণে তাপমাত্রা বাধ্যবাধকতায় রেফ্রিজারেটর অপরিহার্য। রেফ্রিজারেটরের জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্য, যা দেশের সব থানায় নেই। সব থানা এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধার জন্য কমপক্ষে ৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে। থেমে গেল টিকাদান কর্মসূচি। থেমে গেল না ব্র্যাক, থেমে গেলেন না ফজলে হাসান আবেদ। ঝাঁপিয়ে পড়লেন ডায়রিয়া প্রতিরোধে। লবণ গুড়ের খাবার স্যালাইন নিয়ে যেতে শুরু করলেন বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের প্রতিটি ঘরে। শুধু বাংলাদেশ নয়, তিনি ওরস্যালাইন নিয়ে পৌঁছে গেলেন ইন্দোনেশিয়া *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

অতলান্ত গভীর আলোর প্রাণপুরুষ

চন্দ্রশেখর সাহা

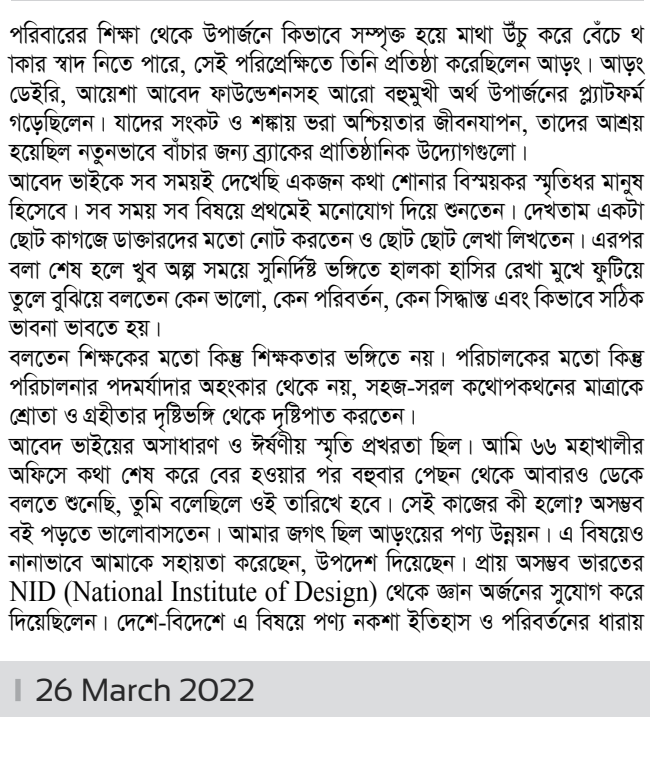

সময় নদীর মতো। আমি বলি, সময় সময়ের মতো। ধরতে পারলে থেকে যায়। বিফল হলে বিস্মৃতির ব্ল্যাকহোলই শেষ নিয়তি। আবেদ ভাই এসেছিলেন থাকার জন্য নয়, যা প্রকৃতির চিরন্তনে নির্দিষ্ট। কিন্তু তিনি শাল্লা থেকে ঢাকা হয়ে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে গেছেন যতিচিহ্নহীন। বিস্ময় রয়ে গেলেন সবার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে। দেওয়া-নেওয়া আর নেওয়া না দেওয়া। শুধুই দেওয়ার উৎসবে সারা জীবন উৎসর্গ করা মানুষের সংখ্যামাত্র। ব্যতিক্রমী কয়েকজন। তাঁর মধ্যে অন্যতম আমাদের সবার আবেদ ভাই।
আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপনের সময়ে তাঁর সুবিশাল কর্মকাণ্ড সবাইকে বিস্মিত করে! সম্ভাবনা ও আত্মবিশ্বাসের শক্তি এবং অবহেলিত নারীসমাজের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার যে আকাঙ্ক্ষা, তার সবই তিনি সুন্দরভাবে পরিকল্পিত সত্যের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পেরেছেন। তিনি কোনো স্মৃতিস্তম্ভ অথবা স্মৃতিসৌধে অনুগত ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে লালিত স্বপ্ন। প্রয়োজন সময়মতো সঠিক পথে সহায়তা দিয়ে আলোর স্পর্শের মধ্যে সম্পৃক্ত করতে পারা।
আবেদ ভাই দূরদর্শী মনোভাবকে সঠিক সময়ে সঠিক সহযোদ্ধা ও সঠিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদেরও অগ্রসর হতে সহায়তা করেছিলেন। পরম নির্ভরতায় তাঁর সব সময়ের স্বপ্নের সঙ্গে 'এক এবং অদ্বিতীয়' আমার প্রতিষ্ঠান যতিচিহ্নের বিভ্রম হয়ে থাকবে, এর কোনো মিল নেই। একজন সমাজের প্রয়োজনে পথ তৈরি করেন, আবার ঝড় ও বিপদেও সহায় থাকেন আশ্রয় হয়ে। আমাদের আবেদ ভাই সেই দর্শনের প্রাণপুরুষ। ব্যক্তিজীবনে তিনি সব দায়িত্বে আন্তরিক থেকেও হাজার মানুষের ব্যক্তিজীবনের নির্ভরতার পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সমস্ত জীবন দিয়ে পদযাত্রায় আলোকিত পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন অর্থনৈতিক মুক্তি ও শিক্ষার প্রসারে অবহেলিত মানবসম্পদকে। নারীদের অধিকার ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতায় তাঁর অবদান বাংলাদেশ সব সময়ই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে রাখবে।
হস্তজাত কারুশিল্প পণ্যের শিল্পী, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরম্পরাকে যে রক্ষা করে দেশজ নিজস্বতার ঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করতে হবে, সে বিষয়টি তাঁর চিন্তা-চেতনার মধ্যে এসেছিল ১৯৭৯ সালের আগে থেকেই। মেয়েরা ঘরে বসে তার পরিবারের শিক্ষা থেকে উপার্জনে কিভাবে সম্পৃক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার স্বাদ নিতে পারে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আড়ং। আড়ং ডেইরি, আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনসহ আরো বহুমুখী অর্থ উপার্জনের প্ল্যাটফর্ম গড়েছিলেন। যাদের সংকট ও শঙ্কায় ভরা অশিয়তার জীবনযাপন, তাদের আশ্রয় হয়েছিল নতুনভাবে বাঁচার জন্য ব্র্যাকের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগগুলো।
আবেদ ভাইকে সব সময়ই দেখেছি একজন কথা শোনার বিস্ময়কর স্মৃতিধর মানুষ হিসেবে। সব সময় সব বিষয়ে প্রথমেই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। দেখতাম একটা ছোট কাগজে ডাক্তারদের মতো নোট করতেন ও ছোট ছোট লেখা লিখতেন। এরপর বলা শেষ হলে খুব অল্প সময়ে সুনির্দিষ্ট ভঙ্গিতে হালকা হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে তুলে বুঝিয়ে বলতেন কেন ভালো, কেন পরিবর্তন, কেন সিদ্ধান্ত এবং কিভাবে সঠিক ভাবনা ভাবতে হয়।
বলতেন শিক্ষকের মতো কিন্তু শিক্ষকতার ভঙ্গিতে নয়। পরিচালকের মতো কিন্তু পরিচালনার পদমর্যাদার অহংকার থেকে নয়, সহজ-সরল কথোপকথনের মাত্রাকে শ্রোতা ও গ্রহীতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দৃষ্টিপাত করতেন।
আবেদ ভাইয়ের অসাধারণ ও ঈর্ষণীয় স্মৃতি প্রখরতা ছিল। আমি ৬৬ মহাখালীর অফিসে কথা শেষ করে বের হওয়ার পর বহুবার পেছন থেকে আবারও ডেকে বলতে শুনেছি, তুমি বলেছিলে ওই তারিখে হবে। সেই কাজের কী হলো? অসম্ভব বই পড়তে ভালোবাসতেন। আমার জগৎ ছিল আড়ংয়ের পণ্য উন্নয়ন। এ বিষয়েও নানাভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন। প্রায় অসম্ভব ভারতের NID (National Institute of Design) থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। দেশে-বিদেশে এ বিষয়ে পণ্য নকশা ইতিহাস ও পরিবর্তনের ধারায় আধুনিকায়ন অধ্যয়ন করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যা বলে শেষ করা যাবে না। আজ বুঝতে পারছি আমার আমি হয়ে ওঠার পেছনের মূল স্থপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় আবেদ ভাই। আড়ংয়ের ভিত তৈরিতে কিভাবে আমার ভূমিকা আরো কার্যকর হবে এবং বাংলাদেশের লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডের নিজস্ব ধারাটি রচিত হতে হবে, তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে তিনি তা ৪০ বছর আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। ৩০০ কোটি টাকার স্বপ্নের কথা শুনিয়েছিলেন, যখন আড়ং মাত্র ৬০ কোটির দুয়ারে পৌঁছেছিল। সেদিন মিটিং থেকে বেরিয়ে সবাই নির্বাক হয়েছিলাম।
আমাদের সবার স্বপ্নের মধ্যে তিনি বাস করেন একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে চিরসবুজের সৌরভে। যেকোনো কাজে সব সময়ই তিনি সামনে এসে দাঁড়ান নিভৃতে, সেই সদা হাস্যময় সৌম্যকান্তি নিখুঁত ঋজু ব্যক্তিত্বে, যেখানে নির্ভরতার সীমাহীন আকাশ আর সম্ভাবনার অতলান্ত সমুদ্র এক দিগন্তরেখায় এসে মিশে গেছে। 'সম্ভব নয়' শব্দটি আবেদ ভাইয়ের অভিধানে ছিল না।
দেশ, জাতি, মানুষ তার অন্তর্নিহিত অশেষ প্রাণশক্তিসহই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নিজের মেধা ও মননের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর অনেক দুর্ভাবনার সঙ্গে তাঁর করুণাঘন আন্তরিক বোধের যোগসূত্র ছিল, যেটি নান্দনিক। প্রতিষ্ঠান এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সত্যের দর্শন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্রগুলো তিনি রচনা করে গিয়েছিলেন সময়ের অধ্যায় থেকে অধ্যান্তরে জাগতিক কর্মযজ্ঞের ভ্রমণের মধ্য দিয়ে।
ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডে প্রতিটি অণু-পরমাণুর কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি জড়িয়ে আছেন বরাভয় নিয়ে। বিশ্বাস, বোধ ও কর্মযজ্ঞের একাত্মতাড়সবই নিবিড়ভাবে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন কর্মের ভেতরে থেকে। আরোপিত সৌন্দর্যের বাইরে থেকে নয়, শৌখিনতার প্রলেপ থেকে মনকে ৩৮০ ডিগ্রি বিপরীতে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন শুধু দেশের জন্য কিছু একটা করতে হবে ভাবনা থেকে, যেখানে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হবে। জয়-পরাজয় কখনোই তাঁর মনকে স্পর্শ করতে দেখেনি। কর্মই ধর্ম, তবে সঠিক বিষয়টি প্রজ্ঞা ও মেধার সঙ্গে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা ও অনুধাবনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথটি আবিষ্কার করে নেওয়া এই মন্ত্রের সৃজন মানুষ এক এবং অদ্বিতীয় আমাদের সবার প্রিয় স্মৃতি আবেদ ভাই। চন্দ্রশেখর সাহা সাবেক আড়ংকর্মী, তাঁত গবেষক ও কারুশিল্পবিদ।
কালের কণ্ঠ'র সৌজন্যে

সবাইকে মহান স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা

নুরুল আজিম

রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর
নিউ ইয়র্ক

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

$২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

নিম্মি নাহার, (Nimme Nahar)

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

মহান স্বাধীনতা দিবস আজ। বাঙালি জাতির জন্যে ২৬ মার্চ এক বিশেষ দিন। এক গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের এ দিনে। এটি আমাদের ঐক্য ও সংহতির ইতিহাস ।

২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস

মুক্তিযুদ্ধে সকল শহিদদের প্রতি

বিনম্র শ্রদ্ধা

একেএম ফজলুল হক

বাংলাদেশ অচিরেই একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১১ পৃষ্ঠার পর

স্বীকৃতি এবং ২৭টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, '৭১-এর পরাজিত স্বাধীনতাবিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাতে থাকে। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শাহাদতবরণ করেন। খুনি মোশতাক-জিয়া ও তাদের উত্তরসূরিরা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে দেশে স্বৈরশাসন কায়েম করে। বিএনপি ২৫ মার্চে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের কুশীলব, মানবতাবিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধী এবং জাতির পিতার খুনিদের মহান সংসদে বসিয়ে এবং তাদের গাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলে দিয়ে বাঙালি জাতির গর্বিত ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে।'

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা দায়িত্ব নিয়েই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে গরিব ও প্রান্তিক মানুষদের জীবনমান পরিবর্তনের মিশনে নেমে পড়ি। দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি। দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত করি। আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তুহারা মানুষের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করি। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করি। মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটার প্রযুক্তিকে সহজলভ্য করি। ১৯৯৬ সালেই ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি সই করি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করি এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী চাকমা উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করি। ব্যক্তিমালিকানায় টেরিস্ট্রিয়াল ও স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল চালুর অনুমোদন দেই।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' বাতিল করে আমরা জাতির পিতার হত্যার বিচার কার্যক্রম শুরু করি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করি। ইতিহাস বিকৃতি রোধ করে সমাজ ও জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি। আমাদের সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকাল ছিল সকল পশ্চাৎপদতা, অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেঙে অন্ধকার থেকে আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে অভিযাত্রা।'

শেখ হাসিনা বলেন, ''বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত সবকটি জাতীয় নির্বাচনে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে সরকার পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে আমরা 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছি। শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় নিয়ে এসেছি। সমুদ্রের বিশাল জলরাশিতে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে সুনীল অর্থনীতির দ্বার উন্মুক্ত করেছি। ভারতের সঙ্গে স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটিয়েছি।''

তিনি বলেন, 'অতি শিগগিরই আমরা আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু উদ্বোধন করবো। তাছাড়া, মেট্রোরেল, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্ণফুলী টানেল, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো মেগা প্রজেক্টের কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছি। করোনা মহামারি মোকাবিলায় মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রাধান্য দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করেছি, অর্থনীতিকে সচল রাখতে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা দিয়েছি। দেশের সিংহভাগ মানুষকে করোনাভাইরাসের টিকা দিয়েছি। মহামারির পরিস্থিতিতেও আমরা ৬.৯৪ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। শুধু মুজিববর্ষেই আমরা এক লাখ ১৭ হাজার ৩২৯ জন ভূমিহীন ও গৃহহীনকে সেমিপাকা বাড়ি তৈরি করে দিয়েছি। আরও ৫৪ হাজার ৫৫১টি বাড়ি হস্তান্তরের জন্য নির্মাণাধীন। আমাদের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ২৫৯১ মার্কিন ডলার। আমরা ২০ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন করেছি এবং সে অনুযায়ী অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। আমরা 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' বাস্তবায়ন করছি।''

জাতির পিতা হত্যার বিচারের রায় এবং একাত্তরের মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকদের দায়ের করা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দলিল-এর ৪ খণ্ড, তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট (১৯৪৮-১৯৭১)-এর ১৪ খণ্ডের মধ্যে ১১ খণ্ডসহ তাঁর লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা এবং আমার দেখা নয়াচীন প্রকাশ করেছি। আমার বিশ্বাস এই বইগুলো পড়লে নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতার ইতিহাসে জাতির পিতার দৃপ্ত পদচারণা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করতে পারবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমরা সৌভাগ্যবান যে ২০২০-২০২১ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী অর্থাৎ মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যুগপৎভাবে বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করেছি। স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সব বাংলাদেশিকে ভেদাভেদ ভুলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে লালন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মমর্যাদাশীল 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাই।'' খবর বাসস

জীবনযাত্রার ব্যয়ের লাগাম কে ধরবে?

১১ পৃষ্ঠার পর

সেটা বাংলাদেশের বহু জায়গায় ফুল প্লেটের চেয়েও বেশি। কয়েকদিন আগেই কলকাতার অদূরে সীমান্তের এপারে খুলনার এক রেস্টুরেন্টে দেখলাম, একপিস মাংসের দাম দেড়শ টাকা। এই পিসটি কোনোভাবেই সেই হাফ প্লেট মাংসের চেয়ে বেশি নয়।

আমরা এভাবে ঘরবাড়ির ভাড়া, কাঁচাবাজার,মাছ-মাংস প্রায় সবকিছু কলকাতার তুলনায় বেশি দাম দিয়ে কিনি। এটা আমাদের সয়েই গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের এই সহ্য ক্ষমতায় বিধি তুষ্ট নয়। তাই সম্প্রতি শুরু হয়েছে সহ্য ক্ষমতাকে পরীক্ষা করার নতুন চেষ্টা। সব জিনিসের দাম বাড়ছে। সরকারের হস্তক্ষেপ কীভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে- সেটা আমি জানি না। বাংলাদেশে এই কাজটি করার কথা টিসিবির। নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল জরুরি ভিত্তিতে জোগান দিতে এই টিসিবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি।

সংস্থাটি বলছে, আশির দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতি বিকাশের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ভুমিকা সীমিত হয়ে আসে। পরবর্তীতে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সরকারি উদ্যোগের অপরিহার্যতা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার টিসিবিকে গতিশীল ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

তাহলে 'শক্তিশালী' এই টিসিবি এখন কী করছে? এখানে টিসিবির দুটো কাজ নিয়ে আলাপ করতে চাই। একটা হচ্ছে, ট্রাকে করে খোলা বাজারে পণ্য বিক্রি, আরেকটি হচ্ছে, ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য বেচাকেনা।

সংস্থাটি ট্রাক থেকে সয়াবিন তেল, চিনি, মশুর ডাল, পেঁয়াজ বিক্রি করে আসছে। রমজান উপলক্ষ্যে এখানে যুক্ত হয়েছে নতুন দুটি পণ্য। ছোলা ও খেজুর। শুক্র-শনি ও সরকারি ছুটির দিন ছাড়া অন্যদিনগুলোতে দেশজুড়ে সাড়ে চারশ ট্রাক পণ্য নিয়ে মাঠে থাকার কথা। এখানে বলে রাখি, দেশে থানার সংখ্যা এখন সাড়ে ছয়শ্র বেশি। তার মানে, প্রতি থানা এলাকায় প্রতিদিন একটা করে ট্রাকও থাকছে না।

যা-ই হোক, এসব ট্রাকে সয়াবিন, চিনি, মশুর ডাল ও পেঁয়াজ বিক্রি করা হয়। একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২লিটার সয়াবিন তেল, দুই কেজি চিনি, দুই কেজি মশুর ডাল, ৫ কেজি পেঁয়াজ নিতে পারবেন। এখানে সয়াবিন তেল লিটার ১১০ টাকা দরে, চিনি কেজি ৫৫ টাকা দরে, মশুর ডাল ৬৫ টাকা দরে এবং পেঁয়াজ ৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

একই সময়ে সাধারণ বাজারে সয়াবিন ১৭০টাকা, চিনি ৮০টাকা, মশুর ডাল ১০০ টাকা এবং পেঁয়াজ ৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তার মানে, একবারে কেউ এসব পণ্য সর্বোচ্চ হারে পেলে তার প্রায় ৩২০টাকা সাশ্রয় হবে। রমজান উপলক্ষ্যে এখানে যুক্ত হচ্ছে ছোলা ও ও খেজুর। তাহলে এই সাশ্রয়-মার্জিন আরো বাড়বে।

নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন বলছে, একটি গার্মেন্টসের সহকারী পদগুলোতে (যেমন সহকারী কাটারম্যান, সহকারী অপারেটর, সহকারী কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর ইত্যাদি) সব মিলিয়ে একজন ব্যক্তি মূল বেতন, চিকিৎসা, যাতায়াত খাদ্য ইত্যাদি সবকিছুসহ পাবেন ৮ হাজার টাকা। এখন কোনো ব্যক্তি যদি এসব পদে চাকরি না করে প্রতিদিন একবার করে টিসিবির পণ্য কেনে তাহলেই তার বেতনের চেয়ে বেশি টাকা সশ্রয় হয়ে যাবে। দুইবার পণ্য পেলে তো কোনো কথাই নেই।

অভিযোগ আছে, অনেক জায়গায় এখন এমন একদল মানুষ টিসিবির ট্রাককে ঘিরে রাখছে, যারা যতবার সম্ভব কিনতেই থাকে। সারাদিনই এই চেষ্টা চালিয়ে যায়। এই সুযোগ আমরা কেন রাখছি?

অভিযোগটি নিয়ে আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি। এ নিয়ে সময় টিভির অনলাইনে একটি খবরও প্রকাশিত হয়েছে, যার শিরোনাম, 'টিসিবির পণ্য বিক্রিতে অনিয়ম, একই ব্যক্তি কিনছে বার বার'।

বেকার ও গৃহিণীদেরকে আমরা এই লাইনে দেখছি। পত্রপত্রিকায় আমরা দেখছি মধ্যবিত্তরাও সেখানে যাচ্ছেন। অর্থনৈতিক হিসাব বলছে, যাদের দৈনিক মজুরি ৩২০ টাকার কম, তাদের জন্য সেখানে দাঁড়ানোই লাভজনক। বারবার পণ্য পেলে তো কথাই নেই।

এদের সাথে টিসিবির বিক্রয়কর্মীদের কি কোন যোগসাজশ আছে? কে দেবে এই প্রশ্নের জবাব?

গত ৮ মার্চের একটি ভিডিও সংবাদ প্রকাশ করেছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম। টিসিবি ভবনের সামনে টিসিবির ট্রাকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল সাধারণ মানুষ। একই জায়গায় আগের কোনো একদিন ট্রাক এলেও ওইদিন আসেনি। খোদ টিসিবি ভবনের সামনে কবে কবে ট্রাক দাঁড়াবে -তা সাধারণ মানুষকে জানানোর কোনো পদ্ধতি নেই? কেন থাকবে না? ওই খবর বলছে, টিসিবি অফিসে ফোন করে তথ্যটি সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরের প্রতিবেদক। কেন একজন প্রতিবেদককে ফোন করে টিসিবি অফিস থেকে জেনে তারপর মানুষকে জানাতে হবে? সব জায়গায় কি মানুষকে জানাতে এভাবে রিপোর্টার থাকবে?

আমার মনে আরো অনেক প্রশ্ন জাগে, প্রতিদিন যে কয়টি ট্রাক মাঠে থাকার কথা, ততটি কি থাকে? যে পরিমাণ মাল বিক্রি করার কথা, সে পরিমাণ মাল কি লাইনে দাঁড়ানো মানুষের কাছে বিক্রি করে? এসব বিষয়ে কোনো তথ্য আমি পাবলিকলি অ্যাভেইলেবল মাধ্যমে পাই না। তার মানেই এখানে দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে। এ কারণেই কি টিসিবির এই ট্রাক পদ্ধতিকে কর্মকর্তারা পছন্দ করছেন?

গত ৮ মার্চ যুগান্তর একটা রিপোর্ট করেছে, যার শিরোনাম ছিল, 'টিসিবির ট্রাক কোথায় আসবে জানে না কেউ'।

টিসিবির ট্রাকের জন্য অপেক্ষা, ট্রাক আসে নাই-এ রকম হেডলাইনের খবরের অভাব নেই। মনে করেন, কোনো এক জায়গার বরাদ্দ করা মালামাল ট্রাক পরিচালকরা একদিন অন্য কোথাও গোপনে বিক্রি করে দিলো। আপনি কী করবেন তখন? কিছু মাল যদি অন্য জায়গায় বিক্রি করে, সেটা ধরার উপায় কী?

এটা যে হচ্ছে, সেটা পত্রিকায় তাকালে দেখা যাবে। যেমন, দৈনিক আজকের পত্রিকায় গত ১৩ মার্চ একটি খবরের শিরোনাম ছিল, 'টিসিবির সয়াবিন তেল বেশি দামে বিক্রি দোকানে'।

ইংল্যান্ডের সাবেক প্রধান বিচারপতি লর্ড হিউয়ার্টের একটা কথা বিচার বিভাগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ঔঁংঃরপব সঁংঃ হড়ঃ ড়হষু নব ফড়হব, নঁঃ সঁংঃ ধষংড় নব ংববহ ঃড় নব ফড়হব। আপনি ন্যায় বিচার করছেন, সেটা বললেই হবে না, সেটা দেখাতেও হবে। আপনি দুর্নীতি করছেন না। সেটা বিশ্বাসের বিষয় না। সেটা দেখাও যেতে হবে। কাঠামোগতভাবে দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ থাকতে হবে।

এবার আসুন টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড প্রসঙ্গে। এটি অবশ্যই ট্রাকের চেয়ে অনেক ভালো ব্যবস্থা। এটিতে রেশন কার্ডের মতো একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু এটা নিয়েও অভিযোগের অন্ত নেই।

সময় টিভির অনলাইন সংস্করণে ২১ মার্চের একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, ঠাকুরগাঁওয়ে টিসিবির কার্ড বিতরণে অর্থ আদায়ের অভিযোগ। প্রথম আলোর ২৩ মার্চের প্রতিবেদনের শিরোনাম, বিনা মূল্যের কার্ডে টাকা আদায়। 'মেম্বরে কয় তুই কার্ড পাবু'ড়্শিরোনামে গাইবান্ধার একটি খবর বলছে, সহায়-সম্বলহীন এক দরিদ্র প্রতিবন্ধী পরিবার এই কার্ডের জন্য ছবি জমা দিয়েও কার্ড পায়নি, পেয়েছে চেয়ারম্যান ও মেম্বারের আত্মীয়-স্বজনরা।

আমার নানা, এক সময় ব্রিটিশ আর্মির বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন। একটা সময় তিনি রেশন পেতেন। তবে রেশনে পাওয়া গম তুলতে হতো দূরের এক জায়গা থেকে। আর বাকি জিনিসপত্র অন্য জায়গায় পাওয়া যেতো। দূরবর্তী স্থান বলে তিনি গম আনতে যেতেন না। সেই নানাও ৭২ সালের পরে কঠিন সময়ে গমও তুলতে যেতেন, সেই দূরের রেশন কেন্দ্রে। কেবল নিজের জন্য নয়, নিজের আশপাশের মানুষদের জন্যও।

এখন যদিও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি নেই, নেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সেই কঠিন অবস্থাও, তবে কোভিড আসার পর দরিদ্রতা বেড়েছে। এটা ভুললে চলবে না। বেড়েছে জীবনযাত্রার ব্যয়ও। এর মাঝে সাধারণ নিত্যভোগ্য পণ্যের দাম এভাবে বাড়লে মানুষ কোথায় যাবে?

বেসরকারি সংস্থা সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর মতে, ২০১৮ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ২১ দশমিক ৬০ শতাংশে নেমেছিল, সেটা কোভিড আসার পর ২০২০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে দিকে বেড়ে ৪২ শতাংশ হয়ে যায়। তাই যার আগে রেশনের দরকার হতো না, তারও দরকার হচ্ছে। কিন্তু রেশন তো কেউ চাইলেই পাবে না। আপাতত তাই আমরা ফ্যামিলি কার্ড নিয়েই কথা বলি।

সরকার এই কার্ড দিয়েছে এক কোটি পরিবারকে। তবে দরিদ্রদের যে হিসাব সানেম দিয়েছে, তাদের সবাইকে কভার করতে ১ কোটি ৪২ লাখ পরিবারকে এই কার্ড দেয়া উচিত। এটাও মনে রাখতে হবে, সানেমের দরিদ্রতার হিসাবটা বর্তমান বাজারের নাভিশ্বাস পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আগের।

তাই এই পরিস্থিতি সামলাতে এক কোটি পরিবারকে রেশন কার্ড দিলেও সব দরিদ্রের কাছে পৌঁছানো সম্ভব না। সেখানে বাস্তবে দেয়া হচ্ছে টিসিবি কার্ড। বাস্তবে কিছু মালামাল কম দামে বিক্রি হচ্ছে ট্রাকে। এই স্বল্প আয়োজনেও যদি দুর্নীতি হয়, দুর্নীতির সুযোগ থাকে, তাহলে কীভাবে হবে?

গত ১৫ই মার্চ ১৪ দলের বৈঠকে সরকারের কাছে যথেষ্ট খাদ্য মজুত আছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''আলহামদুলিল্লাহ, এখনও ১৮ লাখ (টন) খাদ্য মজুত আছে আমাদের। সেখানে কোনো অসুবিধা নেই।''

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দুর্ভিক্ষ কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বা মজুদের অভাবের কারণে সব সময় হয় না। বিলিবণ্টনে অব্যবস্থাপনার কারণেও হয়। এদিকে কি একটু নজর দেবেন? প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বন্ধের ব্যবস্থা কি করবেন?

আর মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে কি একটু ব্যবস্থা নেবেন? কলকাতা আর কত দূরের শহর, সেখানকার তুলনায় আমাদের জীবনযাত্রার ব্যয় কেন এত বেশি থাকবে? -সুলাইমান নিলয়, সাংবাদিক। জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে-র সৌজন্যে

সিংহের দেশে ইতিহাস গড়ল টিম টাইগার

১১ পৃষ্ঠার পর

পড়েন অপর ওপেনার কাইলি ভেরানে। তিন বল পরেই মেহেদি মিরাজের তালুবন্দি হয়ে ফিরেন এইডেন মার্করাম (০)। এরপর ভ্যান ডার ডুসেনকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়েন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। চতুর্থ উইকেটে তারা যোগ করেন ৮৫ রান। এই জুটিতেই ঘুরে দাঁড়ায় প্রোটিয়ারা। ৩১ রান করা প্রোটিয়া অধিনায়ককে মুশফিকের গ্লাভসবন্দি করে জুটি ভাঙেন শরীফুল।

৫৭ বলে ফিফটি পূরণ করা ভ্যান ডার ডুসেন আক্রমণাত্বক হয়ে ওঠেন। তার সঙ্গী ডেভিডক্ষকিলাৱ্র মিলারও হাত খুলে খেলছিলেন। ৬৪ বলে ৭০ রানের এই ঝড়ো জুটি ভাঙেন তাসকিন। ৯৮ বলে ৮৬ রান করে সেঞ্চুরির দ্বারপ্রান্তে থাকা ডুসেনের দেওয়া ক্যাচ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ারলেগে অসাধারণ দক্ষতায় তালুবন্দি করেন ইয়াসির। ১৯১ রানে প্রোটিয়াদের ইনিংস অর্ধেক শেষ হয়। তখনও বাংলাদেশের দুশ্চিন্তা বাড়িয়েই যাচ্ছিলেন মিলার। মাত্র ৩৮ বলে তুলে নেন ফিফটি। ৪০ ওভারে প্রোটিয়াদের স্কোর ছিল ৫ উইকেটে ১৯৯। শেষ ৬০ বলে চাই ১১৬ রান। এমন সময়ে ৪১তম ওভারে মিরাজের শিকার হন ফেলুকায়ো (২)। প্রোটিয়াদের একমাত্র ভরসা হয়ে থাকা ডেভিড মিলার আক্রমণ করেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু অন্যপ্রান্ত ছিল নড়বড়ে।

মার্কো জনসেনকে (২) ফেরান মিরাজ। মিডউইকেটে সীমানা দড়ির ওপর চোখ ধাঁধানো ক্যাচ নেন তামিম। একই ওভারে তিনি কট অ্যান্ড বোল্ড করেন রাবাদাকে (১)। জয়ের সুবাস পেতে থাকে বাংলাদেশ। একা লড়তে থাকা ডেভিড মিলারকে মেহেদি মিরাজ চতুর্থ শিকারে পরিণত করলে বাংলাদেশের জয় সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ৫৭ বলে ৮ চার ৩ ছক্কায় ৭৯ রান করা মিলারকে স্টাম্পড করেন মুশফিক। ১০ আর ১১ নম্বর ব্যাটার কেশব মহারাজ এবং লুঙ্গি এনগিডি কিছু বাউন্ডারি মেরে ব্যবধান কমান। শেষ ৮ বলে প্রয়োজন ছিল ৩৯ রানের। মাহমুদউল্লাহর করা ৪৯তম ওভারের পঞ্চম বলে লেগ বিফোরের আবেদন নাকচ করেন আম্পায়ার। রিভিউ নিয়ে জিতে যান মাহমুদউল্লাহ। ২৭৬ রানে অল-আউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩৮ রানের জয় পায় বাংলাদেশ। ৬১ রানে ৪ উইকেট নেন মেহেদি মিরাজ। তাসকিন ১০ ওভারে মাত্র ৩৬ রানে নেন ৩টি। ২ উইকেট নিয়েছেন শরীফুল।

এর আগে সেঞ্চুরিয়নের সুপার স্পোর্টস পার্কে অনুষ্ঠিত ম্যাচে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ৭ উইকেটে ৩১৪ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ। একটু সময় নিয়েই তামিম ইকবাল আর লিটন দাস উইকেটে সেট হন। পাওয়ারপ্লের ১০ ওভারে আসে ৩৩ রান। দুজনে গড়েন ৯৫ রানের ওপেনিং জুটি। যা দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উদ্বোধনী জুটির রেকর্ড। আন্দিলে ফেলুকায়োর করা ২২ তম ওভারের তৃতীয় বলে তামিম এলবিডাব্লিউ হলে ভাঙে এই জুটি। রিভিউ নিয়েও বাঁচতে পারেননি ৬৭ বলে ৩ চার ১ ছক্কায় ৪১ রান করা তামিম। পরের ওভারে আরেক ওপেনার লিটনও বিদায় নেন। শিকারী কেশব মহারাজ। আউট হওয়ার আগে ৬৬ বলে ৫ চার ১ ছক্কায় ক্যারিয়ারের পঞ্চম ফিফটি তুলে নেন লিটন। ১০৪ রানে দ্বিতীয় উইকেট পতনের পর দলকে এগিয়ে নিতে থাকেন দুই সিনিয়র সাকিব আর মুশফিক। মি. ডিপেন্ডেবল আজ নির্ভরতা দিতে না পারলেও ব্যাট হাতে জ্বলে ওঠেন সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক সমালোচিত সাকিব। ফেলুকায়োকে ছক্কা মেরে ৫০ বলে তুলে নেন ফিফটি। এরপর আরও বিধ্বংসী হয়ে ওঠা সাকিব ৪২তম ওভারে লুঙ্গির করা ইয়র্কার অযথা স্কুপ করতে গিয়ে লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়েন। শেষ হয় ৬৪ বলে ৭ চার ৩ ছক্কায় ৭৭ রানের ইনিংস। এরই সঙ্গে ভাঙে ইয়াসির আলীর সঙ্গে ৮২ বলে ১১৫ রানের জুটি। নিজেকে প্রমাণের মিশনে থাকা ইয়াসির ৪৩ বলে ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি তুলে আউট হন। শেষদিকে ছোট ছোট অবদানে স্কোরকার্ড বড় করেন মাহমুদউল্লাহ (১৭ বলে ২৫), আফিফ (১৩ বলে ১৭) এবং মেহেদি মিরাজ (১৩ বলে ১৯*)। বাংলাদেশের স্কোর দাঁড়ায় ৭ উইকেটে ৩১৪ রান। ২টি করে উইকেট নেন মার্কো জনসেন এবং কেশব মহারাজ।

পি কে হালদারের অর্থ লোপাটকাণ্ড : এবার ফাঁসছেন এস কে সুর ও শাহ আলম

১২ পৃষ্ঠার পর

এবার সাবেক ডেপুটি গভর্নর ও সাবেক নির্বাহী পরিচালককে জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া শুরু হলো। অনুসন্ধানে দুর্নীতির প্রমাণ মিললে তাদেরকেও আইনের আওতায় আনা হবে। জানা যায়, ২০১০ সালে পি কে হালদার যখন রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের এমডি ছিলেন তখন রাশেদুল হক রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের ডিএমডি। ২০১৫ সালে পি কে হালদার যখন এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের এমডি হন, রাশেদুল হক তখন ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের এমডি হিসেবে যোগ দেন। পি কে হালদার এমডি হয়েই আর্থিক খাতের সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেন। যাচাই-বাছাই ছাড়াই ঋণ প্রস্তাবের পরদিনই ঋণ দিয়ে দেন। এভাবে প্রায় ৪০টি প্রতিষ্ঠানকে আড়াই হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছেন, যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো জামানত ছিল না। কাগুজে প্রতিষ্ঠানকে জামানত ছাড়াই শত শত কোটি টাকা ঋণ দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের অর্থনৈতিক ভিত ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

CDPAP Service

HHA/ PCA Service

Skilled Nursing

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING

बिना परिषाण के घर पर अपने लोगों की सेवा करके पैसा कमाएं

GANA DINERO CUIDANDO PERSONAS MAYORES DESDE SU CASA

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Brooklyn Office	Jamaica Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	509 Mcdonald Ave	164-05 Hillside Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Brooklyn NY 11218	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 347-781-2778	Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

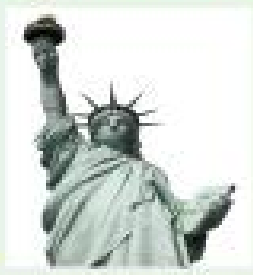

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father in Law, Mother in Law, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training is necessary and we do not charge any fee.

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসঃ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

২২ পৃষ্ঠার পর

২৫ মার্চ রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানার তৎকালীন ইপিআর ক্যাম্প, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল ও জহুরুল হক হলসহ সারা ঢাকা শহরে তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। এক রাতের মধ্যেই তারা ঢাকা শহরকে মৃত্যুপুরী বানিয়ে ফেলে। একদিনে এত মানুষ একসঙ্গে হত্যা বিশ্বে নজিরবিহীন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঢাকা ছেড়ে গেলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার জন্য আগত পাকিস্তান পিপলস পার্টির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে থেকে ২৫ মার্চ অভিযান প্রত্যক্ষ করেন। পরদিন ঢাকা ত্যাগের আগে প্রাক্কালে ভুট্টো সেনাবাহিনীর আগের রাতের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে মন্তব্য করেন, 'আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ যে পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেছে।' ইয়াহিয়া খানসহ সামরিক কর্মকর্তাদের সবাই অভিযানের প্রশংসা করেন। এমনকি পরবর্তী ৫ আগস্ট পাকিস্তান সরকার যে 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে তাতে ২৫ মার্চ সামরিক অভিযানকে 'অত্যাবশ্যকীয়' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

আর্চার ব্লাডের লেখা 'দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ' থেকে জানা যায়, সে রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে আগুন ধরানো হয়েছিল এবং ছাত্রীরা হল থেকে দৌড়ে বের হওয়ার সময় মেশিনগান দিয়ে গুলি করে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। ২৬ মার্চ সকালের দিকে সেনাবাহিনীর কন্ট্রোল রুম ও ৮৮ ইউনিটের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তার রেকর্ড থেকে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই অগণিত ছাত্রছাত্রী নিহত হয়েছিল।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. নূরুল্লার ধারণকৃত ভিডিওটি আজও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশবিকতার সাক্ষী। সেই ভিডিওরত দেখতে পাওয়া যায়, ছাত্রদের দিয়েই জগন্নাথ হলের মাঠে গর্ত খোঁড়া হচ্ছে, সেই গর্তে ছাত্রদের লাশ মাটিচাপা দেওয়া হচ্ছে। অনেক ঘরবাড়ি ও পত্রিকা অফিস, প্রেসক্লাবে আগুন ধরিয়ে কামান ও মর্টার হামলা চালিয়ে বিধ্বস্ত করা হয়। আগুন দেওয়া হয় শাঁখারি পট্টি ও তাঁতিবাজারের অসংখ্য ঘর-বাড়িতে। ঢাকার অলিগলিতে বহু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট পেইন ২৫ মার্চ রাত সম্পর্কে লিখেছেন, 'সে রাতে ৭০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়, গ্রেফতার হলো আরও ৩০০০ লোক। ঢাকায় ঘটনার শুরু মাত্র হয়েছিল। সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে সৈন্যরা বাড়িয়ে চললো মৃতের সংখ্যা। জ্বালাতে শুরু করলো ঘরবাড়ি, দোকানপাট লুট, আর ধ্বংস তাদের নেশায় পরিণত হলো যেন। রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহ কাক-শেয়ালের খাবারে পরিণত হলো। পুরো বাংলাদেশ হয়ে উঠলো শকুন তাড়িত শ্মশান ভূমি।'

এ গণহত্যার স্বীকৃতি খোদ পাকিস্তান সরকার প্রকাশিত দলিলেও রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা ও সামগ্রিক সংকট নিয়ে পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্র যা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রকাশ হয়। এতে বলা হয়: '১৯৭১ সালের পয়লা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ রাত পর্যন্ত এক লাখেরও বেশি মানুষের জীবননাশ হয়েছিল।'

এ কালরাত্রিতে ঢাকায় নিহতের সংখ্যা সিডনির 'মর্নিং হেরাল্ড' লিখেছে ১০ হাজার থেকে ১ লাখ। আর 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' লিখেছে ১০ হাজার। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমেরিকার 'সেন্ট লুইস পোস্টে' যুক্তরাষ্ট্রের একজন শীর্ষস্থানীয় সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে লেখা হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোল্যান্ডে নাৎসিদের গণহত্যার পর এই হত্যাকাণ্ড হচ্ছে সবচেয়ে নৃশংস। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এর প্রতিনিধি সিডনি শ্যানবার্গকে ৩০ জুন (১৯৭১) ঢাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়। নয়াদিল্লি গিয়ে তিনি ঢাকার কূটনীতিকদের বরাত দিয়ে বলেছেন, প্রথম তিন মাসে দুই থেকে আড়াই লাখ বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে।

সাইমন ড্রিং ৩১ মার্চ লন্ডনের 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর ঢাকা মহানগরী মুহুর্মুহু তোপধ্বনিতে প্রকম্পিত হতে থাকে। সর্বত্র বোমা-বারুদের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। টিক্কা খান বর্বর সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে নির্মমভাবে গণবিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের প্রধান কার্যালয় পিলখানা সেনা-অভিযানে বিধ্বস্ত হয়। নিরস্ত্র মানুষের ওপর সেনাবাহিনী নির্বিচারে ভারী আর.আর.গান, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ব্যবহার করে। ইকবাল হলকে তারা প্রধান আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। সেখানে প্রথম ধাক্কাতেই ২০০ ছাত্র নিহত হয়। একদিকে হলগুলোর দিকে উপর্যুপরি শেল নিক্ষেপ করা হতে থাকে, অন্যদিকে চলতে থাকে মেশিনগানের গুলি। দুদিন পর্যন্ত পোড়া ঘরগুলোর জানালা-দরজায় মৃতদেহ ঝুলে থাকতে দেখা যায়। পথে-ঘাটে মৃতদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। জগন্নাথ হলেও বর্বরোচিত আক্রমণ চালানো হয়। কয়েক শত ছাত্র, যারা প্রায় সবাই হিন্দু ধর্মাবলম্বী, নিহত-আহত হয়। সৈন্যরা মৃতদেহগুলোকে গর্ত খুঁড়ে গণকবর দেয়। এরপর ট্যাংক চালিয়ে মাটি সমান করে। রিপোর্টের এক অংশে বলা হয়: 'আল্লাহ ও পাকিস্তানের ঐক্যের নামে ঢাকা আজ এক বিধ্বস্ত ও সন্ত্রস্ত নগরী।'

ÔSzdney Morning HeraldÕ প্রকাশ করে যে ঢাকার মাটিতে একমাত্র ২৫ মার্চ রাতেই পাকিস্তান বাহিনীর হাতে এক লাখ মানুষ নিহত হয়। হত্যাকাণ্ড শুরুর প্রথম তিন দিনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও অন্যান্য শহরে লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও শিশু প্রাণ হারায়। ঢাকার প্রায় ১০ লাখ ভয়ার্ত মানুষ গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে' বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞকে বিশ শতকের পাঁচটি ভয়ংকর গণহত্যার অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়। ২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিরাপত্তা বিষয়ক আর্কাইভ' তাদের অবমুক্তকৃত দলিল প্রকাশ করে। এতে বাংলাদেশের নারকীয় হত্যাযজ্ঞকে নিষ্ঠুর ও নির্বাচিত গণহত্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

২০১৭ সালের ১১ মার্চ ১০ম জাতীয় সংসদের ১৩তম অধিবেশনে '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যাকে স্মরণ করে ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস ঘোষণা করা হোক এবং আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবসের স্বীকৃতি আদায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক' মর্মে প্রস্তাবটি সংসদের কার্যপ্রণালি বিধির ১৪৭ ধারায় সংসদে উত্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে গণহত্যা সংক্রান্ত বিশেষ ভিডিওচিত্র ও স্থিরচিত্র প্রদর্শন করেন এবং বিরোধীদলীয় নেতাসহ ৫৬ জন সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী এই প্রস্তাবের সমর্থন জানিয়ে ৭ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় অংশ নেন। সর্বসম্মতিক্রমে ২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস' পালনের প্রস্তাব পাস হয়। এরপর ২০ মার্চ মন্ত্রিসভার বৈঠকেও ২৫ মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' ঘোষণার বিষয়টি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। পরদিন ২১ মার্চ জারি হওয়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনে দিবসটিকে 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে পালনের অনুমোদন দেওয়া হয়। জাতীয় সংসদ ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন গণহত্যায় নিহত শহীদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ঘৃণ্য ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানানো। এই দিবস পালন আমাদের জাতিগতভাবে পাকিস্তানি বর্বরতার সাক্ষ্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপস্থাপনের অন্যতম প্রক্রিয়াও যার মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৫ বছরে হিটলারের বাহিনী প্রায় ৬০ লাখ মানুষ হত্যা করেছিল। আর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালে ৯ মাসেই হত্যা করে ৩০ লক্ষাধিক মানুষ। তাই এটা বলা যায়, বিশ্বে সবচেয়ে বৃহৎ গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও আদায় সম্ভব। পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সংঘটিত এই গণহত্যার স্বীকৃতিও আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ ও সংরক্ষণে প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করছে। আমরা জানি আর্মেনিয়ার গণহত্যার স্বীকৃতি আদায়ে ১০০ বছর লেগেছিল। তাই আমাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতেই হবে। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ সরকার আন্তরিক। ইতোমধ্যে ২০টি আমাদের পক্ষে দেশের স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হয়েছে এবং আরও ৬০টির বেশি দেশের স্বীকৃতি প্রয়োজন। জেনোসাইড ওয়াচ এবং লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যাকে স্বীকৃতি প্রদানে অনুরোধও জানিয়েছে, যা আমাদের শক্তি জোগাবে।

মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা, হংকং, পোল্যান্ডসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করে পাঠদান করা হচ্ছে। বিশ্বের অনেক গবেষকও একাত্তরের গণহত্যা নিয়ে বিভিন্ন কাজ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ কোর্স চালু করা হয়েছে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ ও জাতিকে সঠিক ইতিহাস উপহার দিতে কাজ করছে এবং ইতিহাস বিকৃতি বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে তরুণ প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে। দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে। এই দেশে এখনও স্বাধীনতাবিরোধী ও তাদের বংশধররা রয়েছে যারা ইতিহাস বিকৃতি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। গণহত্যা দিবস পালন এই ইতিহাস বিকৃতিকারীদের অপকর্মকে ব্যর্থ করে দেবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি দিনক্ষণ ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ এবং এসব বিষয় সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিনগুলো পালন ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা আমাদের সংগ্রাম-ত্যাগ ও রক্তদানের গভীর ইতিহাসকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত ছড়িয়ে দেবে। শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে এবং আমাদের ঋণও কিছুটা লাঘব হবে।

আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী, স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছি। এটা আমাদের গর্বের। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ যেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এগিয়ে যায় এই প্রত্যয় আমাদের থাকতে হবে। ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসে সব শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে যা দেখেছি

২২ পৃষ্ঠার পর

আমি রথীনের হাত চেপে ধরলাম। বললাম, 'তা হবে না। এখানে আজ থাকতে পারবেন না। বিপদ হতে পারে। আমার সঙ্গে চলুন। গোপীবাগে আমার বাসায় থাকবেন।' রথীন আমার কথা মেনে নিয়ে আমার সঙ্গে আবার হাঁটতে শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে আমরা গুলিস্তান পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। আসার পথেও দেখলাম বহু ব্যারিকেড। গাছের গুঁড়ি, ডাল, বাঁশ, খালি ড্রাম, টায়ার, ইট-পাথর-জনতা যা পেয়েছে তা-ই দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেছে মিলিটারি প্রতিরোধের জন্য। মিলিটারি ট্যাংকের সামনে এই ব্যারিকেড যে টিকবে না, তা বুঝতে পারছিলাম। তবুও তো জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করছে।

নবাবপুর রেল ক্রসিংয়ের কাছে এসে রথীন বললেন, 'আমি বরং নবাবপুর রোড দিয়ে তাঁতীবাজার চলে যাই, সেখানে আমার মাসির বাসায় থাকব। আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনি একটা রিকশা নিয়ে বাসায় চলে যান। সাবধানে থাকবেন। আবার দেখা হবে।' রথীনের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের শেষে। রথীন বলেছিলেন, সে রাতে জগন্নাথ হলে থাকলে তাকে আর বাঁচতে হতো না। পাকিস্তানি সৈন্যরা সেই রাতেই জগন্নাথ হলের ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে যাকে পেয়েছে তাকেই গুলি করে মেরেছে।

গোপীবাগে এসে দেখলাম সেখানেও আমার বন্ধু ও রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র-যুবকরা বেশ শক্ত ব্যারিকেড তৈরি করেছে। সবার মধ্যেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। কিন্তু ছাত্র-যুবকদের মধ্যে আতঙ্ক নেই, তাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা। একজনকে দেখলাম হাতবোমা তৈরি করেছে বারুদ সংগ্রহ করে।

আমার বাসা গোপীবাগের একটি গলির শেষ মাথায়। বড় রাস্তা থেকে দূরে। কিছুটা নিরাপদ। প্রয়োজনে বাড়ির পেছনের দেয়াল টপকে সরে যাওয়া যাবে। রাতের খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ার উদ্যোগ নিচ্ছি। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ মতিঝিল এলাকা থেকে একটি বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পেলাম। ভাবলাম, আমাদের ছাত্র-যুবকরাই বড় আকারের হাতবোমা ফাটিয়েছে। এরপরই শুরু হলো একটার পর একটা বিস্ফোরণ, তারপর মেশিনগানের গুলি। বুঝলাম মিলিটারির অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে।

গোলাগুলির তীব্রতা ক্রমেই বাড়তে লাগল, সব দিক থেকেই গুলির শব্দ আসছে-কখনো কাছে, কখনও দূরে। যতটুকু সম্ভব খবর নিলাম টেলিফোনে। আমার ভাই থাকেন দিলু রোডে। তিনি বললেন, তার বাসা থেকে দেখা যাচ্ছে মিলিটারির ট্যাংক ও ট্রাকের বহর এগোচ্ছে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। টেলিফোনে অল্প সময়েই শহরের একটা চিত্র পাওয়া গেল। মিলিটারি সারা শহর দখল করে নিয়েছে। নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোয়ার্টার্স, ছাত্রাবাস সব আক্রান্ত। মালিবাগ থেকে একজন জানালেন-রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে আক্রমণ চলছে, পুলিশরাও প্রতিরোধ করছে। পিলখানা ইপিআর ব্যারাকেও আক্রমণ চলছে। একটু পরেই টেলিফোনের লাইন কেটে গেল। তখন প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ পাচ্ছিলাম কমলাপুর স্টেশনের দিক থেকে। সেই রাতে আর কিছু জানতে পারলাম না। সারা রাত কেটে গেল কামান-মর্টারের গোলা ও মেশিনগানের গুলির শব্দ শুনতে শুনতে। পরদিন সকালে কেউ একজন খুব সাহস করে কমলাপুর স্টেশনের খবর সংগ্রহ করে আনলেন।

জানতে পারলাম স্টেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কুলি, ট্রেনের যাত্রী কেউ বেঁচে নেই। সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। স্টেশনের আশপাশে এবং রেললাইনের পাশে যত বস্তি ছিল, সব পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বস্তিবাসীদের আগুনে পুড়িয়ে অথবা গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। স্টেশনের দোতলায় একটি ভারি মেশিনগান বসানো হয়েছিল। সেখান থেকে হাজার হাজার গুলি ছোঁড়া হয়েছে গোপীবাগ এলাকার দিকে। স্থানীয় একজনের হিসাবে কমলাপুর স্টেশন ও আশপাশের সব বস্তিতে যেভাবে হত্যাকাণ্ড হয়েছে, তাতে শুধু কমলাপুর এলাকাতেই অন্তত পাঁচ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন ২৫ মার্চের রাত ও পরদিন সকালে।

২৭ মার্চ সকালে তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হলে ঘর থেকে বের হলাম আরও খবর সংগ্রহের জন্য। যা জানলাম ও দেখলাম, তা আমার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ঢাকা শহর ও শহরতলির কোনো বস্তিই হানাদার বাহিনীর হামলা থেকে রেহাই পায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক, বহু ছাত্র ও কর্মচারীকে হত্যা করা হয়েছে। প্রতিটি ছাত্রাবাসেই আক্রমণ চালানো হয়েছে।

এমনকি নিউমার্কেটের পশ্চিমদিকে আর্টস কলেজের একটি ছাত্রাবাস ছিল, সেখানে প্রতিটি কক্ষে ঢুকে শিক্ষার্থীদের গুলি করা হয়েছে। কয়েকজন বাদে সবাই ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। আমার পর্যবেক্ষণে বলতে পারি, যদি শুধু কমলাপুর স্টেশন এলাকাতেই পাঁচ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়, তাহলে ঢাকার সবকটি ছাত্রাবাস, সব বস্তি ও বাজার এবং রাস্তায় যত লোককে হত্যা করা হয়েছে, তার মোট সংখ্যা বিশ হাজারের কম হবে না।

এরপর অনেক কিছু ঘটে গেছে। নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ এখন স্বাধীন রাষ্ট্র। ইতোমধ্যে পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে। পাকিস্তানিরা এখন নেই। কিন্তু দুঃখ আমার একটাই-আমরা এদেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছি, বিচার এখনো চলছে। কিন্তু যেসব পাকিস্তানি সেনা অফিসার ও সৈন্যরা গণহত্যা চালালো, তাদের বিচার করা গেল না। তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল। খানসেনাদের অনুপস্থিতিতেই তাদের বিচার করা যায় না কি? চপল বাশার, সাংবাদিক, লেখক । দৈনিক যুগান্তর এর সৌজন্যে

তেল রপ্তানি বাড়ানোর আশ্বাস ক্যানাডার

১৩ পৃষ্ঠার পর

দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করা ইউরোপের পক্ষে সম্ভব নয়। রাশিয়ার পাঠানো গ্যাসের উপর কমবেশি ইউরোপের অধিকাংশ দেশ নির্ভরশীল। নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও এখনো রাশিয়া থেকে গ্যাস নিচ্ছে জার্মানির মতো দেশগুলি।

এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনও পাল্টা চাপ তৈরি করেছেন। জানিয়েছেন, গ্যাস কিনতে হলে রুবলে কিনতে হবে। এরফলে রুবলের দাম উঠবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। কিন্তু পুটিনের এই প্রস্তাবে রাজি নয় জার্মানি-সহ ইউরোপের দেশগুলি। এখন দেখার প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপ এবং অ্যামেরিকার যুদ্ধ কোন পর্যায়ে পৌঁছায়। - এপি, এএফপি, রয়টার্স, বিবিসি

যুদ্ধের প্রভাবে কমবে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি - আঙ্কটাডের প্রতিবেদন

১৩ পৃষ্ঠার পর

ও মন্দার দিকে নিয়ে যেতে পারে। স্থবির করে দিতে পারে তাদের উন্নয়ন।

আঙ্কটাডের মহাসচিব রেবেকা গ্রিনস্পান এ প্রসঙ্গে বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রবাহ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ধীরগতিকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। দুর্বল করে দিতে পারে কভিড-১৯ থেকে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে।

আঙ্কটাডের প্রতিবেদনে বলা হয়, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ জ্বালানি তেল ও প্রাথমিক পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন করে চাপ তৈরি করেছে। অনেক দেশে বাড়ছে উৎপাদন খরচ। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায়ও ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে যুদ্ধ। এটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্য, বন্ড ও মুদ্রা বাজারে চরম অস্থিরতার পাশাপাশি মুদ্রার পাচার নিয়েও শঙ্কার কথা বলা হয়েছে প্রতিবেদনে। স্বল্পমেয়াদি সরকারি ঋণ পরিশোধকেও বড় উদ্বেগের কারণ বলে মনে করছে আঙ্কটাড। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য ২০২২ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ৩১০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন পড়তে পারে। যা ২০২০ সালের মোট বৈদেশিক ঋণস্থিতির ৯ দশমিক ২ শতাংশ। সংকট মোকাবিলায় বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে আঙ্কটাডের প্রতিবেদনে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সহজ শর্তে অর্থায়ন, ইউক্রেনকে ঋণ মওকুফ সুবিধা দেওয়া, উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশের জন্য আর্থিক চাপ কমিয়ে আনতে তারল্য সহায়তা দেওয়া ইত্যাদি।

ফের ডলারের বিপরীতে মান হারালো বাংলাদেশের টাকা

১৩ পৃষ্ঠার পর

মান কমেছে প্রায় ২৫ শতাংশ। অর্থাৎ ১৩ বছর আগে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে যে পণ্য বা সেবা কিনতে ১০০ টাকা লাগত, বর্তমানে তা কিনতে ১২৫ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এটি সরকারি হিসাবের তথ্য। বেসরকারি হিসাবে এই সময়ে টাকার মূল্যমান আরও বেশি কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বুধবার পর্যন্ত মুদ্রা বিনিময় হারের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে এ তথ্য মিলেছে। তথ্যে দেখা যায়, ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রতি ডলারের বিনিময়ে পাওয়া যেত ৬৯ টাকা। পিআরআই নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, ডলারের অস্থিরতা কোথায় গিয়ে শেষ হবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ থেকে প্রচুর ডলার বিক্রি করেও বাজার স্বাভাবিক রাখতে পারছে না। কেননা, সরবরাহ এবং চাহিদার মধ্যে ব্যাপক তফাত।

চীনে শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধায় বাংলাদেশের সব ধরনের তৈরি পোশাক

১৩ পৃষ্ঠার পর

প্রচুর আমদানি করতে হয়। এরপর ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজন করে ওই দেশে পুনরায় রপ্তানি করা বেশ চ্যালেঞ্জিং।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই থেকে জানুয়ারি) বাংলাদেশ থেকে চীনে ৪২ কোটি ৬১ লাখ ৪৬ হাজার ডলারের বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি হয়েছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরের একই সময়ে এই রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি ৮০ লাখ ৭০ হাজার ডলার।

যেসব পণ্যে শুল্ক দিয়ে চীনের বাজারে প্রবেশ করতে হবে সেগুলো বাংলাদেশ থেকে বিশেষ রপ্তানি হয় না। এসব পণ্যের মধ্যে বেশিরভাগই কৃষিজাত পণ্য। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ধান, গম, ভুট্টা, চিনি, পাম অয়েল, চিনি, পশুখাদ্য, তামাক ও তামাকজাত পণ্য এবং খনিজ ও রাসায়নিক সার। এ ছাড়া ধান ও গমের খড় থেকে তৈরি বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, কাগজ ও কাগজ থেকে তৈরি বিভিন্ন পণ্য, টিস্যু পেপার, ট্রেসিং পেপার, সিগারেটের কাগজ, হাসপাতালের বিছানার চাদর ও এ জাতীয় অন্যান্য পণ্য, বিভিন্ন ধরনের উল, তুলার বর্জ্য রপ্তানিতে শুল্ক দিতে হবে।

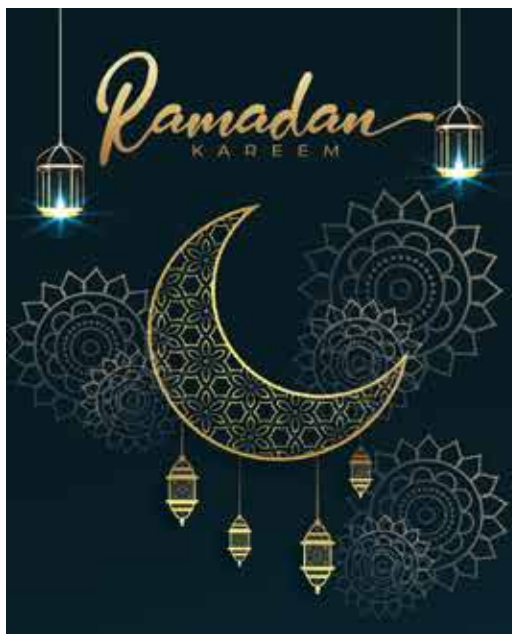

Ramadan
KAREEM

AMERICA-BANGLADESH PRESS CLUB
EST. 2008
আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

Iftar Party

সম্মানীত সুধী,
আগামী ১১ই এপ্রিল ২০২২ রোজ সোমবার, সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে
আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব (এবিপিসি)'র
ইফতার পার্টিতে আপনি আমন্ত্রিত।

রাশেদ আহম্মেদ
সভাপতি
৭১৮-৩১৬-১৯৪৮

মোঃ আবুল কাশেম
সাধারণ সম্পাদক
৩৪৭-২৩০-৩৫৭৮

GULSHAN TERRACE
5915 37th Avenue
Woodside, NY 11377

বিঃদ্রঃ শুধুমাত্র আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য।

বাঙালির মুক্তির মার্চ মাস: প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু

২৩ পৃষ্ঠার পর

জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামান তাদের দূরদর্শিতায় এগিয়ে যায় স্বাধীনতা যুদ্ধ। মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা কমিটি ও দূরদর্শী ব্যক্তিদের পরিচালনায় সফল হয় মুক্তিযুদ্ধ। এই পরিষদের সদস্য ছিলেন মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, কমরেড মনি সিংহ। মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণ, বিভিন্ন বাহিনী গঠন, ১১টি সেক্টর ও টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত সেক্টর ছাড়াও জুন মাস নাগাদ ব্রিগেড আকারে তিনটি ফোর্স গঠন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত করা, কাদেরিয়া বাহিনী, ক্র্যাক প্লাটুন, মুজিব বাহিনী, গেরিলা বাহিনী, গণবাহিনী, মুক্তিবাহিনী, ন্যাপ সিপিবি ছাত্র ইউনিয়ন গেরিলা বাহিনীর সাহসী ভূমিকা অনস্বীকার্য। অপারেশন জ্যাকপট পরিচালনা, ১৯৭১-এর ২৮ সেপ্টেম্বর বিমান বাহিনী এবং ১৯৭১-এর জুলাই মাসে নৌবাহিনী গঠন, ১৯৭১-এর ২৫ মে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে নানান অনুষ্ঠান প্রচার,মুজিবনগর সরকার কর্তৃক 'জয়বাংলা' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁর পতাকা হাতে নেয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। দীর্ঘদিনের শোষণ জাঁতাকল থেকে মুক্তি পায় সাধারণ জনগণ।

মহান নেতা বঙ্গবন্ধু কারাবাস করে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন কাজে হাত দেন।

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন একান্ত সচিব ড. ফরাসউদ্দিন তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে বলেছিলেন, 'তিনি টুঙ্গিপাড়া চলে যেতে চান, তার পরিবার নিয়ে, কিন্তু জাতীয় চার নেতা এবং বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী বলেন, তাকে গ্রামে যেতে দেওয়া হবে না। এরপর তিনি দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যেদিন উপ-সচিব, নথি-২ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেদিন বঙ্গবন্ধু তাকে আড়াই ঘণ্টা নানান দায়িত্ব বয়ান করেন। শেষ কথা বলেন, 'দেখরে আমি গরিব দেশের প্রধানমন্ত্রী, এটা সবসময় মনে রাখবি। তোর কাছে সুট, টাই পরা অনেক লোক আসবে, তাদের কাজগুলো করে নেবে। কিন্তু যার গায়ে ঘামের গন্ধ থাকবে, যার গায়ে ময়লা কাপড়চোপড় থাকবে, লুঙ্গি পরা থাকবে, তাদের কাজ করে দিবি, তাদের কাজ করে আমাকে জানাবি। এই কথা বলতে বলতে তিনি কেঁদে দেন। একমাত্র তিনিই গণমানুষের নেতা।

কোন দেশে এমন নেতা পাবেন? প্রেসিডেন্ট হাউজে অ্যালুমিনিয়ামের টিফিন ক্যারিয়ারে দেশি মাছ আসতো বাসা থেকে। ম্যাসেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করতেন, খেয়েছে কিনা, তখন তাকে নিয়ে বসে খেতেন। বিদেশে গেলেও তিনি এমনটি করেছেন। এই হলো আমাদের নেতা শেখ মুজিব।'

মাটি মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিত্বে ছিলেন অটল। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে আলজিয়ার্স বৈঠকে বঙ্গবন্ধু বাদশাহ ফয়সালকে বলেছিলেন, 'এক্সেলেন্সি, বেয়াদবি নেবেন না। আমি হচ্ছি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু আমার তো মনে হয় না মিসকিন-এর মতো বাংলাদেশ আপনাদের কাছে কোনও সাহায্য চেয়েছে?' এই এতটুকু উত্তরে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বকে চেনা যায় ভেঙেছেন কিন্তু মচকাননি।

টুঙ্গিপাড়ার খোকা নামের যে ছেলেটি যিনি নিজের জামা, ছাতা, গোলার ধান মানুষকে দিতেন, এক মুষ্ঠি করে চাল সংগ্রহ করে মানুষের মাঝে বিতরণ করতেন, সেই মানুষটি ৩০৫৩ দিন কারাবাস করে, সংগ্রাম করে হয়ে উঠেছেন বঙ্গবন্ধু। যিনি স্বপ্ন দেখতেন মানুষ ভালোভাবে থাকবে, মানুষ একটি সুন্দর জীবন পাবে,দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খেতে পাবে। কারণ সাধারণ মানুষের কষ্ট তাকে পীড়া দিতো। এই মানুষটির জন্ম না হলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হতো না। তিনি ১৯৭২ সালে এক ভাষণে বলেছিলেন, 'কৃষকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে আমি জানি শোষণ কাকে বলে'। বীরাঙ্গনা নারীদের বলেছিলেন, সবার ঠিকানা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর লিখে দাও'। ১৮ মার্চ, ১৯৭৩ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম; আজ স্বাধীনতা পেয়েছি; সোনার বাংলা দেখে আমি মরতে চাই।' সত্যি তিনি সোনার বাংলা দেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু বারবার তাঁর শত্রুদের উদারতা দিয়ে ক্ষমা করেছেন । কিন্তু সেই উদারতার প্রতিদান পেয়েছেন ১৮টি বুলেটে।

কীর্তিমানের মৃত্যু নেই। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নিউজ উইক ম্যাগাজিন তাদের প্রচ্ছদে 'পোয়েট অব পলিটিক্স' আখ্যায়িত করে নিবন্ধ প্রকাশ করে। একজন বঙ্গবন্ধু যিনি বিরাজ করেন সর্বত্র। লেখাটি শেষ করবো বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠানে এক ভাষণের কথা উল্লেখ করে। তিনি বলেছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও দরকার'।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া বাংলার মানুষের জন্য জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যই দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তারই ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতার ৫১ বছরে বাংলাদেশ ২০২০ সালের সূচক অনুযায়ী বিশ্বের ৪১তম অর্থনীতির দেশ।

জয় বাংলা। ড. জেবউননেছা অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক।ওয়েব পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউন এর সৌজন্যে

বাংলাদেশ: ব্র্যাক ও ফজলে হাসান আবেদ

২৬ পৃষ্ঠার পর

থেকে আফ্রিকায়। সাফল্য সর্বত্র। ১৯৭৯ সালে উদ্যোগ নিয়েও যে টিকাদান কর্মসূচি শুরু করা যায়নি, তা শুরু করার সুযোগ এলো ৬-৭ বছর পরে।

১৯৮৬ সালে টিকা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুযোগ এলো। কাজটি করবে ব্র্যাক, কিন্তু সরকারের অবকাঠামো ও লোকজন সঙ্গে নিয়ে। ফজলে হাসান আবেদ সব সময় টেকসই কাজে বিশ্বাসী ছিলেন। ব্র্যাক কাজটি করে দিয়ে আসবে, কিন্তু সরকারের লোকজন যদি সম্পৃক্ত না থাকে তবে ধারাবাহিকতা থাকবে না। ব্র্যাক চলে এলে টিকাদান কর্মসূচির সাফল্য ধরে রাখা যাবে না। তখন ৪টি বিভাগ। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের কিছু অংশে ব্র্যাক এবং সরকার ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের বাকি অংশে কাজ করবে। কেয়ার কাজ করবে খুলনা বিভাগে। বিসিজি, ডিপিটি, পোলিও এবং হামের টিকা দেওয়া শুরু হলো। কাজটি সরকার ও কেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে করলেও পুরো পরিকল্পনা, ট্রেনিং সবই ছিল ব্র্যাকের।

১৯৯০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির ওপর জরিপ করল। জরিপে দেখা গেল, ব্র্যাকের করা অঞ্চলগুলোতে ৮০ শতাংশ টিকাদান সম্পন্ন হয়েছে। কেয়ারের খুলনা বিভাগে ৬৫ শতাংশ, সরকারের ঢাকা বিভাগে ৫৫ শতাংশ, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫০ শতাংশ টিকাদান সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ব্র্যাকের সাফল্যের স্বীকৃতি দিল। এই টিকাদান কর্মসূচিতে সরকার যে এত সক্রিয়ভাবে অংশ নিলো, তার নেপথ্যে ফজলে হাসান আবেদের ভূমিকা ছিল। পৃথিবীর শীর্ষ নেতাদের অংশগ্রহণে জাতিসংঘ ১৯৯০ সালে শিশুবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করবে। সম্মেলনে সেইসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, যেসব দেশ ১৯৯০ সালের মধ্যেওইউনিভার্সাল চাইল্ড ইমুনাইজেশন্ব সম্পন্ন করতে পারবে। ইউনিসেফের তৎকালীন প্রধান জেমস পি গ্র্যান্টকে দিয়ে রাষ্ট্রপতি এরশাদকে এই তথ্য জানানো হয়েছিল। ১৯৯০ সালের জাতিসংঘের এই বিশেষ সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে সরকার প্রধান হিসাবে এরশাদ এবং ব্র্যাক থেকে ফজলে হাসান আবেদ আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯৮০ সালে নবজাতকের মৃত্যুহার ছিল হাজারে ১৩৫ এবং শিশুমৃত্যুর হার ছিল ২৫০। ১৯৯০ সালে এসে নবজাতকের মৃত্যুহার দাঁড়ালো হাজারে ৯০ এবং শিশুমৃত্যু হার ১২০। ৪ বছরে টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যে শিশুমৃত্যু হার অর্ধেকে নেমে এসেছিল। সেই সময়ের জরিপে দেখা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমে এসেছিল।

আজকের বাংলাদেশ পৃথিবীর বহু দেশের চেয়ে মা ও শিশুর টিকাদানের ক্ষেত্রে এগিয়ে। কোভিডের সময় টিকাদানের প্রসঙ্গ আবার আলোচনায় আসে। টিকাদানের এই সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ব্র্যাক। অন্য বহুক্ষেত্রের মতো যার নেতৃত্বে এই অর্জন, তিনি কিংবদন্তী স্যার ফজলে হাসান আবেদ। ব্র্যাকের কর্মী, বাংলাদেশের মানুষের ভাই, আবেদ ভাই। গোলাম মোর্তোজাওফজলে হাসান আবেদ ও ব্র্যাক্ব বইয়ের লেখক, দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন

২৫ পৃষ্ঠার পর

একেবারেই ইনফরমাল কথা। একজন সিনিয়র সাংবাদিক এরমধ্যেই ওয়াদাভঙ্গ করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে যে কথা বলেছি, তিনি তা 'পাবলিক' করেছেন! বঙ্গভবনে সাহাবুদ্দীন সাহেব যতদিন ছিলেন ততদিন সব সরকারি অনুষ্ঠানের দাওয়াত আমি পেয়েছি। তবে সাহাবুদ্দীন আহমদ আমার জীবন থেকে একটি বড় ভয় তাড়িয়ে দিয়েছেন। দেশের প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে যে অমনভাবে কথা বলা যায় সেটা সাহাবুদ্দীন সাহেবই বুঝিয়েছেন। গিয়েছিলাম তিরস্কৃত হতে, ফিরেছিলাম প্রশংসিত হয়ে।

তারপর একাধিক বার দেখা হয়েছে, কিছু কথাও হয়েছে। তার ব্যক্তিগত সততার বেশ কিছু গল্পও তার কর্মকর্তাদের কারো কারো কাছে শুনেছি। অবসরকালে একদিন বলেছিলাম, বঙ্গভবনের দিনগুলো নিয়ে লিখতে। কিছুটা উদাসভঙ্গিতে বলেছিলেন, তিক্ততা বাড়াতে চাই না। যতদিন বাঁচি নিজের মধ্যেই গুটিয়ে থাকব। ভালো থাকুন আপনারা, ভালো থাকুন প্রিয় বাংলাদেশ। বিভুরঞ্জন সরকার সাংবাদিক ও কলামিস্ট।ওয়েব পোর্টাল বিডিনিউজ২৪.কম এর সৌজন্যে

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.

363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

Kwangsoo Kim, Esq
ATTORNEYS AT LAW

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- গাড়ি/বিল্ডিংয়ে দুর্ঘটনা
- হাসপাতালে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(কোনো অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Eng. Md Abdul Khalek
Cell : 917 667 7324
Email :
legalexpectation.llc@gmail.com

Law Office of Kwngsoo Kim, Esq:

NY: 164-01 Northern Blvd., 2FL, Flushing, NY 11358
NJ: 460 Bergen Blvd. #201, Palisades Park, NJ 07650

এক ধ্বংসস্তূপের নাম মারিউপল

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন তার বাড়িতেই বোমাবর্ষণ হয়েছে। বোমারতীব্রতা এত বেশি ছিল যে তার বাড়িটিও কেঁপে উঠেছিল। মিকোলার এখনো মনে আছে, বোমা ফেলার আগের দিন তার ৬০ বছরের আহত প্রতিবেশীকে ওই হাসপাতালেই ভর্তি করতে হয়েছিল। কারণ, দূরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছিল। আহত প্রতিবেশীকে ভর্তি করার সময় মিকোলা দেখেছিলেন ওই হাসপাতালের তৃতীয় তলে অসংখ্য নারী এবং শিশু ভর্তি ছিল। বোমাবর্ষণের পর আর তাদের দেখা যায়নি। ওই ঘটনার পর তারাও বেসমেন্টে নেমে যান। বাড়ির হিটিং বন্ধ হয়ে যায়। হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রা। তারমধ্যেই দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে তাদের। যে কয়েকটি ম্যাট্রেস ছিল তা শিশু এবং বয়স্কদের দেওয়া হয়েছিল। তারা সিঁড়িতে বসেই ঘুমিয়ে নিতেন। বরফ পড়লে জলের ব্যবস্থা হতো। কেউ কেউ হিটিং মেশিনের জল বার করে ফুটিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করেছে। খাবারও প্রায় শেষ বলে জানিয়েছেন তিনি। পরিবার এবং প্রতিবেশীদের নিয়ে পালানোর আগে যারা থেকে গেছেন, তাদের সামান্য খাবার আর জল দিয়ে এসেছেন তিনি।

নাতালিয়ার কথা

নাতালিয়া কোরিয়াগিনা একজন স্বাস্থ্যকর্মী। ডয়চে ভেলেক তিনি জানিয়েছেন, তার হৃদয় এখন তিন টুকরো হয়ে আছে। মা আটকে গ্রামের বাড়িতে, স্বামী যুদ্ধ করছেন আর ছেলে খারকিভে। মায়ের সঙ্গেই ছিলেন নাতালিয়া। কিন্তু আক্রমণ তীব্র হওয়ার পরে তিনি ঠিক করেন নদীর ধার ধরে শহরের দিকে চলে আসবেন। কিন্তু মা রাজি হননি। তিনি বাড়ি ছাড়ার একঘণ্টার মধ্যে তার বাড়ির সামনে বোমাবর্ষণ হয়। একটি স্কুল, দুই প্রতিবেশীর বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। তবে তাদের বাড়িটি তখনো বাসযোগ্য ছিল। ফের মাকে নাতালিয়া অনুরোধ করেন তার সঙ্গে চলে আসার জন্য। মা রাজি হন। নাতালিয়া ততক্ষণে শহরে পৌঁছে গেছেন। ১৬ জন মিলে একটি বাড়ির বেসমেন্টে থাকার ব্যবস্থা হয়। নাতালিয়া একের পর এক ট্যাক্সিকে ফোন করতে থাকেন মাকে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু একটি গাড়িও পাননি। সকলেই জানিয়েছেন, গ্যাস নেই। কোথাও গ্যাস পাওয়াও যাচ্ছে না। শেষপর্যন্ত মাকে তিনি জানাতে বাধ্য হন, ফিরতে পারছেন না। সেটাই মায়ের সঙ্গে তার শেষ কথা। স্বামীর সঙ্গেও আর যোগাযোগ করতে পারছেন না তিনি। জানেন না খারকিভে ছেলের কী অবস্থা। এদিকে তারা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানেও একের পর এক আক্রমণ চলে। বোমাবর্ষণ হয়। গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গেছে বাড়ির প্রতিটি জানলা। তবে বেসমেন্টে কিছু হয়নি। দুইটি বাথটাবে বরফ জমিয়ে রেখেছিলেন তারা। ওটাই খাওয়ার জল। ১৪ মার্চ মাঝরাতে বাড়ির পিছনে গিয়ে একটি গাড়ি নিয়ে পালান নাতালিয়া এবং তার বন্ধুরা। পালানোর সময় দেখেছেন, গোটা শহর ধ্বংস হয়ে গেছে। একটি বাড়িও আর আস্ত নেই। জায়গায় জায়গায় মৃতদেহ ছড়িয়ে। বারুদের গন্ধ চারিদিকে।-ডয়চে ভেলে

রাশিয়া রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করলে পাল্টা জবাব দেবে ন্যাটো

৭ পৃষ্ঠার পর

করে প্রতিক্রিয়া দেখাবে এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট বাইডেন আরও বলেন, রাশিয়াকে প্রধান অর্থনীতি সমৃদ্ধ জি-২০ থেকে বাদ দেয়া উচিৎ এবং ইউক্রেনকে এতে যোগ দিতে দেয়া উচিত। ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আক্রমণের এক মাস পূর্তির দিনে ন্যাটোর এই বৈঠক আয়োজিত হয়। সাংবাদিকরা বাইডেনের কাছে জানতে চান, রাশিয়ার সঙ্গে অস্ত্র-বিরতি করার জন্য ইউক্রেনকে কি তার কোন অঞ্চল ছেড়ে দিতে হবে। তখন বাইডেন জবাবে বলেন, আমারতো মনে হয় না তাদের সেটা করতে হবে, তবে সে সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র ইউক্রেনই নিতে পারে। সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন ঘোষণা করেন, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের সহায়তায় ১০০ কোটি ডলারেরও বেশি প্রদান করবে। একইসঙ্গে ইউক্রেনের এক লাখ নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাগত জানানো হবে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি ইউক্রেন ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য ৩২ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার ব্রাসেলস থেকে পোল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পোল্যান্ডে ২১ লাখ ইউক্রেনীয় শরনার্থী আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়া ওই অঞ্চলে মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে যেখানে, সেখানেও সফর করবেন বাইডেন।

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

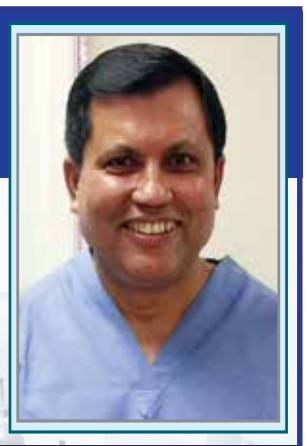

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Members: NSA NATP
Member of AICPA
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লক্ষ প্রাণের দান

মহান স্বাধীনতার এই মাসে
সকল বীর শহীদদের প্রতি
আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ইমরান খানের অপসারণ কেন চাইছেন বিরোধীরা -আল-জাজিরার বিশ্লেষণ

৮ পৃষ্ঠার পর

দল পাকিস্তান মুসলিম লিগনওয়াজ (পিএমএলএন) ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)।

দুর্নীতির উচ্ছেদ ও দেশে রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসেন জনপ্রিয় ক্রিকেট তারকা থেকে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা ইমরান খান। সম্প্রতি বিভিন্ন জনসভায় দেওয়া উত্তেজক ভাষণে তিনি তাঁর বিরোধীদের 'চোরের দল' আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। সেই সঙ্গে অনাস্থা ভোটে তাঁদের পরাজিত করার অঙ্গীকার করেন তিনি।

ইমরানের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরাও বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাব আনার পদক্ষেপের সময় ও তাঁদের মতলব নিয়ে সরাসরি আক্রমণ করে বক্তব্য দিচ্ছেন। যেমন: পিটিআইয়ের পররাষ্ট্রবিষয়ক পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি আন্দালিব আব্বাস আলজাজিরাকে বলেন, 'এগুলো সবই তাঁদের নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টামাত্র।' পিএমএলএনের নেতৃত্বদানকারী নওয়াজ শরিফ ও তাঁর ভাই এবং পিপিপির প্রধান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারিকে উদ্দেশ করে এ কথা বলেন তিনি।

বিরোধীরা মনে করেন, ৩৪২ সদস্যের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে অনাস্থা ভোটে ইমরান খানকে হারানোর মতো প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থ্য রয়েছে তাঁদের। ইমরানকে অনাস্থা ভোটে হারাতে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট।

আন্দালিব আব্বাস বলেন, 'তাঁরা (বিরোধী দলগুলোর শীর্ষ নেতারা) জানেন, প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তাঁদের দুর্নীতিকে ছাড় দেবেন না ও তাঁদের জবাবদিহির আওতায় আনার জোর চেষ্টা চলছে।'

তবে আত্মবিশ্বাসী বিরোধী দলগুলো সরকারের দাবি নাকচ করে অনাস্থা ভোটে জেতার আশা করছে। প্রধানমন্ত্রীকে সরাতে আগ্রহী বিরোধীদলীয় নেতাদের একজন নাভিদ কামার। পার্লামেন্টারি নেতাদের অন্যতম পিপিপির এ জ্যেষ্ঠ নেতা আল জাজিরাকে বলেন, 'এই সরকারের কর্মক্ষমতা একেবারে নাজুক। প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করছেন। বিশেষত, অর্থনীতিতে সরকারের অদক্ষতার ছাপ পড়ছে।'

নাভিদ কামার আরও বলেন, 'তাঁকে (ইমরান) নিজ দলের সদস্যরাই পরিত্যাগ করবেনড়এটি দেখা এখন সময়ের ব্যাপারমাত্র। তাঁরা তাঁকে ঘৃণা করেন এবং এ সরকার কৃত্রিমভাবে বেঁচে রয়েছে।'

বিরোধীরা মনে করেন, ৩৪২ সদস্যের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে অনাস্থা ভোটে ইমরান খানকে হারানোর মতো প্রয়োজনীয় শক্তিসামর্থ্য রয়েছে তাঁদের। ইমরানকে অনাস্থা ভোটে হারাতে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট। ইমরানকে হটাতে পিটিআইয়ের ভিন্নমতাবলম্বী সদস্য ও ক্ষমতাসীন জোটের অসন্তুষ্ট সদস্যরা ভোটের সময় বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রভাবশালী সেনাবাহিনীও ইমরানের ওপর থেকে সমর্থন তুলে নেবে বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এই ধারণা বিরোধীদের আশাকে আরও জোরালো করছে।

অনাস্থা ভোট প্রসঙ্গে নাভিদ কামার বলেন, 'যদি ইমরান খান ও জাতীয় পরিষদের স্পিকার নানা কূটকৌশল ও অপতৎপরতায় যুক্ত না হন, তবে দ্রুতই এ ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হবে।'

পার্লামেন্টে ইমরান খানের অবস্থান যে খুব পাকাপোক্ত নয়, সেটি পিটিআইয়ের ভিন্নমতাবলম্বী সাংসদ (এমএনএ) নুর আলম খানের বক্তব্যে ফুটে ওঠে। তাঁর দাবি, অনাস্থা প্রকাশে কমপক্ষে ২৪ জন ভিন্নমতাবলম্বী এমএনএ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন। আলজাজিরাকে নুর আলম বলেন, 'জাতীয় পরিষদে ভোটাভুটিতে আমরা আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাব। এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কী করতে পারেন, সেটি আমার জানা নেই। আমার মনে হয়, তাঁর যদি কিছু করার থাকে, তবে সে সময় শেষ হয়ে গেছে।' ইমরান খান সরকারের প্রতি অসন্তোষের একগুচ্ছে কারণ উল্লেখ করেছেন পিটিআইয়ের এই সাংসদ। সেগুলো হলো অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা, মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠ সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, তৃণমূল পর্যায়ের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা। এ ছাড়া দলের ভেতর যাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অতিসম্প্রতি ইমরানের দেওয়া আক্রমণাত্মক বক্তব্য অসন্তোষের আরেক কারণ। প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে নুর আলম বলেন, 'তিনি আমাদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় উসকানি দিচ্ছেন। আমাদের ঘুষখোর বলে আখ্যা দিচ্ছেন। এটা অবিশ্বাস্য।'

পাকিস্তানি রাজনীতির অন্ধকার জগতে ইমরান এখনো বিজয়ীর বেশে আবির্ভূত হতে পারেন। নিজ দলের ভিন্নমতাবলম্বী সাংসদেরা তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিলে যাতে তা বৈধ না হয়, সে লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে সরকার। এ বিষয়ে আদালতের শুনানি চলছে। এ অবস্থায় অনাস্থা ভোট পিছিয়ে আগামী সপ্তাহে গড়াতে পারে।

অনাস্থা ভোটে নিজেদের জয় নিশ্চিত করতে এখন ইমরান ও বিরোধীদলীয় নেতারাড়উভয় পক্ষ ক্ষমতাসীন জোটের দ্বারস্থ হচ্ছে। বিশেষ করে দুই পক্ষ নজর দিচ্ছে পাকিস্তান মুসলিম লিগকায়েদের (পিএমএলকিউ) সাংসদদের দিকে। দলটির নেতা পারভেজ এলাহি দীর্ঘদিন ধরেই পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদে পুনরায় ফেরার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী পদে রয়েছেন ইমরানসমর্থিত উসমান বাজদার।

পাঞ্জাব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনবহুল ও সমৃদ্ধ প্রদেশ। এখানকার মুখ্যমন্ত্রী যৌক্তিকভাবেই দেশটির দ্বিতীয় ক্ষমতাধর বেসামরিক ব্যক্তি। যাহোক, চূড়ান্তভাবে ইমরানের ভাগ্য নির্ভর করতে পারে দেশের সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গতিপ্রকৃতির ওপর। গত বছরের অক্টোবরে পাকিস্তানের গোয়েন্দা প্রধানকে অপসারণ করা নিয়ে ইমরান ও সেনাপ্রধান জেনারেল কামার বাজওয়া কয়েক সপ্তাহ ধরে নজিরবিহীন মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে ইমরান বাজওয়ার সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক ওই লড়াইয়ে হেরে যান। এর রেশ পড়তে পারে অনাস্থা ভোটে।

পিএমএলএনের জ্যেষ্ঠ সাংসদ খুররম দস্তগির বলেন, অনাস্থা ভোটে ইমরানের জয়পরাজয়ের ভাগ্য নির্ধারণে দেশের লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতি, বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বড় নিয়ামক হয়ে উঠতে পারে।

মার্কিন অনুদান নিয়ে নেপালের ওপর 'নাখোশ' চীন

৮ পৃষ্ঠার পর

দেওয়া বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে, এবং দারিদ্র্য হ্রাস করতে। তবে চীনা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বলেছে, এমসিসি কমপ্যাক্ট নেপালের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করে এবং ঝুঁকি নিয়ে আসে। গত মাসে, নেপালের প্রতিনিধি পরিষদ ক্ষমতাসীন জোটের মধ্যে কয়েক সপ্তাহের দ্বন্দ্বের পর এমসিসি চুক্তি অনুমোদন করেছে। দেশটির ক্ষমতাসীন জোট পরবর্তীতে ১২ দফা গ্রহণ করে যা স্পষ্টভাবে বলে যে দলগুলো এমসিসিকে মার্কিন সামরিক কৌশলের অংশ হিসাবে বিবেচনা করবে না। আনুষ্ঠানিকভাবে এটি পাস হওয়ায় বেইজিং নেপালি নেতাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়ন করছে, বিশেষ করে যাদের আগে বিশ্বাস করেছিল ।

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law- Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
AUTHORIZED IRS E-FILE PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES INC.

Quick Refund **IRS Authorized Agent**

Tareq Hasan Khan
CEO

Our Services

- **TAX** (Federal & State)
- **IMMIGRATION**
- **CORPORATION**
- **BUSINESS SERVICES**
- **CONSULTING**

Open 7 Days
A Week

IRS e-file

37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

American Bangladeshi CPA

SRABANI SINGH

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

INDIVIDUAL, BUSINESS AND NOT FOR PROFIT TAX
ACCOUNTING AND BUSINESS SERVICES
COVID-19 FINANCIAL SUPPORT SPECIALIST
SERVING CLIENTS IN ALL 50 STATES

FULLY REMOTE SERVICES PROVIDED WITH OPPORTUNITY TO
COMMUNICATE VIA CALL,EMAIL, INSTANT MESSAGE
ZOOM VIDEO CONFERENCING.
SERVICES PROVIDED IN ENGLISH, BENGALI, AND HINDI.
IN PERSON APPOINTMENT PROVIDED AS NEEDED IN NEW YORK AND CONNECTICUT

SRABANISINGHCPA@GMAIL.COM
929-507-6654

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

STAY SOCIAL - DO BUSINESS - FOLLOW CDC GUIDELINES TO STOP THE SPREAD OF COVID-19

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইউক্রেনের পক্ষে বাংলাদেশের ভোট, নানা আলোচনা

৫ পৃষ্ঠার পর

মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন। বৃহস্পতিবার নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের বিশেষ জরুরি অধিবেশনে প্রস্তাবটি ১৪০ ভোটে পাস হয়।

সেই সঙ্গে ঠিক এক মাস আগে শুরু হওয়া রুশ আগ্রাসনের ফলে ইউক্রেনে যে গুরুতর মানবিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, সেজন্য রাশিয়ার সমালোচনা করা হয় ওই প্রস্তাবে। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে ইউক্রেনের তোলা ওই প্রস্তাবের পক্ষে বাংলাদেশসহ ভোট দেয় ১৪০টি দেশ। রাশিয়া, বেলারুশ, উত্তর কোরিয়া, ইরিত্রিয়া ও সিরিয়া- এই পাঁচটি দেশ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। ৩৮টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল। এই প্রস্তাবের খসড়া তৈরির পর্যায়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল ৬৭ দেশ। দক্ষিণ আফ্রিকার আনা আরেকটি প্রস্তাবের ওপরও ভোটাভুটি হয়েছিল। যেখানে রাশিয়ার নামই আনা হয়নি। শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট ভোট না পাওয়ায় সেটি আর চূড়ান্ত ভোটাভুটিতে যায়নি।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর মার্চ মাসের শুরুতে রাশিয়াকে আক্রমণ বন্ধ করে সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘে আরেকটি প্রস্তাব আনা হয়েছিল। সেই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল ১৪১ দেশ। বাংলাদেশসহ ৩৫টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল। বাংলাদেশের ওই অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন বলেছিলেন, ওই প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিল রাশিয়ার সমালোচনা করা, যুদ্ধ বন্ধ করা নয়। সেখানে যুদ্ধের অবসান চাওয়া হয়নি। ওটা ছিল কাউকে দোষারোপ করার জন্য। আমরা শান্তি চাই, সেজন্য আমরা যুদ্ধ চাই না। যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরা। যুদ্ধের স্বপক্ষে আমরা ভোট দিইনি। ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ শুরুর পর থেকেই সেখানকার পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার কথা বলে আসছে বাংলাদেশ। সরকারের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনের আহ্বান জানানো হয়েছে সব পক্ষকে। দক্ষিণ এশিয়ার বড় দেশ ভারত এখন পর্যন্ত সরাসরি রাশিয়ার সমালোচনা করেনি কিংবা যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানায়নি। গত ২রা মার্চের মতো বৃহস্পতিবারও তারা জাতিসংঘে ভোটদানে বিরত ছিল। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানও একই পথ অনুসরণ করে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড সমপ্রতি তার বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কা সফরে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গও তোলেন। ঢাকায় বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব সংলাপের শুরুতেই তিনি বলেন, বৈশ্বিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের ফলে যখন 'গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক আইন হুমকির মুখে', তখন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে চায়। মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারির সফরের পর ইউক্রেন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে পারে বলে মনে করছিলেন বিশ্লেষকরা। তবে কোনো চাপের মুখে নয়, মানবিক কারণেই বাংলাদেশ এবার জাতিসংঘে ইউক্রেনের তোলা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন। ২৫ মার্চ শুক্রবার ঢাকায় এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এই প্রস্তাবে মানবিক কারণে নির্যাতিত ও আহতদের জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যেহেতু আমরা চাই, নির্যাতিত লোকের মঙ্গল হোক। সেই কারণে আমরা এই প্রস্তাবে সমর্থন করেছি। মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ডের সফরের আলোচনা এবং পশ্চিমা দেশগুলোর চাপের মুখে এই সিদ্ধান্ত কি-না, এমন প্রশ্নে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন না, সে কারণে হয়নি। এ প্রসঙ্গে মোমেন বলেন, চাপতো আমাদের কাছে অনেক আছে। কিন্তু চাপে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কখনো ভ্রুক্ষেপ করেন না, এটা আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে। তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর মেয়ে। বাংলাদেশের মঙ্গলের জন্য যা যা করার, তিনি তাই করেন। কোনো চাপের বশবর্তী হয়ে শেখ হাসিনা কাজ করেন না। আপনারা নানারকম চিন্তা, হইচই করেন। এগুলো অলিক। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইসড প্রফেসর ড. আলী রীয়াজ মনে করেন, ইউক্রেনের পক্ষ থেকে উত্থাপিত গত ২৪ মার্চ বৃহস্পতিবারের প্রস্তাবে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের কথা বলা হয়েছে এবং ইউক্রেনের শহরগুলোতে রাশিয়ার সৈন্যরা যে অবরোধ তৈরি করেছে তা তুলে নেয়ার দাবি করা হয়েছে, যা কার্যত রাশিয়ার সৈন্যদের প্রত্যাহারেরই আহ্বান। এই প্রস্তাব ২রা মার্চ জরুরি বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এই প্রস্তাবের পক্ষে মোট ভোট পড়েছে ১৪০টি, ভোট দানে বিরত থেকেছে ৩৮টি দেশ। বিপক্ষে রাশিয়াসহ ৫টি দেশ ভোট দিয়েছে। এই প্রস্তাব গৃহীত হলো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার একটি প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাওয়ার পর। নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার প্রস্তাবে বেসামরিক ব্যক্তিদের সুরক্ষা এবং সেখানে সাহায্য পাঠাবার জন্য সুযোগ তৈরির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ওই প্রস্তাবে রাশিয়ার প্রসঙ্গ উল্লিখিত ছিল না। লক্ষণীয় যে নিরাপত্তা পরিষদে ওই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল রাশিয়া এবং চীন, বাকি ১৩টি সদস্য দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। ফলে প্রস্তাব পাস হয়নি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের আজকের (বৃহস্পতিবার) ভোট সকলের মনোযোগ দাবি করে। কেননা, ২রা মার্চ এই বিষয়ে প্রস্তাবে বাংলাদেশ ভোটদানে বিরত ছিল। সেই সময় এর পক্ষে সরকার যুক্তি দিয়েছিল যে তাদের এ অবস্থান 'নিরপেক্ষতার' স্মারক। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন বলেছিলেন, বাংলাদেশ 'যুদ্ধ টুদ্ধের' বিরুদ্ধে বলে ভোট দানে বিরত থেকেছে। অতীতের এসব তথ্যাদির দিকে নজর না দিয়ে কোনো কোনো বিশ্লেষক সরকারের ভাষ্যকে সমর্থন করে অনেক ধরনের কথা বলেছেন। তারা এই জন্য সরকারের প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হননি। তারা বাংলাদেশের এই অবস্থানকে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে বাস্তবোচিত বলেও বর্ণনা করেছেন। এখন বাংলাদেশের এই অবস্থান বিষয়ে তাদের কাছে নিশ্চয় ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা শোনা যাবে। কিন্তু নতুন এই প্রস্তাবে বাংলাদেশের সমর্থনসূচক ভোট গুরুত্বপূর্ণ বলেই বিবেচনা করা দরকার।

ড. রীয়াজ আরও বলেন, বাংলাদেশের ভূমিকার বাইরেও আজকের ভোট আবারো প্রমাণ করছে যে, কূটনীতির মাঠে রাশিয়া অনেকটাই পিছিয়ে আছে। এর আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ইউক্রেনের এই প্রস্তাবের পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা একটি প্রস্তাব আনতে চেয়েছিল, যেখানে রাশিয়ার ভূমিকা বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। সেই প্রস্তাব সাধারণ পরিষদ বিবেচনায় নেয়নি। ইউক্রেনের পক্ষে বাংলাদেশের অবস্থানকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) আ ন ম মুনীরুজ্জামান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের এই ভোট আসলে মানবিক অবস্থানের পক্ষে। রেজ্যুলেশনে রাশিয়াকে আগ্রাসন থেকে সরে আসার আহ্বানও জানানো হয়েছে। তবে এখানে মানবিক সহায়তার বিষয়টিই মুখ্য হয়ে এসেছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীর বিষয় টেনে এনে তিনি বলেন, মানবিক কারণে যেমন বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের জায়গা দিয়েছে, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। একই আঙ্গিকে মানবিক সহায়তার ইস্যুতে সকলেরই উচিত ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন দেয়া। রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে মনে করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. সাহাব এনাম খান। তিনি বলেন, ইউক্রেনে আক্রমণ হয়েছে এবং সেখানে মানবিক বিপর্যয় ঘটছে- এটা ডকুমেন্টেড। তাই দেশটিতে মানবিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে পক্ষে ভোট দেয়ায় বাংলাদেশের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বাংলাদেশকেও শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এতে বহুপাক্ষিক সহায়তা প্রাপ্তির একটা বিষয় রয়েছে। সুতরাং, মানবিক সহায়তার ইস্যুতে বাংলাদেশ নিরপেক্ষ অবস্থান নেয়নি। বাংলাদেশের সংবিধান ও পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী এটা করার সুযোগ নেই।সূত্র মানবজমিন

আমরা মানবিক দেশ, তাই ইউক্রেনের পক্ষে ভোট

- পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

ঢাকা: ইউক্রেনের মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সর্বশেষ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়ার বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, মানবিক কারণে ইউক্রেন প্রস্তাবে হ্যাঁ ভোট দিয়েছে বাংলাদেশ। কারণ মানবিক ইস্যুতে আমরা সবসময় অত্যন্ত সোচ্চার। তিনি বলেন,আমরা মানবিক কারণে ভোট দিয়েছি। আমরা বিশ্বে মানবিক দেশ হিসেবে পরিচিত। মানবিক ইস্যুতে আমরা খুবই সোচ্চার থাকি। তাই, আমরা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছি।

২৫ মার্চ শুক্রবার রাজধানীতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

মোমেন ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদারতার কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি এখনমানবতার মা হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ কেন সাধারণ পরিষদের উত্থাপিত আগের প্রস্তাবে (২ মার্চ) ভোটদানে বিরত ছিল জানতে চাইলে আব্দুল মোমেন বলেন, তখনকার প্রস্তাবটি একতরফা ছিল, যেখানে রাশিয়াকে বর্বরভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

মোমেন বলেন,যুদ্ধ এক পক্ষের দ্বারা সংঘটিত হয় না। আপনি এক হাতে তালি দিতে পারবেন না। আমরা মনে করি ওই প্রস্তাবটি খুবই পক্ষপাতমূলক ছিল এবং এই ধরনের প্রস্তাব দিয়ে যুদ্ধ থামবে না। যুদ্ধ বন্ধ করতে উভয় পক্ষকে সমান আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মানতিতস্কি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের উত্থাপিত এর আগের প্রস্তাবে বাংলাদেশের দায়িত্বশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ মনোভাবের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন,ওই ভোটের সময় বাইরের প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও নিরপেক্ষ অবস্থান নেয়ার জন্য আমরা বাংলাদেশি পক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

একইদিন সাধারণ পরিষদের ইউক্রেনের মানবিক সঙ্কটের ওপর একটি প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে অনুমোদিত হয়েছে। যাতে লাখ লাখ বেসামরিক নাগরিক এবং তাদের বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাড়ি, স্কুল ও হাসপাতালগুলো রক্ষার জন্য অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং সুরক্ষার আহ্বান জানানো হয়।

শুধুমাত্র ৫টি দেশ যথা-রাশিয়া, বেলারুশ, সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া এবং ইরিত্রিয়া সাধারণ পরিষদের উত্থাপিত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ১৪০-৫ পক্ষে বিপক্ষ ভোটে প্রস্তাবটি পাশ হয়। রাশিয়ার মিত্র চীন, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরান ও কিউবাসহ ৩৮টি দেশ এ সময় ভোটদানে বিরত ছিল। বাংলাদেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। মোমেন বলেন, বাংলাদেশ কোনো যুদ্ধ দেখতে চায় না এবং কোনো যুদ্ধের অংশ হতেও চায় না। তিনি বলেন,আমরা সব সময়ই শান্তিপ্রিয় দেশ। বেসামরিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আমরা সর্বদা যুদ্ধের বিপক্ষে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ জনগণের দুর্ভোগ দেখতে চায় না এবং সর্বশেষ প্রস্তাবে মানুষের মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে।

শ্রীলঙ্কার এক প্রতিনিধির কথা উল্লেখ করে মোমেন বলেন, পশ্চিমা দেশগুলো বলপ্রয়োগ করে তাদের যুদ্ধের অংশীদার করার চেষ্টা করছে।তারা আমাদের পশ্চিমের রাজনীতিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিকে উদ্ধৃত করে আরও বলেন, এতে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে আমরা যুদ্ধ চাই না এবং আমরা কোনো যুদ্ধের অংশ হতে চাই না। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অংশীদারিত্ব সংলাপের পর বাংলাদেশ তার অবস্থান পরিবর্তন করেছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তর দেন, না। কোনো দেশের চাপের বিষয়ে জানতে চাইলে মোমেন বলেন, চাপ আছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সরকার কোনো চাপের কাছে মাথা নত করে না।

জাতিসংঘে ইউক্রেনের পক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান পরিবর্তন, ব্যাপক কৌতূহল

তারিক চয়ন: "আমরা শান্তি চাই, সেইজন্য আমরা যুদ্ধ চাই না। যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরা। যুদ্ধের সপক্ষে আমরা ভোট দেইনি। খসড়া প্রস্তাবটি পড়লে দেখবেন, এটা যুদ্ধ বন্ধের জন্য নয়, কাউকে দোষারোপের জন্য। আমরা শান্তি চাই। আমরা চাই না, কোথাও যুদ্ধ হোক।চ ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের নিন্দা জানিয়ে গত ২ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবে বাংলাদেশের ভোটদানে বিরত থাকার ব্যাখ্যা এভাবেই দিয়েছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন।

সাধারণ পরিষদের জরুরি ওই অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ (১৪১) দেশের সমর্থনে প্রস্তাবটি পাস হলেও তাতে ভোটদানে বিরত ছিল বাংলাদেশসহ ৩৫টি দেশ। আর সরাসরি বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল রাশিয়াসহ ৫টি দেশ। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ভোটদানে বিরত ছিল। বিরত ছিল চীনও।

সার্কভুক্ত দেশ নেপালের রাশিয়া এবং পশ্চিমা দুনিয়া উভয়ের সাথেই ভালো সম্পর্ক থাকলেও দেশটি সচরাচর যেমননিরপেক্ষে অবস্থানে থাকে, সে জায়গা থেকে সড়ে গিয়ে ইউক্রেনের পক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান নেয়। একই অবস্থান নিয়েছিল ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপও। আরেক ছোট আয়তনের দেশ ভুটানও যেখানে অতি ঘনিষ্ঠ এবং বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের অবস্থানের বাইরে গিয়েছোট দেশের উপর বড় দেশের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছিল, সেখানে বাংলাদেশের এমন অবস্থান কূটনৈতিক অঙ্গনে নানা আলোচনার জন্ম দেয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন হয়তো সেকারণেইযুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরা, যুদ্ধের সপক্ষে আমরা ভোট দেইনি ইত্যাদি বলে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেছিলেন।

এর আগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন থেকে রাশিয়ান সেনাদের দ্রুত সরিয়ে নিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছিল রাশিয়া। সেখানে ভোটাভুটিতে অংশ নিয়ে ১৫ দেশের মধ্যে সমর্থন জানায় ১১টি দেশ। আর ভোট দেওয়ায় বিরত ছিল ভারত, চীন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। সেজন্য ভারতকে ধন্যবাদও জানায় রাশিয়া। ভারতে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ডেনিস আলিপভ চলতি মাসের শুরুতেই বলেছিলেন, "ইউক্রেনের সঙ্কটে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের জন্য রাশিয়া ভারতের কাছে কৃতজ্ঞ এবং নয়াদিল্লি সেটার গভীরতা বুঝতে পারে।চ শুধু ভারতই নয়, জাতিসংঘে নিজস্ব অবস্থানের জন্য বাংলাদেশকেও ধন্যবাদ জানায় রাশিয়া। বৃহস্পতিবার ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দার মান্টিটাস্কি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "কথিত ভোটের সময় বাইরের প্রচণ্ড চাপ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ নিষ্ক্রিয় অবস্থান নেয়। সে জন্য বাংলাদেশের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশ ভোটদানে বিরত ছিল। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন খুব সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং, এ বিষয়ে বাড়তি কিছু বলার নেই। কিন্তু, রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছুক্ষণ বাদেই খবর আসে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইউক্রেন বিষয়ক একটি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেও পূর্বের ন্যায় ভোটদানে বিরত ছিল ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, চীন (মোট ৩৮টি দেশ)। প্রস্তাবের পক্ষে ১৪০ টি এবং বিপক্ষে (রাশিয়া সহ) ৫টি দেশ ভোট দিয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের এমন দ্রুত অবস্থান পরিবর্তনকে ঘিরে সচেতন মহলে শুরু হয়েছে ব্যাপক কৌতূহল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন অবশ্য ইতিমধ্যেই এবারের প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদানের কারণ ব্যখ্যা করেছেন। শুক্রবার সকালে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "রেজুলেশনের (প্রস্তাবের) পক্ষে ভোট দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে মানবিকতা। বাংলাদেশ সারা বিশ্বে মানবিক দেশ হিসেবে সুপরিচিত। আমরা সবসময় শান্তির পক্ষে এবং যুদ্ধের বিপক্ষে। যে কোন যুদ্ধে সাধারণ নাগরিক সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এটি আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। জাতিসংঘের রেজুলেশনে বলা হয়েছে, যারা নির্যাতিত এবং আহত হয়েছে তাদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য। যেহেতু আমরা চাই, যারা নির্যাতিত হয়েছে তারা সব ধরনের সুবিধা পাক, সেই জন্য আমরা এ রেজুলেশনে রাজি হয়েছি।চ আগেরটাতে মনে হয়েছিল এক পক্ষকে দোষারোপ করা হচ্ছে, বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

তবে, এবারের গৃহীত প্রস্তাবটি ২ মার্চ গৃহীত প্রস্তাব থেকে ভিন্ন কিছু নয় বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর আলী রীয়াজ যেমন বলছেন, "ইউক্রেনের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এই প্রস্তাবে রাশিয়ার সমালোচনা করা হয়েছে এই বলে যে, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে শোচনীয় মানবিক বিপর্যয় তৈরি হয়েছে। প্রস্তাবে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের কথা বলা হয়েছে এবং ইউক্রেনের শহরগুলোতে রাশিয়ার সৈন্যরা যে অবরোধ তৈরি করেছে তা তুলে নেয়ার দাবি করা হয়েছে, যা কার্যত রাশিয়ার সৈন্যদের প্রত্যাহারেরই আহবান। আজকে গৃহীত এই প্রস্তাব ২ মার্চ জরুরি বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব থেকে ভিন্ন কিছু নয়।চ যাই হোক। জাতিসংঘে বাংলাদেশের এবারের অবস্থান সকলের মনোযোগ খুব বেশি আকর্ষণ করার পেছনে অন্য কারণও আছে। এবারের প্রস্তাবটি উত্থাপিত হওয়ার ঠিক আগেই বাংলাদেশ সফর করে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড। দক্ষিণ এশিয়ায় নিজের ত্রিদেশীয় সফরের অংশ হিসেবে ঢাকা সফর শেষে তিনি ভারতে যান এবং সেখান থেকে শ্রীলঙ্কা গমন করেন। গত ১০ ডিসেম্বর গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র্যা ব এবং র্যা বের সাবেক ও বর্তমান সাতজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ওই নিষেধাজ্ঞার ঠিক ১০০ দিনের মাথায় ১৯ মার্চ তিন দিনের জন্য বাংলাদেশ সফরে ঢাকা পৌঁছেন বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্র বিষয়ক অন্যতম শীর্ষ কর্মকর্তা ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড। বাংলাদেশ-মার্কিন অংশীদারিত্ব সংলাপের সূচনা বক্তব্যেই ইউক্রেন ইস্যু তুলে তিনি বলেছিলেনরাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকালীন সময়ে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের হুমকি রয়েছে। তিনি বেশ সোজাসাপ্টাই জানান, যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটে বাংলাদেশকে পাশে চায়। ওদিকে, বাংলাদেশ সফর শেষে ভারতে পৌঁছেও মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি দেশটির সংবাদ মাধ্যমএনডিটিভিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ইউক্রেন সংঘাতের প্রসঙ্গ টানেন। গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে অবশ্যইরাশিয়া ও চীনের মতো স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে মন্তব্য করে তিনি বলেন, "পুতিনের সিদ্ধান্তের কারণে গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে এবং রাশিয়ার বিপরীতে তাদের অবস্থান গড়ে তুলতে হবে। গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে অবশ্যই রাশিয়া ও চীনের মতো স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। বিশেষ করে এই মুহূর্তে যখন রাশিয়া এবং চীনের মতো স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলো দেখাচ্ছে যে তারা শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য কতোটা হুমকি হতে পারে।চসূত্র মানবজমিন

প্ল্যান্ট-বেসড কোভিড টিকা, বাংলাদেশ কি পারবে সম্ভাবনাময় এ প্রযুক্তি কাজে লাগাতে

১৭ পৃষ্ঠার পর

পারে। যেহেতু অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ইনভেস্টমেন্ট একটা বড় ব্যাপার, তাই কম ইনভেস্টমেন্টে এমন প্রযুক্তিগুলোতে আমরা সহজেই মানিয়ে নিতে পারি। আমরা যদি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার কথা বলি, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে প্রচুর পরিমাণে স্টার্ট-আপ কোম্পানিকে প্রণোদনা দিয়ে থাকে। চাকরির বাজারে বড় বড় কোম্পানির চেয়ে এসএমই (স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম সাইজ এন্টারপ্রাইজ) কোম্পানিতেই চাকরির আধিক্য দেখা যায় এবং এরাই একসময় উদ্ভাবনের দুয়ার খুলে দেয়, যা বড় কোম্পানিগুলোর পক্ষে সম্ভব হয় না। কেননা তারা ট্র্যাডিশনাল বিজনেস পলিসির বাইরে তেমন বের হতে চায় না। কোভিড-১৯ টিকা উদ্ভাবনে বায়োএনটেক, মডার্না, সিনোভ্যাক, মেডিক্যাগো তারা প্রায় সবাই নতুন, যাদের বয়স ২০ বছরের মধ্যে। আগে বিশ্বে তাদের পরিচিতি ছিল না বললেই চলে। বড় কোম্পানিগুলোর মধ্যে জনসন অ্যান্ড জনসনই এখানে ব্যতিক্রম। তবে ফাইজার বা মিতসুবিশির মতো বড় কোম্পানিগুলো পরে এগিয়ে এসেছে বায়োএনটেক ও মেডিক্যাগোকে সহায়তা করতে। বাংলাদেশের তারুণ্যনির্ভর মেধাবীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে প্রযুক্তি বিপ্লবের ক্ষেত্রে। যেহেতু কর্মসংস্থান একটা বড় চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের জন্য, স্টার্ট-আপ কোম্পানিকে বিকশিত হতে দিলে, একদিকে যেমন সরকারি চাকরিতে চাপ কমবে, মেধা পাচার কম হবে, মেধার অপচয় কম হবে (দুঃখজনক হলেও সত্য, এখন সবাই বিসিএস ক্যাডার হতে চায়), মেধার যথাযথ ব্যবহার হবে, তেমনি অন্যদিকে বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশকে মর্যাদা নিয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। আর যাই হোক, ধার করা জিনিস দিয়ে মর্যাদা বেশি দিন রক্ষা করা যায় না। বাংলাদেশকে নিজস্ব প্রযুক্তিতে শক্তিশালী হতেই হবে এবং সেটা হতে পারে তরুণদের যথাযথ কাজের জায়গা তৈরি করার মাধ্যমেই। নূর আলম, পিএইচডি বায়োসায়েন্স গবেষক, ইউনিভার্সিটি অব নিউ ব্রান্সউইক, ফ্রেডেরিক্টন, কানাডা। দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ‘প্রথম ধাপ’ শেষ, ঘোষণা মস্কোর

৫ পৃষ্ঠার পর

জ্বালানি তেল সরবরাহ করত দেশটির সরকার।

মস্কোর এ দাবি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কিয়েভের সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সিএনএন। তারা মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে দেশটির দিনিপ্রো অঞ্চলের জরুরি সেবা বিভাগ জানায়, শহরের সামরিক ইউনিটে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। এতে দুটি ভবনে আগুন ধরে যায় এবং পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়। তবে সেখানে কতজন হতাহত হয়েছেন, তা জানা যায়নি। এদিন দক্ষিণাঞ্চলীয় মাইকোলাইভেও বিমান হামলা হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, এতে শহরের একটি বিদ্যালয় ও মেয়র কার্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

চেরনিহিভের আঞ্চলিক গভর্নর ভিলেসলেভ চোয়াস বলেন, নগরীতে হামলা চালিয়ে একেবারে বিচ্ছিন্ন করেছে রুশ সেনারা। শত্রুরা শহরটি অবরুদ্ধ করে বিমান হামলা ও গোলাবর্ষণ করছে। এ ছাড়া খারকিভে বিমান হামলায় চারজন ও সুমিতে দুই শিশু নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে খারকিভে মেডিকেল সেন্টারে বিমান হামলার খবর পাওয়া গেছে। এ ছাড়া রুশপন্থি বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত লুহানস্কে রাশিয়ার বিমান হামলায় অন্তত দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা এ পর্যন্ত ৪৬৭ ক্ষেপণাস্ত্রসহ ১৮০৪ বার বিমান হামলা চালিয়েছে। তবে রুশ বাহিনীকে স্থল অভিযানে ইউক্রেন শক্তভাবে প্রতিরোধ করছে বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে।

গতকাল ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গোয়েন্দা প্রতিবেদনের বরাতে জানায়, ইউক্রেনের বাহিনী পূর্বাঞ্চলীয় কিছু শহরের পুনর্নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রুশ বাহিনীকে পিছু হটাতে বাধ্য করেছে। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন,ও ইউক্রেনীয়রা বিজয়ের কাছাকাছি যাচ্ছে। দেশকে অবশ্যই শান্তির দিকে অগ্রসর হতে হবে, আমাদের প্রতিরোধে সেদিকে যাচ্ছে দেশ। আমরা এক মিনিটের জন্যও নীরব থাকতে পারি না। এরই মধ্যে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফে রুশ সেনাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশনা দিয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে,ও রুশ সেনারা! পাশে অস্ত্র রাখুন। হাত বা ফুল তুলে ধরুন। চিৎকার করে বলুন, আমি আত্মসমর্পণ করছি।

গতকাল ইউক্রেন দাবি করেছে, রাশিয়ার ব্যবহার করা ৫৯ শতাংশ ক্ষেপণাস্ত্র ত্রুটিপূর্ণ। মস্কো এ পর্যন্ত ১২শ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। যার ৫৯ শতাংশ অবিস্ফোরিত রয়েছে। তবে এ তথ্য নিরপেক্ষ সূত্রে যাচাই করতে পারেনি সংবাদমাধ্যমগুলো।

রাশিয়ার এ হামলায় এ পর্যন্ত এক হাজার ৩৫ জন বেসামরিক নিহত হয়েছেন বলে দাবি জাতিসংঘের। তাদের মধ্যে ১৩৫ শিশুও রয়েছে। ইউক্রেনে জাতিসংঘের মানবাধিকারকর্মীরা বলেছেন, মারিউপোলে গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাতে দুই শতাধিক মরদেহ রয়েছে। জাতিসংঘ আরও জানায়, রুশ নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলোতে গুমের ঘটনা ঘটছে। বেসামরিক ইউক্রেনীয়দের আটকের ৩৬টি ঘটনা যাচাই করেছে জাতিসংঘ।

এদিন ইউক্রেনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায়, মারিউপোলের থিয়েটারে গত সপ্তাহের বোমা হামলায় সম্ভবত ৩০০ জন মারা গেছে। এ হামলার জন্য রাশিয়াকে দায়ী করা হলেও তারা বোমা হামলা চালানোর বিষয়টি অস্বীকার করে আসছে।

গত ২৫ মার্চ ইউক্রেনের সেনাবাহিনী জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় একজন জেনারেলসহ দুইশ রুশ সেনা নিহত এবং ১২টি ট্যাঙ্ক ও দুটি যুদ্ধবিমান ধ্বংস করা হয়েছে। আর রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র কোনাশেনকভ জানান, গত এক মাসে ইউক্রেনের ২৬০টিরও অধিক ড্রোন, এক হাজার ৫৮০টিরও বেশি ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া যান ও ২০৪টি বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংস করছে রুশ বাহিনী। খবর বিবিসি ও নিউইয়র্ক টাইমস, আলজাজিরা ও দ্য গার্ডিয়ানের।

পুতিনের জন্য ইউক্রেন যুদ্ধ বিপজ্জনক দিকে মোড় নিচ্ছে?

মস্কো: রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ইউক্রেনের যুদ্ধ একটি নতুন, সম্ভবত আরও বিপজ্জনক দিকে মোড় নিচ্ছে। এক মাস লড়াইয়ের পর সংখ্যায় অনেক কম থাকা ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর প্রতিরোধে থমকে আছে রুশ সেনারা। এমন পরিস্থিতিতে পুতিনের সামনে কঠোর বিকল্প রয়েছে- কীভাবে ও কখন স্থলবাহিনীকে পুনরায় শক্তিশালী করবেন, ইউক্রেনীয় বাহিনীকে পশ্চিমাঞ্চলে আক্রমণ করবেন কিনা এবং যুদ্ধের ব্যয় কতটা বাড়াবেন বা সংঘাত কতটা বিস্তৃত করবেন।

ইউক্রেনে দ্রুত জয়লাভে ব্যর্থতার পর নিষেধাজ্ঞাসহ আন্তর্জাতিক নিন্দা ও চাপের মুখে পিছু হটছেন না পুতিন। মোটা দাগে পুতিনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব। কিন্তু রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচারিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, রাশিয়াতে যুদ্ধের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন রয়েছে।

ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা কম। কিন্তু তারা ন্যাটো ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া প্রশিক্ষণের সুবিধা পাচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে বিদেশি অস্ত্র ও নৈতিক সমর্থন। তারা আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাসের নতুন ইঙ্গিত দিচ্ছে। যে আক্রমণকারী বাহিনী নিজেদের পুনরায় সংগঠিত করতে হিমশিম খাচ্ছে।

ইউক্রেনে এখন পর্যন্ত রাশিয়ার বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করতে না পারা এই যুদ্ধের অবাক করা ঘটনা হতে পারে। পুতিনের নেতৃত্বে দুই দশক ধরে আধুনিকায়নের পরও তার বাহিনীর প্রস্তুতি ছিল দুর্বল, সমন্বয়ে দুর্বলতা এবং আশ্চর্যজনকভাবে ঠেকিয়ে দেওয়ার মতো। যুদ্ধে রুশ সেনাদের হতাহতের সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি। যদিও ন্যাটো ধারণা করছে, প্রথম চার সপ্তাহে ইউক্রেনে রাশিয়ার ৭ হাজার থেকে ১৫ হাজার সেনা নিহত হয়েছে। আফগানিস্তানে এক দশকের যুদ্ধেও প্রায় রাশিয়ার এত সেনার প্রাণহানি হয়েছিল।

সিআইএ'র সাবেক প্রধান ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটস বলেন, সেনাবাহিনীর দক্ষতায় পুতিন হয়তো অত্যাশ্চর্যভাবে হতাশ। ইউক্রেনে আমরা দেখছি রুশ সেনারা আক্রমণের কারণ জানে না, তাদের প্রশিক্ষণ খুব ভালো না এবং কমান্ড ও কন্ট্রোলে অনেক বড় সমস্যা রয়েছে।

বাইরে থেকে যুদ্ধক্ষেত্র নিয়ে নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ করা কঠিন। কিন্তু কয়েকজন পশ্চিমা কর্মকর্তা বলছেন, তারা ইউক্রেনে সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করছেন। ওয়াশিংটনে যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে এয়ার ভাইস-মার্শাল মাইক স্মিথ জানান, ব্রিটিশ গোয়েন্দা পর্যালোচনা অনুসারে ইউক্রেনের সেনারা কিয়েভের পশ্চিমাঞ্চলীয় দুটি শহর রুশ বাহিনীর কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করেছে।

বুধবার এক বিবৃতিতে স্মিথ বলেন, ইউক্রেনের সফল পাল্টা আক্রমণে রুশ সেনাদের পুনরায় সংগঠিত ও কিয়েভে আক্রমণ করা বিঘ্নিত হতে পারে।

বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের নৌবাহিনী জানায়, তারা বারদিয়ানস্ক বন্দর শহরে রাশিয়ার একটি বড় যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করেছে।

ইউক্রেনীয়দের দৃঢ় প্রতিরোধের মুখে পড়া রুশ বাহিনী শহরাঞ্চলে বোমাবর্ষণ শুরু করেছে। কিন্তু এরপরও তারা যুদ্ধের মূল লক্ষ্য কিয়েভ দখলে তেমন কোনও অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। বুধবার পেন্টাগন জানিয়েছে, কিয়েভের দিকে অগ্রসর হওয়া বাদ দিয়ে কিছু রুশ শহরটির উপকণ্ঠে রক্ষণাত্মক অবস্থান নিচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রুশ সেনারা ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে।

আটলান্টিক কাউন্সিলর প্রকাশিত এক পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, রাশিয়ার বড় ধরনের অগ্রগতির সম্ভাবনা কম।

২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে আক্রমণ শুরুর আগে মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা আশঙ্কা করেছিলেন, পুতিন খুব স্বল্প সময়ে কিয়েভ দখল করে নেবেন। হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী পরাজিত হবে। পুতিনও হয়তো এমন দ্রুত জয়ের বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন। এ কারণেই যুদ্ধের শুরুতে ইলেক্ট্রনিক যুদ্ধাস্ত্র ও সাইবার হামলা সীমিতভাবে চালিয়েছেন।

দ্রুত কিয়েভ দখলে ব্যর্থতার পর পুতিন ইউক্রেনীয় শহরগুলোর বিরুদ্ধে অবরোধ ও বোমাবর্ষণের কৌশল বাস্তবায়ন শুরু করেছেন।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি বিষয়ক অধ্যাপক স্টিফেন বিডল জানান, পুতিনের যুদ্ধনীতি পরিবর্তনের কারণ হতে পারে তিনি হয়তো আশা করছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি হাল ছেড়ে দেবেন।

বিডল বলেন, এই পরিকল্পনায় ফল আসার সম্ভাবনা কম। নির্দোষ বেসামরিকদের হত্যা, তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করার ফলে ইউক্রেনীয়দের প্রতিরোধ ও সংকল্পকে আরও দৃঢ় করবে।

পেন্টাগনের প্রেস সচিব জন কিরবির মতে, ইউক্রেনের সেনাবাহিনী কিছু এলাকায় পাল্টা হামলা শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রসহ ন্যাটো মিত্ররা বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ও সশস্ত্র ড্রোনসহ গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ও সরঞ্জামের সরবরাহ বাড়ালেও ইউক্রেনকে অসম যুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। জাহাজবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রসহ দূরপাল্লার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইউক্রেনকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি জানিয়েছেন বাইডেন। গত সপ্তাহে তিনি ইউক্রেনের জন্য ৮০০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র প্যাকেজের অনুমোদন দিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর সাবেক জেনারেল ও ইউরোপে ন্যাটোর শীর্ষ কমান্ডার হিসেবে কাজ করা পিলিপ ব্রিডলাভ জানান, ইউক্রেন হয়তো সরাসরি যুদ্ধ জিতবে না। কিন্তু এই ফল আলোচনার টেবিলে জেলেনস্কিকে সুবিধা দেবে।

তিনি বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়া পরাজিত হবে বলে আমি মনে করি না। কারণ, রাশিয়ার রিজার্ভে আরও অনেক সেনা রয়েছে। কিন্তু রাশিয়াকে যে ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হতে হবে তা বিবেচনায় নিলে ইউক্রেনকে জয়ী শক্তি দেখা যাবে। ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ে ইউক্রেনের সঙ্গে হয়তো রাশিয়া একটি চুক্তির পর সেনা প্রত্যাহার করতে পারে। আমি মনে করি এমন একটি সুযোগ রয়েছে। এপি অবলম্বনে।

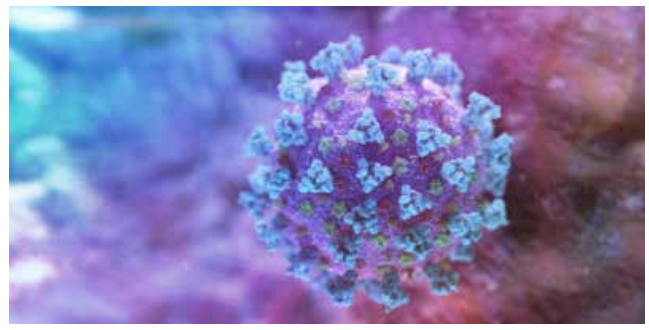

ক্রমেই কি শক্তিশালী হয়ে উঠছে ভাইরাসটি?

১৭ পৃষ্ঠার পর

অন্যদিকে, হোয়াইট হাউস প্রধান স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ডঃ অ্যান্থনি ফাউসি বলেন, ওমিক্রনের থেকে ইঅ.২ অনেক বেশি প্রায় ৬০ শতাংশ সংক্রামক। তবে প্রাণঘাতী হতে পারে এমনটা নয়। সংক্রামক প্রকৃতি হলেও মারণ ক্ষমতা সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি।

চিন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইউরোপে নতুন করে এই ভাইরাসের দাপট দেখা যাচ্ছে। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অ্যান্থনি ফাউসি বলেন, সঠিক সময়ে টিকাকরণ, বুস্টার ডোজ নিলেই এই ভাইরাসকে কিছুটা হলেও রোখা যেতে পারে।

অনেক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ইঅ.১ এর থেকে ইঅ.২ ৩০ শতাংশ বেশি সংক্রামক হতে পারে। তবে এই ভাইরাসটিকে চোরা ওমিক্রন প্রজাতির মধ্যেই ফেলা হচ্ছে। কারণ এটিকে খুব সহজে শনাক্ত করা যাচ্ছে না।

অন্যদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে বলা হয়েছে ইঅ.১ এবং ইঅ.২ জিনগতভাবে অনেকটাই আলাদা। কিছু মিল আছে ঠিকই। কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিবর্তন হওয়ায় দুই উপপ্রজাতির স্পাইক প্রোটিনের চরিত্র আলাদা। তাই ডিএনএর দিক থেকেও এর চরিত্র অনেকটাই সংক্রমক।

দ্রুত সংক্রমণ ছড়াচ্ছে কোভিডের নতুন রূপ, আমেরিকা, ইউরোপের নানা দেশে বাড়ছে উদ্বেগ

১৭ পৃষ্ঠার পর

‘স্টেলদ ভেরিয়েন্ট’ বলেন কেউ কেউ। আমেরিকার সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন জানিয়েছে, প্রতি সপ্তাহেই যেন লাফিয়ে বাড়ছে এই নতুন ভেরিয়েন্টে আক্রান্তের সংখ্যা।

ওমিক্রনের এই নতুন ভেরিয়েন্টের সংক্রমণে আশঙ্কার চিত্র দেখা যাচ্ছে ব্রিটেনেও। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সে দেশে কোভিডে আক্রান্তদের মধ্যে ৫০ শতাংশের দেহেই রয়েছে নতুন ভেরিয়েন্টের উপস্থিতি। আর তার পরেই বাড়তে শুরু করেছে সংক্রমণ। যদিও আক্রান্তের উপসর্গ খুব মারাত্মক নয়, কিন্তু এই স্ট্রেনটিতে সম্ভাবনা রয়েছে বার বার আক্রান্ত হওয়ার। ফলে, কোভিডে আক্রান্ত হওয়া ও সেরে ওঠার মাঝের সময়কালটি ক্রমশ বাড়ছে। যা নিয়ে স্বভাবতই চিন্তিত চিকিৎসকেরা।

ক্রমবর্ধমান আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে নাজেহাল চিনও। ‘জিরো কোভিড’ পলিসি নিয়ে চলা দেশটির একের পর এক শহরে লকডাউন ঘোষণা হচ্ছে। রাতারাতি ন'লক্ষ বাসিন্দা থাকেন এমন একটি শহরে লকডাউন ঘোষণা করেছে চিন। মঙ্গলবার চার হাজারেরও বেশি কোভিড আক্রান্ত ধরা পড়েছে। আগেও শেনজেন নামে একটি শহর লকডাউন করেছে চিন। ওমিক্রনের ধাক্কায় বেসামাল চিনের বেশ কিছু এলাকা। জোর দেওয়া হয়েছে পরীক্ষা ও শহর অনুযায়ী লকডাউনে। তার মধ্যেও গত এক বছরে এই প্রথম দু'জনের মৃত্যুও হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ওমিক্রনের প্রথম ভেরিয়েন্ট অর্থাৎ বিএ.১ ও এই নতুন বিএ.২ ভেরিয়েন্টের মধ্যে মূলত জিনগত সিকোয়েন্সে ফারাক রয়েছে। রয়েছে কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড ও স্পাইক প্রোটিনের পার্থক্যও। যে ফারাকের কারণে এই ভেরিয়েন্টটি অতি সংক্রামক।

ডায়াবেটিসের নতুন কারণ আবিষ্কার

১৪ পৃষ্ঠার পর

কম ছিল এবং পরে বেড়েছে তাদের ডায়াবেটিস হয়নি। এনজাইমটি যাদের অন্ত্রে কম ছিল, তাদের ফাস্টিং সুগার বৃদ্ধির মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ। এর মাত্রা বেশি হলে স্থূল বা মোটা মানুষেরও ডায়াবেটিস হয় না।

তিনি জানান, স্টুল (মল) পরীক্ষা করে, কারও শরীরে আইপিএ কম আছে কিনা-তা ৩ মিনিটের মধ্যে জানা যাবে। এনজাইমটির স্বল্পতার কারণে যাদের ঝুঁকি রয়েছে, তারা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে ডায়াবেটিস মুক্ত থাকতে পারবেন।

স্টুল পরীক্ষার জন্য মাঠপর্যায়ে তার প্রস্তুতকৃত কিট ব্যবহারের জন্য নীতিনির্ধারক ও সরকারের কাছে সহায়তা চেয়েছেন এই গবেষক।

সংবাদ সম্মেলনে ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি ডা. একে আজাদ খান বলেন, যাদের আইএপি কমে যায়, জেনেটিক কারণ, ইনসুলিন রেজিস্টেন্স, কায়িক পরিশ্রমের ঘাটতিসহ বিভিন্ন কারণে হয় ডায়াবেটিস।

তবে ইনটেস্টিনাল (অন্ত্রে) অ্যালকাইন ফসফেট (আইপিএ) নামক একটি এনজাইমের ঘাটতিও ডায়াবেটিস রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি। এটি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার।

এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরাও বড় কাজ করতে সক্ষম। আমি মনে করি, ‘এ আবিষ্কার হবে যুগান্তকারী, যা ডায়াবেটিক প্রতিরোধে বড় অবদান রাখবে।’

সংবাদ সম্মেলনে আরেক গবেষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক সালেকুল ইসলাম জানান, যাদের দেহে এ এনজাইমের পরিমাণ কম তাদের এনজাইম দেওয়া সম্ভব হলে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে-হলুদ, জিরা ও লাল ক্যাপসিকাম খেলে আইপিএ অ্যানজাইম বাড়ে। তবে এখনো মানব দেহে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করা হয়নি।

গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিল বারডেম, ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির এক দল গবেষক।

২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী সারা বিশ্বে বর্তমানে ৫৪ কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এর তিন-চতুর্থাংশ বাস করে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। অন্যদিকে বাংলাদেশে ডায়াবেটিক সমিতির সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে এ রোগীর সংখ্যা ৮৪ লাখের বেশি।

যে সব লক্ষণে বুঝবেন এখনই আপনার চিনি খাওয়া বন্ধ করা উচিত

১৪ পৃষ্ঠার পর

চিনি খাওয়া কিন্তু ঠিক নয়। এর চাইতে বেশি পরিমাণে খেলেই দেখা দেয় একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন যাঁরা দিনের মধ্যে বড় ৬ চামচ চিনি খান এবং সারাদিনে ৩৬ গ্রামের বেশি চিনি খান। আর অতিরিক্ত চিনি খেলে শরীরে বেশি পরিমাণ ক্যালোরিও যায়।

আর তাই চিনির পরিমাণ কমাতে হলে প্রথমেই তালিকা থেকে বাদ দিন কোল্ড ড্রিংক। সেই সঙ্গে চায়ে মিষ্টি খাওয়াও একেবারে বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও রোজকার খাদ্যাভ্যাসে আনুন পরিবর্তন। কারণ চিনি না কমালে কোনও ভাবেই চর্বি ঝরবে না। প্রয়োজনে ডায়াটেশিয়ানের সঙ্গে কথা বলুন। কখনও বুঝবেন আপনার চিনি ছাড়ার সময় এসেছে-

দিনের বেলায় ক্লান্ত- দিনের বেলাতেও ক্লান্তি ঘিরে ধরছে শরীরে। কাজ করার কোনও রকম এনার্জি পাচ্ছে না। তবে এই সমস্যা যে শুধুমাত্র সুগার থাকলেই হবে তা কিন্তু নয়। যাঁরা অতিরিক্ত চিনি খান তাঁদেরও এই সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও এই সব সমস্যা থেকেই কিন্তু পরবর্তীতে আসে সুগারের সমস্যা। শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিও অবশিষ্ট থাকে না।

ওজন কমছে-বাড়ছে- ওজন স্থির নেই। তিন মাস আগে ওজন কমলে তিনমাস পর তা বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ চর্বি জমছে। এই সব সমস্যার কারণ কিন্তু অতিরিক্ত চিনি খাওয়া। নিজের অজান্তেই চিনি বেশি খেয়ে ফেলছেন। আর চিনি বেশি খেলে এই সব সমস্যা আসবেই। যে কারণে চকোলেট, মিষ্টি, চিজ, মিষ্টি পানীয় যতটা কম খেতে পারেন ততই ভাল।

ত্বকে সমস্যা- হঠাৎ করে ত্বকে কোনও সমস্যা হওয়া বা ত্বকে ছোপ পড়া কিন্তু মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। তা হতে পারে চিনি বেশি খাওয়ার জন্য। সুগার বাড়লে বা চিনি বেশি খাওয়া হলে হরমোন ঠিকমতো কাজ করে না। তখন ঘাড়ের পাশে, পায়ের পেশিতে এই রকম ছোপ পড়ে যায়।

ঠিক মতো ঘুম না হওয়া- দিনের পর দিন ইনসমনিয়ার সমস্যা হলে, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে এবং ৩-৪ ঘন্টার মত ঘুম হলে বুঝতে হবে সরীরে কোনও সমস্যা হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু তা চিনি খাওয়ার জন্য হয়। আর তাই এবার আপনাকে থামতে হবে।

নাক ডাকার ৩ কারণ

১৫ পৃষ্ঠার পর

ডিপ স্লিপ হলো ঘুমের এমন একটা পর্যায়, যখন গলা-মুখ-জিহ্বার পেশীসমূহ সবচেয়ে বেশি রিলাক্সে থাকে এবং মস্তিষ্কের তরঙ্গ সবচেয়ে বেশি ধীর হয়। একারণে ডিপ স্লিপ স্টেজে নাক ডাকার প্রবণতা বেড়ে যায়, জানান ডা. গুরুবাগবাতুল। নাক ডাকা এড়াতে বা কমাতে আমেরিকান একাডেমি অব স্লিপ মেডিসিনের পরামর্শ স্মরণে রাখতে পারেন- প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিরাতে কমপক্ষে সাত ঘন্টা ঘুমানো উচিত।

স্লিপ এপনিয়া

ঘুমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস জনিত একটি সমস্যা হলো স্লিপ এপনিয়া। এই সমস্যার সবচেয়ে প্রচলিত উপসর্গ হলো নাক ডাকা। এক্ষেত্রে নাক ডাকার সময় শ্বাস নেওয়া কিছু মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে যায় ও পুনরায় শুরু হয়। রাতে অনেক বার এমন ঘটনা ঘটতে পারে, যার ফলে আপনার ঘুম সামান্য সময়ের জন্য বারবার ভেঙে যেতে পারে। স্লিপ এপনিয়া একটি বিপজ্জনক সমস্যা। এটা ঘুমের মান কমিয়ে দেয় এবং শরীরকে অক্সিজেনের অভাবে ভোগায়। আপনার স্লিপ এপনিয়া আছে কিনা যাচাই করতে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। হালকা স্লিপ এপনিয়ার ক্ষেত্রে জীবনযাপনে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন- সিগারেট ছেড়ে দিতে হবে এবং পর্যাপ্ত শরীরচর্চা করতে হবে।তীব্র স্লিপ এপনিয়ার ক্ষেত্রে ঘুমের সময় শ্বাসনালী খোলা রাখতে সিপিএপি মেশিন ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ: তিনি কেন গুরুত্বপূর্ণ

২৫ পৃষ্ঠার পর

তিনি কঠোর প্রশাসক ছিলেন, তবে দক্ষ ছিলেন। তার দীর্ঘ বিচারক জীবনে তিনি প্রায় ৫০০ নজির সৃষ্টিকারী রায় লিখে গেছেন। এসব রায় বহুবছর আমাদের বিচার বিভাগে আলো ছড়াবে। তবে এটিও সত্য যে, তিনি বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে রক্ষণশীল ছিলেন। তার কারণে বাংলাদেশের রিট মামলা সংক্রান্ত দরজাটি উন্মুক্ত হতে ৫ বছর বিলম্ব হয়েছে।

তিনি ৪ বছর প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্বপালন করেছিলেন। প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের সময় বাংলাদেশ স্বৈরশাসনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে নতুনভাবে গণতান্ত্রিক যুগে প্রবেশ করে। এই সময়ে সংবিধানের আরও উদার ও কার্যকর ব্যাখ্যার সুযোগ ছিল। কিন্তু তার নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্ট এই সুযোগ কাজে লাগায়নি।

যদিও ১৯৯৬ সালে রিট মামলার দ্বার কার্যকরভাবে উন্মুক্ত হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অপচয় রোধে তাকে ঘিরে যেসব গল্প তৈরি হয়েছে সেগুলো প্রায় প্রবাদের সমপর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তবে সেসব গল্প যে ভিত্তিহীন নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাহাবুদ্দীনের একসময়ের সহকর্মী ও পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের আত্মজীবনীতে।

লতিফুর রহমান একবার তার সরকারি বাসার জানালার পর্দা কিনেছিলেন। কিন্তু পছন্দের কাপড় কিনতে গিয়ে সরকারি বরাদ্দের চেয়ে কিছু টাকা বেশি লেগে গিয়েছিল। এই পর্দার বিল সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে যায়। তখন তিনি স্পষ্টভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন সরকারি বরাদ্দ অতিক্রম করার জন্য এবং লতিফুর রহমানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি বরাদ্দের বাইরের অতিরিক্ত টাকা নিজের পকেট থেকে বহন করেন। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল।

তিনি তার জীবনের সততা, অনমনীয়তা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য যে শুধু প্রশংসিত হয়েছিলেন তাই নয়। এ জন্য তাকে উচ্চমূল্যও দিতে হয়েছে। বিশেষ করে দুটো ঘটনা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়।

১৯৯৯ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার জননিরাপত্তা আইন বিল আকারে সংসদে উত্থাপন করে। এই আইনে কোনো অভিযুক্তকে জামিন দেওয়া যাবে না, এ রকম কঠোর বিধানসহ আরও কিছু বিধান ছিল। এ জন্য আইনটি মারাত্মক সমালোচনার মুখে পরে। সরকারি দল কৌশলে আইনটি একটি অর্থবিল হিসেবে সংসদে উত্থাপন করে।

সংবিধানের নিয়ম হলো, যদি কোনো আইন অর্থবিল হিসেবে স্বাক্ষর করার জন্য রাষ্ট্রপতির সামনে উত্থাপন করা হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি তাতে কোনো মতামত বা তার অসম্মতি জানাতে পারবেন না। ফলে, এই আইনেও রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাহাবুদ্দীন আহমদের স্বাক্ষর না দিয়ে উপায় ছিল না।

কিন্তু সরকারি দল প্রচার করে, এই আইনে রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করেছেন। এই প্রচারের মুখে রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার প্রজ্ঞা ও নিরপেক্ষতা দেশের সচেতন মানুষের সামনে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে দেখে তিনি এক বিবৃতি জানান, অর্থবিল হিসেবে আইনটি তার সামনে উত্থাপন করায় সাংবিধানিকভাবে এতে স্বাক্ষর না করে কোনো উপায় ছিল না।

এই ঘটনার কারণে তৎকালীন সরকারি দল ও তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একধরনের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। এই দূরত্ব পরবর্তীতে কমা তো দূরের কথা, বরং আরও বেড়েছিল। সেটা একপর্যায়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন, রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে চাইলে তিনি করতে পারেন, সেই স্বাধীনতা তার আছে।

যে দলের মনোনয়নে তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, সেই দলের সঙ্গে তার এই দূরত্ব পরবর্তীতে আরও বড় ধরনের সংকট তৈরি করে।

২০০১ সাল। বিচারপতি লতিফুর রহমান তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান। সেইসময় সচিব পর্যায়ে বড় বড় পদে বদলি ও নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনসহ বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গুরুতর অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেসব উদ্যোগের কিছু তৎকালীন বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর পক্ষে গেছে আর কিছু আওয়ামী লীগের দাবির বিপক্ষে গেছে।

তখন সরকারি দল মনে করেছে তাদের মনোনীত রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাহাবুদ্দীন আহমেদ যতটুকু ভূমিকা রাখতে পারতেন ততটুকু করছেন না। সেই জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হেরে যায়।

২০০১ সালের ২১ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক ঠিকানা-য় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে হবে বললেও পরে জাস্টিস সাহাবুদ্দীন বলেন, "না না, সর্বনাশ এটা করা যাবে না।চ তিনি আমাদের সঙ্গে ডার্টি রোল প্লে করেছেন। আমি জাস্টিস সাহাবুদ্দীনকে রাষ্ট্রপতি করেছি একটা সৎ উদ্দেশ্যে। কাজেই ভুল হয়েছিল এটা আমি বলব না। আর কেউ বিট্রে করলে কিছু করার নেই।

তখন সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ২০০২ সালের ৪ জানুয়ারি এক প্রতিবাদ লিপিতে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে জেতানোর মুচলেকা দিয়ে আমি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিনি। ...তাদের সব কথা শুনলে আমি ফেরেশতা, নইলে আমি শয়তান। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্যরা নির্বাচনে তার ভূমিকা সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সেসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য বন্ধ হওয়া উচিত। রাষ্ট্রপতি জনগণের সাথে বেইমানি করেছেন বলে (তিনি) ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। ... হেরে যাওয়ার পর তারা আমাকে নির্বাচন বাতিল করে রাষ্ট্রপতির অধীনে পুনরায় নির্বাচন করার অনুরোধ করেন। আমি তাতে রাজি হইনি।

তিনি বলেন, সামরিক বাহিনী গঠন ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন। নির্বাচনে সেনাবাহিনী প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কাজ করেছে। তাদের বিশেষ কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধুর হত্যা সাধারণ আদালতে করতে হবে এমন কোনো পরামর্শ দেইনি।

৪.

সাহাবুদ্দীন আহমদ তার বহুবর্ণিল কর্মময় জীবন থেকে অবসরে যান ২০০১ সালে। এরপরও ২০ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এই পুরো সময় এক কঠোর স্বেচ্ছা নিবাসনমূলক পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু কেন? একদিনও কেন জনসম্মুখে আসেননি? কোন অভিমানে?

ইতিহাসের গর্ভে এই প্রশ্নের উত্তর আছে। আরিফ খান: অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

সুপারহিট কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে ভয়ংকর বিতর্ক

৮ পৃষ্ঠার পর

সিনেমা তৈরি করেছেন। সত্য হলো, কাশ্মীর থেকে পণ্ডিতদের যখন গণপ্রস্থান হয়েছে, তখন ফারুখ আবদুল্লা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না। এটা রাজ্যপালের শাসনে হয়েছিল এবং জগমোহন তখন রাজ্যপাল ছিলেন।

ওমরের দাবি, সিনেমায় একবারের জন্যও দেখানো হয়নি, তখন কেন্দ্রে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং বিজেপি সরকারকে সমর্থন করছিল। ওমর বলেছেন, আমি পণ্ডিতদের খুন করার তীব্র নিন্দা করছি। কিন্তু কাশ্মীরে মুসলমানরাও মারা গেছেন। শিখরাও মারা গেছেন।

আমির খান যা বলেছেন

আনন্দবাজার জানাচ্ছে, আমির খান সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতীয় পরিচালক রাজামৌলীর আগামী ছবি 'আর আর আর'-এর সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন। সেখানে কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, ''আমি এখনও সিনেমাটি দেখিনি। আমি অবশ্যই দেখব। আমি মনে করি, প্রত্যেক ভারতীয়ের এই ছবি দেখা উচিত। কাশ্মীর ফাইলসে যে ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে, তা হৃদয়বিদারক। দেশবাসীর সেই ইতিহাস জানা উচিত।

আমির জানিয়েছেন, যারা মানবতায় বিশ্বাস করেন, এই সিনেমাটি তাদের মন ছুঁয়ে গিয়েছে।

বিবেক অগ্নিহোত্রীকে নিরাপত্তা

কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীর ফাইলসের নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রীকে ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দিয়েছে। সরকারি সূত্র সংবাদসংস্থা এএনআই-কে জানিয়েছে, তিনি এখন থেকে দেশের যেখানেই যান না কেন, সিআরপিএফ জওয়ানরা তার সুরক্ষা নিশ্চিত করবেন। - পিটিআই, এএনআই, এনডিটিভি

কোনো ঘোষণা ছাড়াই ভারতে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

৮ পৃষ্ঠার পর

ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ইউক্রেনের পক্ষে। এশিয়ার অনেক দেশও ইউক্রেনের দিকেই ঝুঁকে। কিন্তু ভারত ও চীন এখনো প্রকাশ্যে রাশিয়ার বিরোধিতা করেনি। জাতিসংঘে রাশিয়া নিয়ে যতবার ভোটাভুটি হয়েছে, ততবারই ভারত ও চীন ভোটদানে বিরত থেকেছে। এই পরিস্থিতিতে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সংবাদসংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, ওয়াং-এর সফরের দুইটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত, লাদাখ-পরবর্তী সময়ে আবার দুই দেশের নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা শুরু করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, এই বছরের শেষে ব্রিকস-এর বৈঠক হবে বেজিংয়ে। সেখানে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আমন্ত্রণ জানানো।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Joy Bangla
Joy Bangabandhu

DHAKA 17
COMING UP

26
MARCH

A HEARTIEST
CONGRATULATIONS
TO THE PEOPLE
OF THE COUNTRY

INDEPENDENCE DAY

TO BUILD A BETTER FUTURE NEED TO BE MORE STRONGER
WITH OUR MOTHER OF HUMANITY
THE DAUGHTER OF FATHER OF THE NATION
BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN,
THE PRIME MINISTER SHEIKH HASINA.

Z I RUSSELL
VICE PRESIDENT
METRO WASHINGTON AWAMI LEAGUE (USA)

courtesy by ZIR GROUP

পুরুষ নাকি মহিলা, কারা বেশি পরকীয়ায় লিপ্ত হয়? গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

৬২ পৃষ্ঠার পর

জটিল। কারণ এই সব কিছুই নির্ভর করে মানুষের মানসিকতার উপর। তবে এই বিষয়টিকে কিছুটা হলেও সহজ করে দিয়েছে স্পেনের করুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা।

এই গবেষণা অনুযায়ী বেশ কিছু বিষয়ে গবেষকরা আলোকপাত করেছেন, কাদের মধ্যে পরকীয়ার প্রবণতাও বেশি থাকে সেই বিষয়ে এই গবেষণা রিপোর্টে জানানো হয়েছে। গবেষক মিগুয়েল ক্লিমেন্টের নেতৃত্বে করা এই গবেষণা বলছে, 'নারসিসিজম' রয়েছে এমন মানুষদের বারবার পরকীয়া করার প্রবণতা বেশি। কি এই নারসিসিজম? মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, নারসিসিজমকে সাধারনত আত্মরতি, নিজেকে মহান ভাবা, অহংকার এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতিহীনতাকে চিহ্নিত করা হয়। গবেষক মিগুয়েলের কথায়, ''যে সব মানুষরা অন্ধকার ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সেইসব লোকেরাই সহজে স্বল্পমেয়াদি সম্পর্ক স্থাপন করে। এর মূল কারণ, সম্ভাব্য সঙ্গীর থেকে এই ধরনের প্রত্যাশা খুবই কম থাকে। এই প্রবণতা বেশি দেখা যায় পুরুষদের ক্ষেত্রে।''

এই বিষয়ে ৩০৮ জন মানুষকে নিয়ে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। ৩০৮ জন মানুষের উপর করা এই সমীক্ষায় অধিকাংশ দের গড় বয়স ছিল ১৮ থেকে ২৫। মোট অংশগ্রহণকারীর ৭৮.৩ শতাংশ ছিলেন মহিলা। পুরুষ ছিলেন শতকরা ২১.২ ভাগ। তবে মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা যথেষ্ট জটিল একটি প্রক্রিয়া। তাই একটিমাত্র সমীক্ষার ভিত্তি করে কোন বিচক্ষণ মতামতে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে করপোরেটদের মালিকানা সমস্যা তৈরি করছে

১০ পৃষ্ঠার পর

আনি। সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, পূবালী ও উত্তরা। '৭৩ সালে এ দেশে ব্যাংক শাখার সংখ্যা দেড় হাজারের কম ছিল, এখন সেটি প্রায় ১১ হাজার। এর বাইরে রয়েছে ১৩ হাজার এজেন্ট এবং ১৮ হাজার আউটলেট। আছে সেবা ব্রাঞ্চ ও এটিএম বুথ। এসব চিত্রই বলে দিচ্ছে, গত ৫০ বছরে আমাদের অর্থনৈতিক খাত কত দিক থেকে উন্নতি করেছে।

তিনি বলেন, গত ৫০ বছরে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টর প্রযুক্তিগত দিক থেকেও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বিশেষ করে মোবাইল এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে অভূতপূর্ব এগিয়েছি আমরা। আগামী ৫০ বছরে আমাদের ব্যাংক খাত কোথায় যাবে সেটা নিয়েও এখন থেকে গবেষণা হওয়া উচিত।

গভর্নর আরো বলেন, ১৯৭২ সালে আমাদের জিডিপি ছিল ৮ বিলিয়ন ডলার, ২০১৫-১৬ অর্থবছরকে ভিত্তি ধরে সেটি এখন দাঁড়িয়েছে ৪১৬ বিলিয়ন ডলার। তারপর ধরুন বাজেটের আকার। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে আমাদের বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে বেশির ভাগ ছিল বিদেশী সহায়তা। সেখান থেকে আমরা এসেছি ৬ লাখ কোটি টাকার বেশি বাজেটে। কভিডকালেও সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ব্যাংকগুলো মূল ভূমিকা রেখেছে। করোনায় মারা গেছেন ব্যাংক খাতের ১৮৮ জন কর্মী। আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের স্মরণ করছি।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর বিষয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলোর কাছ থেকে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় উল্লেখ করে গভর্নর বলেন, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের এলসি খোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো কমিশন নেয় না। শুধু পরিচালন যে ব্যয় হয় সেটি নেয়। যদি তারা কমিশন নিত, তাহলে মনে হয় ব্যাংকগুলোর মূলধন ঘাটতি হতো না। অবশ্য এটাকে খেলাপি ঋণের অজুহাত হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। তবে আমাদের প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের হার কমে আসছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা প্রশ্নে গভর্নর বলেন, প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার কিছু নেই। কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়া পেশাদারিত্বের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে কিনা সেটিই মূল বিষয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদ বলেন, গত পাঁচ দশকে ব্যাংক খাতের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ এবং সংস্কারে বড় পরিবর্তন এবং বিবর্তন এসেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায়। বিভিন্ন সময়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা হয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। তদারকি ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন আনতে পেরেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বহির্বিশ্বের প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করতে আর্থিক খাত সংস্কারের প্রক্রিয়াও অব্যাহত রয়েছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আবুল কাশেম মো. শিরিন বলেন, নব্বইয়ের দশকে বেসরকারি খাতে ব্যাংকের বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ খাতে অপরাধের পরিমাণও বেড়েছে। অন্যদিকে এসব অপরাধ রোধে বিভিন্ন ধরনের আইন ও বিধিবিধানও প্রণয়ন করা হয়েছে। আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। কখনো পর্ষদের কারণে আবার কখনো ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কারণে আমানতকারীদের স্বার্থ লঙ্ঘিত হয়। ব্যাংকের মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী থাকলে খেলাপি ঋণ হলেও সেক্ষেত্রে আমানতকারীদের অর্থে হাত দিতে হবে না। ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে পর্ষদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা সম্ভব হলে ব্যাংক খাত আরো বেশি বিকশিত হবে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা দেয়ার চেষ্টা করছে।

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবং এবিবির চেয়ারম্যান সেলিম আর এফ হোসেন বলেন, ব্যাংক খাতে কিছু সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে সার্বিকভাবে গত পাঁচ দশকে খাতটি অনেক এগিয়েছে।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আনিস এ খান বলেন, ব্যাংক খাতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে সে গল্প আরো বেশি করে তুলে ধরা উচিত। অনেক বড় উদ্যোক্তা এ খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তাদের সফলতার গল্পগুলো তুলে আনা প্রয়োজন। ব্যাংক খাতে পরিচালন পর্ষদ ও তদারকি পর্ষদ ধারণা বাস্তবায়ন করার সময় এসেছে। এটি বাস্তবায়িত হলে এ খাতের অনেক সমস্যা দূর হয়ে যাবে বলে মত দেন তিনি।

আইএনএমের নির্বাহী পরিচালক এবং বিআইডিএসের সাবেক মহাপরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী বলেন, আমাদের এখানে দক্ষতার সঙ্গে ব্যাংক খাত বিকশিত হয়নি এটা স্বীকার করে নিতে হবে। ব্যাংক খাতে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও সরকারের হস্তক্ষেপ রয়েছে এটাই এ খাতের বাস্তবতা। স্বাধীন মুদ্রানীতি প্রণয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ব্যাংক ও অর্থনীতিকে যত বেশি উন্মুক্ত করা হবে, সেটি তত বেশি বিকশিত হবে। আমরা অনেক এগিয়েছি। শুধু ব্যাংক খাত নয়, অর্থনীতির প্রতিটি খাতেরই বাংলাদেশের অগ্রগতি ঈর্ষণীয়।

লেখকদের পক্ষ থেকে প্রকাশনাটির টিম লিডার বিআইবিএমের অধ্যাপক (সিলেকশন গ্রেড) ড. শাহ্ মো. আহসান হাবীব বলেন, স্বাধীনতা আমাদের বাঙালি জাতির সর্বোত্তম অর্জন এবং মুক্তিযুদ্ধ আমাদের আবেগীয় অনুভূতির সবচেয়ে স্পর্শকাতর অংশ। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই আমরা সহজ ভাষায় স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের ইতিহাসকে সাবলীলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি, যাতে যেকোনো পেশার, বয়সের পাঠক বইটি পড়ে জানতে ও বুঝতে পারেন।

সভাপতির বক্তব্যে বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং মুজিব শতবর্ষ পালনের গৌরবোজ্জ্বল এ মুহূর্তে বইটি প্রকাশনার মাধ্যমে এর অংশ হতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করছি। বইটি দেশের আর্থিক খাতের ক্রমবিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপখাত হিসেবে ব্যাংক খাতের সুবিশাল ও সুগভীর বিস্তৃতি ও দ্রুততম বিকাশ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রবৃদ্ধিতে যে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিল, তার একটি বিশ্লেষণধর্মী ও সহজবোধ্য দলিল। গত ৫০ বছরে ব্যাংক খাতের ওপর অনেক ঝড়ঝাপ্টা গিয়েছে, তবে ব্যাংক খাত সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

এর আগে অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে বিআইবিএম গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির ফিতা কেটে বিআইবিএমের নিচতলায় অবস্থিত লাইব্রেরিতে সদ্যনির্মিত বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধন করেন। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর অতিথিদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার ঘুরে দেখেন। পরিদর্শন বইয়ে সই করেন তিনি। অনুষ্ঠানের গণমাধ্যম সহযোগী ছিল বণিক বার্তা, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ও অর্থসূচক ডটকম।

উল্লেখ্য, 'স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের অগ্রযাত্রা' বইটিতে মোট ১০টি অধ্যায় রয়েছে। বিআইবিএমের অধ্যাপক ড. শাহ্ মো. আহসান হাবীব, অধ্যাপক মোহাম্মদ মহীউদ্দিন ছিদ্দিকী ও অধ্যাপক মো. নেহাল আহমেদ এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) উপমহাব্যবস্থাপক কামাল হোসেনের লেখা এ বইটিতে স্থান পেয়েছে। সূত্র বণিকবার্তা

নির্বাচন কমিশন ২০২২
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক

নির্বাচনী তফসিল
কার্যকরী কমিটির নির্বাচন ২০২২

১। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক এর আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে নিম্নলিখিত পদ সমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি পদের জন্য প্রযোজ্য মনোনয়ন ফি পদসমূহের পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত হলো ঃ

নং	পদের নাম	সংখ্যা	ধার্যকৃত মনোনয়ন ফি (জন প্রতি)
০১	সভাপতি	১ জন	$ ২৫০০.০০
০২	সহ-সভাপতি (প্রত্যেক জেলা থেকে ১ জন করে), সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ	৪ জন	$ ১৭০০.০০
০৩	সাধারণ সম্পাদক	১ জন	$ ২০০০.০০
০৪	সহ-সাধারণ সম্পাদক	১ জন	$ ১৫০০.০০
০৫	কোষাধ্যক্ষ	১ জন	$ ১২০০.০০
০৬	সাংগঠনিক ও সাদস্যিক সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
০৭	প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
০৮	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
০৯	ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
১০	আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
১১	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ জন	$ ১২০০.০০
১২	মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা	১ জন	$ ১২০০.০০
১৩	কার্যকরী সদস্য (প্রত্যেক জেলা থেকে ১ জন করে), সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ	৪ জন	$ ১০০০.০০

মনোনয়ন পত্রের সাথে উল্লিখিত মনোনয়ন ফি নির্বাচন কমিশনের নিকট নগদ জমা দিতে হবে। মনোনয়ন ফি সর্বাবস্থায় অফেরতযোগ্য।

২। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক-এর তালিকাভূক্ত সদস্যগণ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে যুক্তরাষ্ট্রের (গঠতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৬, ধারা-১২) বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। এসব প্রার্থীদেরকে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণ নির্বাচন কমিশনের কাছে অবশ্যই মনোনয়ন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে। অন্যান্য পদে এসোসিয়েশনের তালিকাভূক্ত যে কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৩। নির্বাচনে যে কোন সদস্য একাধিক পদে মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে পারবেন, তবে একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটির অধিক মনোনয়ন পত্রগুলি প্রত্যাহার না করলে দাখিলকৃত সকল মনোনয় পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থনকারীদেরকে অবশ্যই এসোসিয়েশন বৈধ সদস্য হতে হবে।

৫। প্রত্যেক প্রার্থী নিজে অথবা প্রতিনিধি মারফত ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো (ফটোর পেছনে স্পস্টাক্ষরে নাম লিখতে হবে) ও মনোনয়নপত্র স্পস্টাক্ষরে ভোটার তালিকার নাম ও নম্বর অনুযায়ী পূরণ করে জমা দিতে পারবেন। প্রার্থী, প্রার্থীর প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী নিজ নিজ হাতে মনোনয়ন পত্রে দস্তখত করতে হবে। মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের দিন বা পরে উল্লেখিত ব্যক্তিত্রয়ের কারো দস্তখতে সন্দেহ হলে কিংবা আপত্তি উত্থাপিত হলে, ঐ ব্যক্তি উপযুক্ত ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র সহকারে কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে দস্তখতের সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলয়া গণ্য হবে।

৬। প্রার্থীকে শুধু নির্বাচন কমিশনের সীলমোহরকৃত মনোনয়ন ফরম দ্বারা আবেদন করতে হবে।

৭। নির্বাচন কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে কোন প্রকার প্রচার পোষ্টার লাগানো বা লিফলেট বিতরণ করা যাবে না। নির্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রকার মাইক, রেডিও অথবা শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নির্বাচন কেন্দ্রের সংলগ্ন চারদিকের ফুটপাতকেও নির্বাচন কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা হবে।

৮। প্রত্যেক প্রার্থী ভোট কেন্দ্রে পালাক্রমে একজন করে এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন, তবে দুই জনের বেশী এজেন্ট মনোনীত করিতে পারবেন না। নির্বাচনের ৭ দিন পূর্বে বিকাল ৫টার পূর্বে প্রত্যেক প্রার্থী তাঁর এজেন্টগণের দুই কপি কর পাসপোর্ট সাইজ ফটো সহ নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করয়া নির্বাচন কমিশনের নিকট জমা দিতে হবে। অবাধ ও সুন্দর নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীর এজেন্টগণকে নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

৯। ভোট প্রদানকালে ফটোযুক্ত পরিচয়পত্র যেমন: ড্রাইভিং লাইসেন্স, স্টেট আই.ডি., পাসপোর্ট (বাংলাদেশি/আমেরিকান), গ্রীণকার্ড, ওয়ার্ক অথরাইজেশন কার্ড ইত্যাদির যে কোন একটি নির্বাচন কমিশনের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। উল্লিখিত পরিচয়পত্রগুলোর যে কোন একটি ছাড়া কোন অবস্থাতেই কেউ ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

১০। বর্তমান কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোটার তালিকার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে কোন আপত্তি করা যাবে না।

১১। ভোট দানে অক্ষম বা নিরক্ষর ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য ভোটারদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন এই ধরণের নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে ভোটার যে কোন একজনকে মনোনীত করতে পারবেন। মনোনীত ব্যক্তি তাঁর নিজের ভোট ও যাকে সাহায্য করবেন, এই দুই ভোট ব্যতিত আর কাউকে সাহায্য করতে পারবেন না।

১২। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে বেসরকারীভাবে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণাদী সহ নির্বাচন কমিশনের নিকট দুই হাজার (২০০০) ডলার জামানত সহ আবেদন করতে হবে। অভিযোগ প্রাপ্তির পর দুই তৃতীয়াংশের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং ঐ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অভিযোগ প্রমানিত হলে জামানতের দুই হাজার (২০০০) ডলার ফেরত প্রদান করা হবে। অন্যথায় তা ফেরত দেওয়া হবে না।

১৩। নির্বাচন কেন্দ্রে কেউ কোনো প্রকার বিশৃংখলার সৃষ্টি করলে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় আইনরক্ষাকারী সংস্থার আশ্রয় নিতে পারবে।

১৪। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বা ততোধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সমান হলে সেক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে।

১৫। মনোনয়ন পত্র সহ নির্বাচনী বিধিমালা সম্বলিত প্যাকেজ ১৫০.০০ ডলার (অফেরতযোগ্য) নগদ প্রদান করে প্রার্থীগণ নির্বাচন কমিশনের নিকট থেকে আগামী **৩ এপ্রিল, ২০২২, রবিবার, বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত** সংগ্রহ করতে পারবেন। স্থান: গুলশান টেরাস, (৫৯-১৫ ৩৭ এভিনিউ, উডসাইড, এন্‌ওয়াই ১১৩৭৭)।

১৬। নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ আগামী **৮ মে, রবিবার, ২০২২ তারিখ** নিজ নিজ মনোনয়নপত্র সঠিকভাবে পূরণ করে নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্ধারিত ফি সহ জমা দিতে পারবেন। (স্থান ঠিকানা ও সঠিক সময় পরে জানান হবে)। উল্লেখ্য যে, মনোনয়নপত্রে কোন ভুল (ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ নাম, ঠিকানা ও জন্ম তারিখ) অথবা অসম্পূর্ণ হইলে বাতিল বলে গণ্য করা হবে। নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যাচাই করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গৃহীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করবেন।

১৭। প্রার্থীগণ আগামী **১১ মে, ২০২২, বুধাবর** সশরীরে উপস্থিত থেকে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে তাদের নিজ নিজ প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন। (স্থান ঠিকানা ও সঠিক সময় পরে জানান হবে)।

১৮। কোন ভোটারের ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ নাম, জন্মসাল, ঠিকানার সাথে ছবিযুক্ত পরিচয়পত্রের যে কোন দুইটির ব্যতিক্রম হলে নির্বাচন কমিশন উক্ত ভোটারকে ভোট প্রদান থেকে বিরত রাখবেন।

১৯। অবাধ, সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন আয়োজন করার জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। অতএব নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে - নির্বাচনী তফসিল অথবা জালালাবাদের গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই বা অসম্পূর্ণ অথবা পরস্পর বিরোধী, এমন কোন ধারা উপধারার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে পরিস্থিতি বিবেচনা করে কমিশন যে কোন আইনের সংশোধন ও সংযোজন করার ক্ষমতা রাখে।

পরিশেষে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক এর আসন্ন সাধারাণ নির্বাচনকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য আপনাদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

আগামী ৫ জুন, ২০২২, রবিবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। স্থান ও সময় পরে জানানো হবে

শুভেচ্ছান্তে

আতাউর রহমান সেলিম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (৯১৭) ২৯৪-০৯৭০

মোশাররফ হোসেন
নির্বাচন কমিশনার (৯৭৩) ৬২৯-২৪৩৪

সাব্বির হোসেন
নির্বাচন কমিশনার (৩৪৭) ৯৯৩-৫৭০৬

আহমেদ এ. হাকিম
নির্বাচন কমিশনার (৫১৬) ৮৫১-৩৭১৫

মিনহাজ আহমদ
নির্বাচন কমিশনার (৯১৭) ৫৬৭-৯৪৫০

বলির পাঁঠা ইউক্রেন: ওয়ার্ল্ড অর্ডারে নয়া মেরুকরণ

৬ পৃষ্ঠার পর

invitation, but itÕs still on the table. No Russian leader would accept that, surely not Gorbachev, as he made clear.Õ (February 2022 Issue, Rozenberg Quarterly).

সুতরাং, ঐতিহাসিক বাস্তবতার কারণেই ইউক্রেনকে কখনো রাশিয়ার বলয় থেকে বের করে পশ্চিমা বলয়ে নেয়া সম্ভব নয়। সে কারণে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ২০১৪ সালের ৫ই মার্চ ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত তার এক কলামে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ইউক্রেনের উচিত পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে সেতু হিসেবে ভূমিকা পালন করা, 'দুই পক্ষের যুদ্ধক্ষেত্র' হিসেবে নয়। এছাড়া আমেরিকার প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও শিকাগো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জন মেয়ারশাইমার নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত তার এক কলামে পশ্চিমা বিশ্বকে ইউক্রেন সঙ্কট সমাধানের উপায় বাতলে দিয়ে লিখেছিলেন, 'To save Ukraine and eventually restore a working relationship with Moscow, the West should seek to make Ukraine a neutral buffer state between Russia and NATO. It should look like Austria during the Cold War. Toward that end, the West should explicitly take European Union and NATO expansion off the table, and emphasize that its goal is a nonaligned Ukraine that does not threaten Russia. The United States and its allies should also work with Mr. Putin to rescue UkraineÕs economy, a goal that is clearly in everyoneÕs interest.Õ (8 Feb. 2015, New York Times).

দুর্ভাগ্যের বিষয়, যুদ্ধবাজ আমেরিকা ওসব শান্তিপূর্ণ পরামর্শের কোনোটিই গ্রাহ্য করেনি। বরং ইউক্রেনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগত উসকানি ও প্ররোচণা দিয়ে আমেরিকা তার সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী খায়েশ চরিতার্থ করতে গিয়ে খোদ ইউরোপেই আজ যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। অথচ প্রকৃত বাস্তবতা হলো, নানা হিসাব-নিকাশ থেকে ইউক্রেনকে ন্যাটো জোটে নেয়ার ক্ষেত্রে ন্যাটোর প্রভাবশালী কয়েকটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র সম্মত নয়। বিশেষত গ্যাসের ক্ষেত্রে ইউরোপ রাশিয়ার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। সমগ্র ইউরোপের প্রায় ৪৩ শতাংশ গ্যাস সরবরাহ করে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনকারী রাশিয়ান কোম্পানি গ্যাসপ্রোম। আবার রুশ অর্থনীতি প্রধানত তেল-গ্যাস রপ্তানির ওপর ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে। সে কারণে যুক্তরাষ্ট্র নিজ দেশে রাশিয়ার তেল-গ্যাস আমদানি নিষিদ্ধ করেছে। একই পদক্ষেপ নিতে দেশটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে আহ্বান জানালেও কোনো সাড়া পায়নি। এছাড়া ইউরোপের ৩০ শতাংশ তেলও সরবরাহ করে রাশিয়া। যদিও তেলের জন্য রাশিয়ার বিকল্প রয়েছে ইউরোপের কাছে। কিন্তু ইউরোপ যদি রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করে, তাহলে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছে রাশিয়া। অন্যদিকে, জামানির বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'ডয়েচে ব্যাংক' রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাসমূহের সঙ্গে একমত পোষণ করলেও তাদের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেছে, 'সুইফট সিস্টেম থেকে রাশিয়াকে বাদ দেয়ার ফলে একটি 'অর্থনৈতিক বিপদ' তৈরি হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জটিল হয়ে ওঠবে এবং অস্থিরতা তৈরি হবে।' এছাড়া ব্যাংকটির ম্যাক্রো স্ট্র্যাটেজিস্ট মেরিয়ন লেবোওর সতর্ক করে বলেছেন, 'এই নিষেধাজ্ঞাটা সুইফটের বিকল্প হিসেবে লেনদেনের জন্য পশ্চিমাবিরোধী দেশগুলোর নিজস্ব সিস্টেমগুলোর সম্প্রসারণকে বেগবান করতে পারে, যা নিষেধাজ্ঞাগুলোকে উতরে যাবে' (১১ মার্চ ২০২২, দ্য টেলিগ্রাফ, লন্ডন)। এরই মধ্যে রাশিয়ান ব্যাংকগুলোর জন্য সুইফটের বিকল্প হিসেবে চাইনিজ ক্রস বর্ডার ইন্টারব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেম (সিআইপিএস) প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এটা সত্য, ইউক্রেন ইস্যুতে পশ্চিমাদের একের পর এক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার কারণে রুশ অর্থনীতি লক্ষণীয়ভাবে বেকায়দায় পড়েছে। এর আগে ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করার পর থেকে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে প্রতি বছর রাশিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গড়ে প্রায় ৩ শতাংশ কমে গিয়েছিল; অর্থাৎ, বছরে রুশ অর্থনীতির ক্ষতি হয়েছে ৫০ বিলিয়ন ডলার করে। সুতরাং, সাম্প্রতিক নতুন পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাগুলো মোকাবেলায় রাশিয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি (ডিজিটাল কারেন্সি) ব্যবহার করতে পারে বলে জানিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদন। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর জন্য রাশিয়ার কাছে ক্রিপ্টোকারেন্সির পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে। রাশিয়ার শুধু বাণিজ্য করার এমন একটি পথ দরকার, যা ডলারের মুখাপেক্ষী নয়। ফলে সুইফট সিস্টেম থেকে বাদ দেয়াসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিলেও পশ্চিমাদের পক্ষে রাশিয়ার অর্থনীতিকে এত সহজে রুদ্ধ করা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না।

মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোট এই যুদ্ধে ইউক্রেনকে দূর থেকে যতই সমর্থন ও সহায়তা দিক না কেন, রাশিয়ার নিরাপত্তা হুমকিতে ফেলে ন্যাটোতে ইউক্রেনকে নেয়ার ঝুঁকি নিতে ইউরোপ প্রস্তুত বা সক্ষম নয় বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। ফলে রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতা করা ছাড়া ইউক্রেনের আর কোনো উপায় থাকছে না। অপরপক্ষে, পুতিন বারবার বলেছেন, তার মূল শর্তগুলো মেনে নেয়া হলে তিনি মুহূর্তেই হামলা করা বন্ধ করে দিবেন। তার আরেকটি মূল শর্ত: ইউক্রেনকে সামরিক ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়া ও সুইডেনের মতো নিউট্রাল তথা নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে হবে। অর্থাৎ, ইউক্রেনের নিজস্ব সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকলেও দেশটি কোনো সামরিক জোটে যুক্ত হতে পারবে না এবং নিজ ভূমিতে কোনো বিদেশি সামরিক ঘাঁটি গড়তে দিবে না। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে যাচ্ছে বলে সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র এত দ্রুত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধটা শেষ হতে দিবে। কারণ এ যুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি কমপ্লেক্সের অস্ত্রব্যবসাও রমরমা হয়ে উঠেছে। বাইডেন আরো একশ কোটি ডলারের অস্ত্র ইউক্রেনে পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন (১৭ মার্চ ২০২২, প্রথম আলো)। সুতরাং, এ যুদ্ধ যত প্রলম্বিত হবে, পশ্চিমাদের প্রতিরক্ষা শিল্পখাত ততই ফুলে ফেঁপে উঠবে।

এরই মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ওয়ার্ল্ড অর্ডারে নয়া মেরুকরণ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যদিও সোভিয়েত-পরবর্তী মার্কিন নেতৃত্বাধীন একেকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় সেই মেরুকরণের সূচনা হয় ২০১৫ সালের অক্টোবরে সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রবল প্রতাপে অংশগ্রহণের পর থেকে। যাইহোক, ইউক্রেন ইস্যুতে ঠিক যখন রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে, তখন রাশিয়ার কৌশলগত সহযোগী চীনের কাছে সৌদি আরব ডলারের পরিবর্তে চীনা মুদ্রা ইউয়ানের বিনিময়ে কিছু পরিমাণে তেল বিক্রি করতে রাজি হয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, সৌদি রাজতন্ত্রকে রক্ষায় মার্কিন নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে দেশটি অসন্তুষ্ট। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডলারের পরিবর্তে ইউয়ান বা অন্য কোনো মুদ্রায় মধ্যপ্রাচ্যের তেল বাণিজ্য শুরু হলে বৈশ্বিক পেট্রোলিয়াম বাজারে ডলারের আধিপত্য কমতে পারে। তেল বাণিজ্যের জন্য ডলারের বিকল্প মুদ্রা বা উপায় খোঁজার বিষয়টি আজকে নতুন নয়। প্রয়াত বৃটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক ২০০৯ সালের ৪ঠা মার্চ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় এক কলামে লিখেছিলেন, ওহ ঃযব সড়ংঃ ঢ়ৎড়ভড়ঁহফ ভরহধহপরধষ পযধহমব রহ ৎবপবহঃ গরফফষব ঊধংঃ যরংঃড়ভু, এঁষভ অৎধনং ধৎব ঢ়ষধহহরহমু ধষড়হম রিঃয ঈযরহধ, জঁংরধ, ঔধঢ়ধহ ধহফ ঋৎধহপবু ঃড় বহফ ফড়ষষধৎ ফবধষরহমং ভড়ৎ ড়রষ, সড়ারহম রহংঃবধফ ঃড় ধ নধংশবঃ ড়ভ পঁৎৎবহপরবং রহপষঁফরহম ঃযব ঔধঢ়ধহবংবু বহ ধহফ ঈযরহবংবুঁধহ, ঃযব বঁৎড়, মড়ষফ ধহফ ধ হবর্, হরভরবফ পঁৎৎবহপু ঢ়ষধহহবফ ভড়ৎ হধংঃড়হং রহ ঃযব এঁষভ ঈড়-ড়ঢ়বৎধংঃড়হ ঈড়ঁহপরষ, রহপষঁফরহম ঝধঁফর অৎধনরধ, অনঁ উযধনর, কঁধিরঃ ধহফ ছধংঃধৎ.' সন্দেহ নেই, পেট্রোডলার ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটলে সেটা ওয়ার্ল্ড অর্ডারে আমেরিকাকে নখ-দন্তহীন বাঘে পরিণত করবে। এছাড়া ইউক্রেনের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য এবং রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার ফলে বিশ্ববাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার ব্যাপারে বাইডেন ফোন করেছিলেন সৌদি আরব ও আরব আমিরাতকে। কিন্তু তারা কেউই ফোন ধরেনি (৮ই মার্চ ২০২২, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল)। এমনকি ভারত-পাকিস্তানও যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে রাশিয়ার সাথে গ্যাস ও তেল বাণিজ্য অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার মানে, বিদ্যমান ওয়ার্ল্ড অর্ডারে আমেরিকার আগের সেই একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও আধিপত্য যে আর বজায় নেই, তা বলা বাহুল্য। অন্যদিকে, আমেরিকার বিপরীতে অর্থনৈতিকভাবে চীনের নতুন বিশ্বশক্তি হয়ে ওঠা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। নিকট ভবিষ্যতে বৈশ্বিক নেতৃত্ব চীন-রাশিয়ান ব্লকের হস্তগত হলে বিশ্বব্যবস্থার নতুন বিন্যাস ও রূপ অবধারিত হয়ে উঠবে। - মানবজমিন এর সৌজন্যে

রাশিয়া নিয়ে ভারতের অবস্থান নড়বড়ে বললেন বাইডেন

৬ পৃষ্ঠার পর

কিনছে বলে অভিযোগ। তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘে একবারও ভোট দেয়নি। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে ভারতীয় বিচারপতি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় জানিয়ে দিয়েছে, সেটা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এর সঙ্গে সরকার কোনোভাবে জড়িত নয়।

এই পরিস্থিতিতে মার্কিন বিসনেস লিডারদের বৈঠকে বাইডেন বলেছেন, কোয়াডে জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার প্রতিক্রিয়া খুবই কঠোর। তারা পুটিনের আগ্রাসনের তীব্র বিরোধিতা করেছে। শুধু ভারত ব্যতিক্রম এবং তারা শেকি।

বাইডেন বলেছেন, পুটিন ভেবেছিলেন, ন্যাটোকে ভেঙে দিতে পারবেন। কিন্তু সেটা হয়নি। ন্যাটোকে অতীতে কখনো এতটা ঐক্যবদ্ধ, এতটা শক্তিশালী দেখা যায়নি।

রাশিয়া থেকে অশোধিত তেল

কিছুদিন আগেই ভারতের এক কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন, ভারত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নিজের প্রয়োজনের ৮৫ শতাংশ অশোধিত তেল আমদানি করে। তার মধ্যে রাশিয়া থেকে আসে মাত্র এক শতাংশ। এখন বিশ্বে অশোধিত তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় ভারতের চ্যালেঞ্জও বেড়ে গেছে। ফলে ভারত বিকল্পের খোঁজ করছে।

ভারতের অবস্থান

ভারত জাতিসংঘে তিনবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোটদানে বিরত থেকেছে। নয়াদিল্লির দাবি, তারা নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে। তারা রাশিয়া এবং ইউক্রেন দুই পক্ষকেই লড়াই থামিয়ে আলোচনায় বসে বিরোধ মেটানোর জন্য অনুরোধ করেছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুটিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে একাধিকবার ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। -এএফপি, এপি

রাশিয়া যুদ্ধে জয় পাবে না জানিয়ে শান্তি আলোচনার তাগিদ দিলেন জাতিসংঘ মহাসচিব

৬ পৃষ্ঠার পর

সম্প্রতি সেখানে বোমা ফেলাও শুরু হয়েছে, গুলি চলছে এবং আক্রমণ হচ্ছে।

কিন্তু কেনো? মারিউপোল যদি রাশিয়া দখল করতেও পারে তাতে রাশিয়ার কি অর্জন হবে! শহরের পর শহর দখল করে, রাস্তার পর রাস্তা দখল করে কিংবা প্রতিটি বাড়ি দখল করে ইউক্রেনে জয় পাবে না রাশিয়া।

এ যুদ্ধ শুরুর জন্য রাশিয়ার সমালোচনা করে দ্রুত শান্তি আলোচনা সফলের তাগিদ দেন জাতিসংঘ মহাসচিব। বলেন, তাৎক্ষনিকভাবে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের জন্য যথেষ্ট উপাদান রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ে চার দশকে বাংলাদেশের ক্ষতি ১ লাখ কোটি টাকা

১০ পৃষ্ঠার পর

সংকট মোকাবেলায় ১৩টি থিমেটিক এরিয়া চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে পানি ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে কৃষি, মত্স্য ও বাস্তুসংস্থানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব এরিয়া থেকে ১০৯টি সম্ভাব্য পদক্ষেপকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫০টিকে অগ্রাধিকারযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আবার ১৫টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, সামনের দিনগুলোয় জলবায়ু পরিবর্তনের পূর্বের ক্ষতির তুলনায় সামনের দিনে আরো বেশি ক্ষতির শিকার হবে বাংলাদেশ। সমুদ্রের পানির উচ্চতা ৫০ সেন্টিমিটার বাড়লেই উপকূলের ১০ শতাংশ এলাকা তলিয়ে যাবে। লবণাক্ততা ছড়াতে পারে ৭ হাজার ৩০০ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত। ৯৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়লে তলিয়ে যাবে উপকূলের ১৭ শতাংশ এলাকা। লবণাক্ততা ছড়াতে পারে ১৬ হাজার ৩০০ কিলোমিটারে উন্নীত হবে।

এ বিষয়ে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যারয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক এবং এনএপি বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান ড. আইনুন নিশাত বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে উষ্ণায়ন ২ ডিগ্রির মধ্যে রাখার কথা বলা হলেও ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল ফর ক্লাইমেট চেইঞ্জ (আইপিসিসি) বলছে, তা ৩ থেকে সাড়ে ৩ ডিগ্রিতে চলে যাবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে খাদ্য সংকট দেখা দিবে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর যে পরিবর্তন হচ্ছে তাতে উপকূলের প্রায় তিন কোটি মানুষ বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের কৃষিকাজও নানাভাবে ব্যাহত হবে। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা বেড়েছে। এছাড়া সমুদ্রের পানিও বাড়ছে। পানিতে নোনাভাব বেশি হচ্ছে। এতে বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দিচ্ছে। এখনই বৃষ্টির অভাবে শ্রীমঙ্গলে চায়ের উৎপাদন কমে গেছে। লালমনিরহাটে আমন ধান লাগানো যায়নি। থেমে থেমে বৃষ্টি হয় বলে আগামীতে ম্যালেরিয়া বাড়বে। এজন্য এনএপি বাস্তবায়নে এখনই মাস্টারপ্ল্যান দরকার। বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ঝালকাঠি, মাদারিপুর, ফরিদপুর ও শরিয়তপুর সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। পোড়ানো ইটের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ব্লক ইটের ব্যবহার বৃদ্ধিতে পরিকল্পনা প্রয়োজন। গত বছর রংপুরে ৪৫০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এ পরিমাণ বৃষ্টিপাত ঢাকায় হলে পুরো শহর তলিয়ে যাবে। এজন্য আলাদা জলবায়ু আইন দরকার।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ৪ হাজার বর্গকিলোমিটার ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ১ হাজার ৪০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা আকস্মিক বন্যার শিকার হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ক্ষতির শিকার উপকূলীয় অঞ্চল। লোনা পানির অনুপ্রবেশ বাংলাদেশের একটি মারাত্মক সমস্যা। ১৯৭৩ সনে ১৫ লাখ হেক্টর জমি মৃদু লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়, যা ১৯৯৭ সনে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ লাখ হেক্টরে। বর্তমানে এর পরিমাণ প্রায় ৩০ লাখ হেক্টর। উজান থেকে পানিপ্রবাহ বাধা ও কম বৃষ্টিপাতের কারণে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত জমির পরিমাণ বাড়ছে। বাংলাদেশের মোট উপকূলীয় এলাকা প্রায় ২৫ লাখ হেক্টর। এর মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১০ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত। এর ফলে প্রতি বছর গড়ে ৩৫ লাখ টন শস্য বঞ্চিত হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীরই ক্ষতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

এ বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের সচিব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, জলবায়ুর ঝুঁকিগুলোকে মাথায় রেখেই সামনের দিনগুলোয় আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা সাজাতে হবে। এছাড়া মনুষ্যসৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হবে। বিশেষ করে মাটির টপ সয়েল রক্ষা করতে হবে। এজন্য ইটের পরিবর্তে ব্লক ইট ব্যবহার নিশ্চিত করতে কাজ করবে পরিকল্পনা বিভাগ। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এটি দূর করতে সমন্বিতভাবে কাজ করা হবে। সুত্র বণিকবার্তা

সাগর থেকে ৫৮ রোহিঙ্গা উদ্ধার, দুই পাচারকারী আটক

১২ পৃষ্ঠার পর

এ অভিযান চালানো হয়। তবে আটক দুই পাচারকারীর নাম পরিচয় জানায়নি র্যাব। র্যাব বলছে, উদ্ধারকৃতদের মধ্যে ১১ জন শিশু, ২৪ জন নারী ও ২৩ জন পুরুষ। আর রোহিঙ্গারা উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দা। স্থানীয় একজনের পরিচয় জানা যায়নি। র্যাব কর্মকর্তা তানভীর হাসান বলেন, ''শামলাপুর সমুদ্র উপকূল দিয়ে ট্রলারে করে সাগরপথে কিছু লোকজনকে মালয়েশিয়া পাচারের খবরে র্যাব একটি দল অভিযান চালায়। এক পর্যায়ে গভীর সাগরে সন্দেহজনক একটি ট্রলার দেখতে পেয়ে জব্দ করা হয়। এ সময় ট্রলার থেকে ৫৭ জন রোহিঙ্গা এবং একজন স্থানীয় নাগরিক এবং পাচারকাজে জড়িত দুইজনকে উদ্ধার করা হয়।'' তিনি আরো বলেন, '' দালাল চক্র ফাঁদে ফেলে উদ্ধার হওয়া লোকজনকে সাগরপথে মালয়েশিয়া পাচার করছিল। তাদের ছোট ট্রলার থেকে বড় ট্রলারে তুলে মালয়েশিয়া পাচারের উদ্দ্যেশ ছিল পাচারকারিদের। আটকরা মানব পাচারকারি চক্রের সক্রিয় সদস্য।'' এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান এই র্যাব কর্মকর্তা। -বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

হাজারো প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে -জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন

১২ পৃষ্ঠার পর

সামনের দিকে এগিয়ে যাক। কিন্তু সেসব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের বিস্ময়। তিনি বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান। বিসিএস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর মমিনুর রশিদ আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন সচিব কে এম আলী আজম বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

এক বছরে বাংলাদেশের কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে ৮ হাজার ৮৬

৫ পৃষ্ঠার পর

করোনা মহামারির সময়ে ২০২০ সালের মার্চে ব্যাংকগুলোতে এক কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে এমন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ছিল ৮২ হাজার ৬২৫টি। মহামারির মধ্যেই একই বছরের সেপ্টেম্বরে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা বেড়ে এক লাখ ছাড়িয়ে যায়। ২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় এক লাখ এক হাজার ৯৭৬টিতে। শুধু করোনা মহামারির ২১ মাসে কোটিপতি হিসাবধারী অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বেড়েছে ১৯ হাজার ৩৫১টি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলোতে ১২ কোটি ৪৮ লাখ ৯৬ হাজার ৯৩৪টি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়। এসব হিসাবে অর্থ জমার পরিমাণ ১৫ লাখ ১২ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুধু কোটি টাকার বেশি হিসাবে জমার পরিমাণ ৬ লাখ ৫৩ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা। ২০২০ সালের ডিসেম্বর শেষে মোট আমানতের স্থিতির পরিমাণ ১৩ লাখ ৭৯ হাজার ১৫০ কোটি টাকা। একই সময় শেষে কোটিপতি ব্যাংক হিসাবগুলোয় জমার পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৯৫ হাজার ২৮৬ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, এক কোটি এক টাকা থেকে পাঁচ কোটি টাকার আমানতকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৯ হাজার ৮৮৩ টিতে, যেখানে জমার পরিমাণ এক লাখ ৬৬ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা। পাঁচ কোটি থেকে ২০ কোটি টাকার মধ্যে ১৭ হাজার ৯টি হিসাব রয়েছে, যেখানে জমার পরিমাণ এক লাখ ৫৮ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকা। ২০ কোটি থেকে ৫০ কোটি টাকার ওপর মোট হিসাবধারীর সংখ্যা ৫ হাজার ৮৪টি, যেখানে জমার পরিমাণ ৩ লাখ ২৮ হাজার ৭১৯ কোটি টাকা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে দেশে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা ছিল পাঁচজন। ১৯৭৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭ জনে। ১৯৮০ সাল শেষে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা ছিল ৯৮টি, ১৯৯০ সালে ৯৪৩, ১৯৯৬ সালে ২ হাজার ৫৯৪, ২০০১ সালে ৫ হাজার ১৬২, ২০০৬ সালে ৮ হাজার ৮৮৭ এবং ২০০৮ সালে ছিল ১৯ হাজার ১৬৩। ২০২০ সালের ডিসেম্বর শেষে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯৩ হাজার ৮৯০টিতে। সুত্র মানবজমিন

16. Hot And Sour Soup $10.99
(Chicken, Vegetable & Shrimp)

আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ

ড. মো: মনিরুল ইসলাম
কনস্যাল জেনারেল, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
ডা. মাসুদুল হাসান, এম.ডি
বিশিষ্ট চিকিৎসক ও মুক্তিযোদ্ধা
আবু জাফর মাহমুদ
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মুক্তিযোদ্ধা
শরাফ সরকার
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মুক্তিযোদ্ধা
মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ
হারুন ভূঁইয়া
সভাপতি জেবিবিএ
মোঃ আজাদ
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও লিবার্টি রেনোভেশন
দুলাল বেহেদু
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, স্মার্ট ট্রাফিং সার্ভিস
মো: কামরুজ্জামান কামরুল
সভাপতি, সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি
মো: আবুল কাশেম
সিইও কোর মাল্টি সার্ভিস
সাখাওয়াত হোসেন আজম
সিইও কোর মাল্টি সার্ভিস
মাকসুদুল এইচ চৌধুরী
সিইও
এফিলিয়েট এডাল্ট রেসিডেন্টস কেয়ার
আবু তালেব চৌধুরী চান্দু
সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় পার্টি

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস

আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

HAPPY INDEPENDENCE
DAY
BANGLADESH

Venue :
Jewish Center of Jackson Heights
37-06 77th St, Queens
NY 11372

Date & Time:
26 March, Saturday
7 PM

আয়োজনে:
SHOW TIME MUSIC

For more Info:
646 546 6038

আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ

রথীন্দ্রনাথ রায়
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী
শহীদ হাসান
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী
চৌধুরী হাসান এমডি
বিশিষ্ট চিকিসৎসক ও মুক্তিযোদ্ধা
গিয়াস আহমেদ
সভাপতি, জেবিবিএ
শাহ নেওয়াজ
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার
মঈন চৌধুরী
ডিস্ট্রিক্ট লিডার এ্যাট লার্জ, ডেমোক্রেটিক পার্টি
তারেক হাসান খান
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও গ্লোবাল এমএস ইনক
ফাহাদ সোলায়মান
সাধারণ সম্পাদক, জেবিবিএ
নুরুল আজিম
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, ইষ্টার্ন ইনভেস্টমেন্ট ইনক
সারোয়ার খান বাবু
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ
হাসান জিলানী
সহ-সভাপতি জেবিবিএ
আহসান হাবিব
প্রেসিডেন্ট নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব
লিটু চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন হাইটস ফ্রেন্ডস সোসাইটি

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
President & CEO
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
nurulazim67@gmail.com

GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
Ph: 718-775-7852

GIASH AHMED
PRESIDENT & CEO
IMMIGRANT ELDER HOME CARE LLC.

Dulal Behedo
President
Johar Uparcha Association USA Inc
Smart Staffing Service Inc

Mohammed A Azad
Real Estate Developer
917-346-8207
Liberty Renovation

MIZANUR RAHMAN BHUIYAN MILTON
President & CEO
Bhuiyan Consturction

Powered by:
CHOUDHURY S HASAN MD
Gastroenterologist
IGLOBAL UNIVERSITY
Abubokor Hanip, Chancellor & CEO
www.igu.edu

Presents

লতা মঙ্গেশকর স্মরণে
গজল ও গীত সন্ধ্যা
শিল্পী: রিজিয়া পারভীন

Venue : Queens Palace
Address: 37 11, 57th Street
Woodside, NY 11377

Date: Sunday
March 27th, 2022
Time : 7 pm

Tickets: $50.00 &
VIP $ 100.00 With Dinner

For more information:
646 546 6038

আয়োজনে:
SHOW TIME MUSIC

Grand Sponsor:
FAHAD SOLAIMAN
CEO
Fauma
ALLIED MORTGAGE GROUP
Mohammed Jan Fahim
Senior Loan officer
516-348-3428
MD. ABDUR DILIP
CEO, DIPLOMAT
GROUP FASHION INC. USA
Sarwor Khan
Licensed Real Estate Salesperson
Exit Realty Prime
Ph: 347-665-7580

Major Sponsors:
Moin Choudhury, Esq
Attorney at Law
Democratic District Lead
at Large,Queens, NY
Tel:917-282-9256
NABANNO
Restaurant & Party Center
Mohammad Islam
Licensed Associate Broker
Cell: 917-607-5288
UNITED PRESTIGE REALTY
EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
DR. BARNALI HASAN
DR. MAFUJUL HASAN
TAREQ HASAN KHAN
CEO
GLOBAL MS INC.
MUSLEH UDDIN (MUSA)
President & CEO
Mini Pan Shop
AHSAN HABIB
President
Bangladeshi American Lions Club
Dewan Monir
President (Acting)
Jackson Heights Elakabashi
SYLHET MOTORS
DOUBLE HORSE
ENERGY DRINK
BOOST YOUR ENERGY !!!
ABDUR RASHID BABU
Vice President
Nababgani Association of USA
917 306 2981
Aasha Home Care
MOHAMMED MASUD RANA
Double Diamond Director
Jenusse Global
DCAP
ব্লু গ্রীন ইন্স্যুরেন্স
CREDIT REPAIR
Mohammad A Kashem
CORE
World Human Rights Development USA Inc. (WHRD)
BOB DEBASHIS
Community Activist
SHEKH NOMAN PALASH
CEO
39St. Wholesale Depot
Duke Khan
Community Activist
NYCDOCS
LETU CHOWDHURY
CEO
Digital Security Camera
941-822-3090
HASAN ZILANI
Community Activists

ব্রঙ্কসে বারী সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট ও হোম কেয়ার এর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

৬২ পৃষ্ঠার পর

কেয়ারের প্রেসিডেন্ট আসেফ বারী টুটুল ও চেয়ারপারসন মুনমুন হাসিনা বারী, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লুইস সেপুলভিদা, এসেম্বলীওম্যান কারিনাজ রেইজ, মেয়র অফিসের প্রতিনিধি সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ফিতা কেটে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এসময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ, হারুন ভূইয়া, আব্দুস শহীদ, ফাহাদ সোলায়মান, মোহাম্মদ এন মজুমদার, আব্দুস শহীদ, জামাল হুসেন, আলমগীর খান আলম, আহসান হাবিব, সামাদ মিয়া জাকের, খলিল বিরিয়ানী হাউজের মো. খলিলুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম জিকু প্রমুখ। এ সময় নিউইয়র্ক সিটির বিপুলসংখ্যক ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বারী হোম কেয়ারের সিইও আসেফ বারী (টুটুল) বারী হোম কেয়ারের সফল যাত্রা এবং ক্রমবর্ধমান প্রসারে সহযোগীতাকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আগামী পথচলায়ও তাদের পাশে পাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, একই ছাদের নিচে এখানে গ্রোসারি, রেস্টুরেন্ট, পার্টি হল ও হোম কেয়ার সেবা চালু করতে পেরে মহান আল্লার নিকট শুকরিয়া আদায় করছি। কমিউনিটির সকলের আশীর্বাদ এবং শুভকামনা প্রত্যাশা করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সকলের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।সুত্র ইউএসএ নিউজ

দেশে ফেরার কথা ভাবলেই বিমানবন্দরে ভোগান্তির কথা মনে পড়ে

৫ পৃষ্ঠার পর

লাগেজ সংগ্রহে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করা। বিমানবন্দরের ভেতরে অনেক সময় সংঘবদ্ধ চক্র লাগেজ কেটে ফেলে আবার গায়েব করে ফেলে। প্রবাসীদের পাশাপাশি ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে বিদেশিরা বিমানবন্দরে এসে রক্ষা পাচ্ছেন না এই হেনস্তার শিকার থেকে।

এদিকে ভোগান্তির পাশাপাশি প্রবাসীদের জীবনের ঝুঁকি ও নিরাপত্তাহীনতার বাড়ছে প্রতিনিয়ত। সন্ধ্যা নামার পরপরই বিমানবন্দর থেকে বাড়ি ফেরার পথে ঢাকার আশপাশে ডাকাতদলের কবলে পড়ছেন প্রবাসী যাত্রীরা। গতমাসের ফেব্রুয়ারিতে একই দিনে সৌদি আরব প্রবাসী গিয়াস উদ্দীন সবুজ ও কাজী জামাল উদ্দিনও ডাকাত কবলে পড়েছেন।

বিয়ে ঠিক হয়েছে। তাই হবু স্ত্রীর জন্য অলংকার, কসমেটিকস নিয়ে সৌদি আরব থেকে দেশে এসেছেন কুমিল্লার ছেলে জাহিদ হাসান। পথে ডাকাত দলের কবলে পড়ে সব হারিয়ে কোনো রকমে জীবন রক্ষা করলেন। যারা প্রবাসে থাকে তাদের অধিকাংশই বাড়ি গ্রামে। ফ্লাইট যাদি সন্ধ্যার পরে ল্যন্ডিং করে অনিরাপত্তার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে প্রবাসীদের কপালে।

ভিনদেশে পরিশ্রম করে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে নিজ দেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেন বাড়ি ফিরতে হয় প্রবাসীদের। তাই রাতের ফ্লাইট মানে একটি আতঙ্ক মনে করেন প্রবাসীরা। পুলিশ বলছে, বিদেশ ফেরতরাই ডাকাতদের টার্গেট থাকে। তার মানে বিমানবন্দর থেকে চক্রটি কাজ করে। তাই বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আরও জোরদার করার দাবি প্রবাসীদের।

মোবাইলে কথা হচ্ছেলো পরিচিত মুখ শাখাওয়াত হোসেন নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি কিছুদিন আগে সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশ গিয়ে ছুটি কাটিয়ে আসছেন। ফোনে জানাচ্ছিলেন বিমানবন্দরের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। শাখাওয়াত হোসেন বলেন, অনেকদিন পর বাংলাদেশে গিয়েছি তাই সিমকার্ডও সঙ্গে ছিলো না। তাই বাইরে অপেক্ষমান স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন। বিমানবন্দরে নামমাত্র টেলিফোন বুথ দিয়ে রাখছে ব্যবহার করা যায় না। বাইরে কিছু লোক থাকে কল করার জন্য এতে করে অনেক টাকা লাগে (আমার দিতে হইছে ৫০০ টাকা)।

তিনি বলেন, লাগেজ পেতে অনেক দেরি হয়েছে। কর্মকর্তাদের কাজের গতি খুবই ধীর যার কারণে যেকোনো কিছুতে দীর্ঘ লাইন। করোনার দোহাই দিয়ে টিকিটের দাম বেশি। করোনা পরীক্ষা নিয়েও চরম হয়রানি নানা বিড়ম্বনা। একটু বসার কোনো সু-ব্যবস্থাও নেই। আর মশার কথা কি আর বলবো।

প্রবাসীরা যখন বিমানবন্দরে পা রাখেন তখন তারা আগেই ফ্রি ইন্টারনেট সেবা পাওয়ার চেষ্টা করেন। যেসব প্রবাসী বছরের পর বছর বিদেশে থাকেন তাদের কাছে বাংলাদেশি কোনো সিম থাকে না। পরিবহন সেবা নিতে ও বিমানবন্দরে আসা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমস্যায় পড়তে হয়। যার ফলে প্রবাসীদের সুবিধার জন্য বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড বা বিটিসিএল'র সহায়তায় চারটি টেলিফোন বুথ স্থাপন করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এমন উদ্যোগে সত্যিই প্রসংশার দাবিদার। কিন্তু না! যাত্রীরা এই ফ্রি ইন্টারনেট ও টেলিফোনকে বলছেন 'ভুতুড়ে আয়োজন'।

যাত্রীদের মতে, ফ্রি-ইন্টারনেট ও ফ্রি টেলিফোন সেবার নামে এ ধরনের ভুতুড়ে আয়োজন করে রেখেছে শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে প্রবাসীদের সুবিধার জন্য এ দু'টি সেবা ফ্রি করা হয়েছে বলে প্রচার করা হয়। তবে প্রবাসীরা ওই দুই ফ্রি সেবা পান না বললেই চলে। বিমানবন্দরে 'আমরা' ও 'উই'-এর মাধ্যমে ফ্রি ইন্টারনেট সেবার আয়োজন করে রেখেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু প্রবাসীরা যখন বিমানবন্দরে ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা পেতে চান। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাদের পক্ষে ওই সেবা নেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ ফ্রি ইন্টারনেট সেবা পেতে গেলে প্রথমেই বাংলাদেশি একটি মোবাইল নম্বর চাওয়া হয়। কারণ ওই নম্বরে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড বা ওটিপি পাঠাবে। কিন্তু যেসব প্রবাসী বছরের পর বছর বিদেশে থাকেন তাদের কাছে বাংলাদেশি কোনো সিম থাকে না।

তাই ওই ফ্রি সেবাও নেওয়া সম্ভব হয় না। বিশ্বের অন্যান্য দেশে পাসপোর্ট নম্বরের মাধ্যমে ফ্রি ইন্টারনেট সেবা দেওয়া হলেও বাংলাদেশে এখনো ওই ব্যবস্থা করা হয়নি। অথচ দেশে ফিরে বিমানবন্দরে নেমেই ভোগান্তির মুখে পড়েন রেমিট্যান্সযোদ্ধা হিসেবে খ্যাত প্রবাসীরা। এ কারণে যাত্রীরা ফ্রি ইন্টারনেট ও টেলিফোনকে বলছেন 'ভুতুড়ে আয়োজন'।

কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশে পাসপোর্ট নম্বরের মাধ্যমে ফ্রি ইন্টারনেট সেবা দেওয়া হলেও বাংলাদেশে এখনো ওই ব্যবস্থা করা হয়নি।

ঝাঁকে ঝাঁকে মশার কারণে শান্তিতে দাঁড়ানোর উপায় নেই বিমানবন্দরে। শাহজালাল বিমানবন্দরে 'যাত্রীসেবায়' জ্বলছে ধূপ প্রথম আলোর এমন শিরোনামের নিউজ কমেন্ট বক্সে মো. জাহিদ নামে একজনে লিখেছেন, 'বিমানবন্দরের মশা তাড়াতে যারা ব্যর্থ তারা দেশকে উন্নয়নের চূড়ান্ত সীমায় কিভাবে চিন্তা করে? বিদেশিরা দেশের ঢুকে বিমানবন্দর দিয়ে, বিমানবন্দর থেকে একটা দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু ধারণা পাওয়া যায়। এয়ারপোর্টে এই মশা নিয়ে প্রতি বছরই প্রতিবেদন হয় কিন্তু কর্তৃপক্ষের কোনো টনক নড়ে না।

মিহেরাজ রাজু নামে আরও একজন কমেন্ট করেছেন, কিছুদিন আগে বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম যেভাবে মশা আক্রমণ করেছিল আরও কিছুক্ষণ থাকলে মশা উড়িয়ে অন্য দেশে নিয়ে যেতো বিমানের দরকার হতো না।

শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে বিদেশে যেতে বা ফিরে এসে মশা নিয়ে যাত্রী ও স্বজনদের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ ও ব্যবস্থা নিতে হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকলেও চিত্র বদলায়নি। শাহজালাল বিমানবন্দর ঘিরে আন্তর্জাতিকমানের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হলেও মশার কাছে হার মানতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে!

শাহজালালের বিস্তীর্ণ এলাকা, জলাশয়ের নোংরা পানি ও ঝোপঝাড়ের কারণে মশার উপদ্রব কমছে না। এগুলো পরিষ্কার রাখার কোনো উদ্যোগও নেই বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের। প্রজননের উর্বর ক্ষেত্র হওয়ায় দিন দিন মশার উপদ্রব বাড়ছে। মশার প্রজনন বন্ধে এসব স্থানের ওপর কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজর দেওয়া উচিত বলে মনে করেন যাত্রীরা।

আব্দুল হালিম সোহাগ গত ডিসেম্বর মাসে কোরিয়া থেকে বাংলাদেশে গিয়ে কিছুদিন আগে আবার কোরিয়াতে ফিরছেন, গল্পের ছলে জানাচ্ছিলেন এয়াপোর্টে ভোগান্তির করুণ বাস্তব অভিজ্ঞতা। দেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কোরিয়ার ইনচন এয়ারপোর্ট থেকে বিমানে উঠে বাংলাদেশ বিমানবন্দরে যখন পা রাখলাম তখনই মনে হচ্ছে ভোগান্তি শুরু। ইমিগ্রেশনের সুশৃঙ্খল লাইনের কোনো ব্যবস্থা দেখলাম না। বিশাল লাইন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইমিগ্রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। বিমানবন্দরের কর্তব্যরত আনসার ট্রলিম্যান কিছু ভিআইপিকে টার্গেট করে তাদের সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করছে। বেল্টে লাগেজ আসতেও অনেক দেরি। তারপর এদিকে ট্রলির হাহাকার। কেউ কেউ ট্রলি না পেয়ে মাথায় করে ভারি লাগেজ বা ব্যাগ নিয়ে বিমানবন্দর থেকে বের হচ্ছে।

তিনি বলেন, আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দিয়ে কি হবে যদি লাগেজ মাথায় নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বাইর হওয়া লাগে। যাদের গাড়ি আছে তাদের কোনো সমস্যা নেই আর যাদের নেই তারা লাগেজ মাথায় করে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে হচ্ছে। বিমানবন্দর রয়েছে ট্রলি তীব্র সঙ্কট।

এর আগে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী বিমানবন্দরের দুই টার্মিনাল ঘুরে ব্যবস্থাপনা দেখেন। যাত্রীদের সঙ্গে ভোগান্তির বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রী ট্রলি সংকটের জন্য যাত্রীদের ভোগান্তি শিকার করে যাত্রীদের কাছে তিনি ক্ষমাও চেয়েছিলেন প্রতিমন্ত্রী। কথা দিয়েছিলেন যাত্রীদের বিদেশযাত্রা ও আগমনকে আরও আরামদায়ক করতে চলতি বছরের গেলো ফেব্রুয়ারি মাসে মধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নতুন করে ২৫শ ট্রলি যুক্ত হবে।

বিমানবন্দরের আশপাশে দালাল চক্রের নিয়মিত শোডাউন চলে নতুন সহজ-সরল যাত্রীদের কেন্দ্র করে। বিমানবন্দরের ভেতরে কর্মরত একশ্রেণির আনসার, সিভিল এভিয়েশন কর্মী, কাস্টমস-ইমিগ্রেশন পুলিশ এ হয়রানির ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। তাদের কারণে অতিরিক্ত অর্থ গুনতে হচ্ছে প্রবাসীদের। প্রবাসীদের খুব বেশি চাওয়া নেই, হাজারো প্রবাসী স্বপ্ন দেখে কিছু অর্থ উপার্জন করে নিরাপদে দেশে ফিরে যাবে। ফিরে যাবে প্রিয়তমা স্ত্রীর সন্তানের কাছে, বাবা-মায়ের কাছে। প্রবাসে পাখির ডাকে ভোরে ঘুম ভাঙে না, ভাঙে ঘড়ির অ্যালার্মে। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে

রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর 'গণহত্যাকে' যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি

৯ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে বলে দাবি করে আসছিল এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে গণহত্যার স্বীকৃতির ও দাবি জানিয়ে আসছিল তারা। সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ২১ মার্চ সোমবার ওয়াশিংটন ডিসির ইউএস হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন এবং 'বার্মা'স পাথ টু জেনোসাইড' নামে একটি প্রদর্শনী প্রদর্শন করার কথা ও রয়েছে। তবে সরকার গণহত্যা ঘোষণার পর মার্কিন আইনে কোনো ধরনের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের প্রয়োজন হয় না তবে এ পদবী মায়ানমারে সেনাবাহিনীর উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়াতে পারে। মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী ২০১৭ সালে একটি সামরিক অভিযান শুরু করে যার ফলে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের মধ্যে ৭ লাখের ও বেশিকে তাদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশে চলে যেতে বাধ্য করেছিল। যেখানে তারা হত্যা, ব্যাপক ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগের বর্ণনা দিয়েছে।

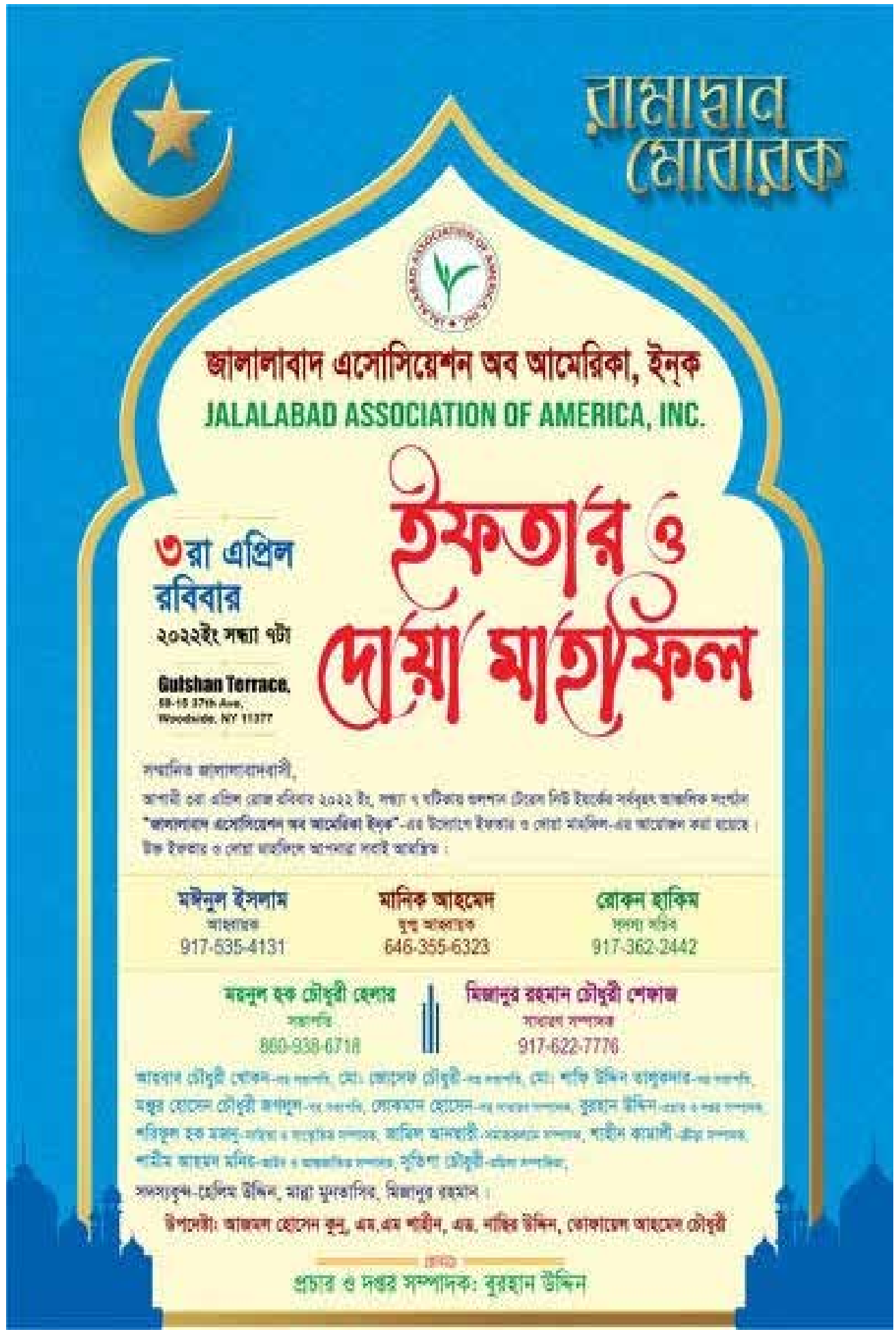

ডেমোক্র্যাটিক ক্লাবের ডিনারে চাক শুমার:

আবারো বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রশংসা

৬২ পৃষ্ঠার পর

কমিউনিটির নানা প্রশংসা করেন। বিশেষ করে ইউএস সুপ্রীম কোর্টে বাংলাদেশী-আমেরিকান নুসরাত চৌধুরীর মনোনয়ন লাভ, পরিশ্রমী বাংলাদেশী ক্যাব চালক এবং ডেমোক্র্যাট মোর্শেদ আলমের প্রশংসা করেন।

গত ১৮ মার্চ শুক্রবার নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়টের বল রুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ও আমেরিকান জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশেনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠন। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিউ আমেরিকান ডেমেক্রেটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে প্ল্যাক প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সিনেটের চাক শুমার বলেন, করোনায় স্থবির হয়ে পড়া ইউএস ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া আরও বেশি গতিশীল করতে উদ্যোগ নেবে বাইডেন প্রশাসন। কারণ করোনার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসতে ইচ্ছুক ইমিগ্র্যান্টদের স্বজনরা উদ্বিগ্ন সময় পার করছেন। তিনি বলেন, এজন্য ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ার গতি তরান্বিত করা হবে। সেই সাথে সিনেটর তার বক্তব্যে আবারো বাংলাদেশী কমিউনিটির কর্মকান্ড ও মূলধারায় অংশগ্রহনের ভূয়শী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইউএস কংগ্রেসম্যান টম সুয়াজি, ষ্টেট সিনেটর লিরয় কমরি, অ্যাসেম্বলি মেম্বার ভিভিয়ান কুক, অ্যাসেম্বলি মেম্বার জোরান মান্দানি, অ্যাসেম্বলি মেম্বার ক্যাটালিনা ক্রুজ, অ্যাসেম্বলি মেম্বার জেফ অরবি, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেটে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনাভান রিচার্ডস, সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণ, কাউন্সিলওম্যান লিন্ডা লি, কাউন্সিলওম্যান সান্দ্রা উং, ডিস্ট্রিক্ট লিডার এন্থনী লিমা, মোফাজ্জল হোসাইন, এমটিএ ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট টনি উটানো, ষ্টেট কমিউনিটিম্যান ড. জিন ফেলাপস প্রমুখ।

সাপ্তাহিক ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি এম এম শাহীন সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দর মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফখরুল আলম, গিয়াস আহমেদ, শাহ নেওয়াজ, গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ আলী, মিলন রহমান, এডভোকেট মজিবুর রহমান, মাজেদা উদ্দিন প্রমুখ। এছাড়াও নতুন প্রজন্মের পক্ষে শুভেচ্ছা বক্তৃব্য রাখেন অনুভা শাহীন। আয়োজক সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন নিউ অ্যামেরিকান ইয়ুথ ফোরামের প্রেসিডেন্ট আহনাফ আলম, নিউ আমেরিকান উইমেন ফোরামের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট শিরিন কামাল।

অনুষ্ঠানে প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেষ্ট আনোয়ার হোসেন, কাজী আজম সহ তিন শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সিনেটর চাক শুমার নিজেকে বাংলাদেশ কমিউনিটির একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, একদিন এই কমিউনিটির মানুষ চিন্তা করবে, ভাববে আমি তাদেরই একজন ছিলাম। বাংলাদেশ কমিউনিটিকে শক্তিশালী কমিউনিটি উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের প্রয়োজনে সম্ভব সবকিছুই করব। এ সময় করোনাকালে নাগরিকদের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির কথা তিনি তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষ এসব সুযোগ পেয়েছে বলেও তিনি মনে করেন।

কংগ্রেসম্যান টম সুয়াজি বলেন, শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্র বিনির্মাণে বাংলাদেশ কমিউনিটি যথাযথ ভূমিকা পালন করছে। তিনি সুন্দর এই আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু বলেন, দিন দিন বাংলাদেশ কমিউনিটির কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিটি কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ, কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট ফেডারেল জাজ সোমা সাঈদের নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই কমিউনিটি নির্বাচিত প্রতিনিধি পেয়েছে। তিনি বলেন, এটা কেবল শুরু। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কমিউনিটি অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

মোর্শেদ আলম বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটিকে মুলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করতে বিগত ৩০ বছর ধরে কাজ করে চলেছি। এখন আমরা আমাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে শুরু করেছি।

আহনাফ আলম বলেন, তিনটি সংগঠনের এই আয়োজন দশম বছরে পদার্পণ করেছে। এই আয়োজনে মুলধারার রাজনীতিবিদদের সঙ্গে বাংলাদেশী কমিউনিটির সব গ্রেণী-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। আমি মনে করি আমাদের তিনটি সংগঠন দুই কমিউনিটির মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করছে। আমাদের এ অগ্রযাত্রায় সকলের অকুণ্ঠ সমর্থন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

শিরিন কামাল বলেন, বাংলাদেশ কমিউনিটির নারীদের মুলধারার রাজনীতিতে এগিয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমাদের সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া নারীর অধিকার নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতেও আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

অনুষ্ঠানে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজ। দেশী-বিদেশী অতিথিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি ছিলো জমজমাট। তবে সিনেটর চাক শুমার অনুষ্ঠান স্থলে পৌছার পর থেকে অবস্থানকালীন সময়ে তার সাথে ছবি তোলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য্যকে ম্লান করে দেয়। খবর ইউএনএ'র।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা

আমরা তোমাদের ভুলবনা...

কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন

বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সভাপতি পদপ্রার্থী

বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক

জ্যামাইকায় শাহ নাওয়াজের নির্বাচনী সভায় কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচিত করার আহ্বান

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪এ থেকে আগামী প্রাইমারী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী শাহ নাওয়াজের এক নির্বাচনী সভা বুধবার জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা বলেন, কমিউনিটির একজন সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে শাহ নাওয়াজ এতোদিন আমাদের দিয়ে এসেছেন। এখন সময় এসেছে তাকে কিছু দেওয়ার। বক্তারা বলেন, ডিষ্ট্রিক্ট ২৪এ এর বাংলাদেশী-আমেরিকান ভোটাররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাকে ভোট দিলে অবশ্যই তিনি জয়ী হবেন। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত ব্যতিক্রমী এই সভায় জ্যামাইকা ছাড়াও সিটির বিভিন্ন স্থান থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীরা অংশ নেন এবং শাহ নাওয়াজকে সমর্থন জানান।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সঞ্চালনায় সভায় শাহ নাওয়াজ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দীন সাগর, সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা সম্পাদক ফরিদ আলম, প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ রশীদ, আগা সালেহ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মঈনুল ইসলাম, বৃহত্তর রাজশাহী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মজিদ আকন্দ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মাকসুদুল হক চৌধুরী, আহসান হাবীব, রাব্বী সৈয়দ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামরুল ইসলাম সনি, নূরুল আজীম, জুডিশিয়াল ডেলিগেট প্রার্থী সাইফুর খান হারুন, সঙ্গীত শিল্পী রানো নাওয়াজ সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জেমিনি সম্পাদক বেলাল আহমেদ ও সঙ্গীত শিল্পী অনিক রাজ।

ফ্রেন্ডস ফর শাহ নাওয়াজ-এর ব্যানারে আয়োজিত সভায় বক্তারা বলেন, একজন প্রার্তী হিসেবে শাহ নাওয়াজ যোগ্য। তিনি কমিউনিটি বোর্ড সদস্য ছাড়াও ইতিম্যধ্যই ফোবানা, লায়ন্স ক্লাব এবং জেবিবিএ ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনে যোগ্যতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মহামারী করোনায় নিরবে-নিভৃতে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য-সহযোহিতা করেছেন। তিনি যেমন কমিউনিটির জন্য করেছেন, তেমনী এখন তার জন্য কিছু করে মূলধারায় তাকে আরো সক্রিয় করতে জয়ী করতে হবে। আর এই জয়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটির বিকল্প নেই। সভায় শাহ নেওয়াজ বলেন, কমিউনিটির জন্য আমি কি করতে পেরেছি সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে আমি কমিউনিটির জন্য আরো কাজ করতে চাই, এজন্য ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী হয়েছি। তিনি বলেন, ভোটারদের মন জয় করে আমাদেরকে জয়ী হতে হবে। সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসলে, ভোট দিলে ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ থেকে জয়ী হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। নির্বাচনে তিনি সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে নূরুল আজীম ডিষ্ট্রিক্ট লীডার প্রার্থী শাহ নাওয়াজের নির্বাচনী তহফিলে দুই হাজার ডলার অনুদান দিয়ে তার ফান্ড রেইজিং-এর শুভ সূচনা করেন। খবর ইউএনএ'র

SHAH NAWAZ
2022
A SHAH VOTE IS A SURE VOTE
VOTE FOR
SHAH NAWAZ
DEMOCRATIC
DISTRICT LEADER
ASSEMBLY
DISTRICT 24A
TUE
JUNE 28
2022
FAIR & EQUAL REPRESENTATION
TRANSPARENT POLITICAL DECISION MAKING
SMALL BUSINESS EMPOWERMENT
Shah Nawaz
ShahNawazDistrictLeader@gmail.com
646-591-8396
www.shahnawaz.nyc
Paid for by Friends for Shah Nawaz

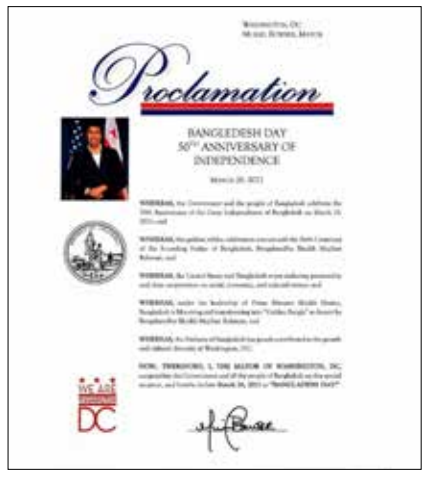
Proclamation

BANGLADESH DAY
50TH ANNIVERSARY OF
INDEPENDENCE

২৬ মার্চকে 'বাংলাদেশ দিবস' ঘোষণা ওয়াশিংটন ডিসির মেয়রের

ওয়াশিংটন ডিসি: বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২৬ মার্চকে 'বাংলাদেশ দিবস' ঘোষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র মুরিয়েল বাউসরি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়ে ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র মুরিয়েল বাউসার ২৬ মার্চকে বাংলাদেশ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মেয়র মুরিয়েল বাউসার স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রস্ফুটিত ও রুপান্তরিত হচ্ছে।

র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে মার্কিন হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ার কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিক্সের কাছে ১৭ পৃষ্ঠার ডকুমেন্ট হস্তান্তর

নিউ ইয়র্ক: মার্কিন হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ার কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি ডব্লিউ মিক্সের নিকট র‍্যাব এবং র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাতজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে র‍্যাবের নানা কার্যক্রম নিয়ে ১৭ পৃষ্ঠার ডকুমেন্ট হস্তান্তর করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। একইসাথে তারা রাজনৈতিক আশ্রয় বাতিল করে বঙ্গবন্ধুর খুনী রাশেদ চৌধুরী ও বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত আশরুজ্জামানকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর গণস্বাক্ষরিত দাবিনামাও প্রদান করেন কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিক্সের নিকট। গত ২৩ মার্চ বুধবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটানে মার্কিন হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ার কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি ডব্লিউ মিক্সের ফান্ডরেজিং রিসিপশানে এসব ডকুমেন্ট হস্তান্তর করা হয় । মার্চ টু ভিক্টোরি! ম্যানহাটান রিসিপশান টু বেনিফিট কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিক্স উইথ স্পেশাল গেস্ট ডেমোক্রেটিক ককাস চেয়ার হাকিম জেফ্রিজ" শিরোণামে এ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরও ছিলেন কংগ্রেসওম্যান ক্যারোলিন ম্যালোনি, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস, ম্যানহাটান বরো প্রেসিডেন্ট, কাউন্সিলম্যান, অ্যাসেম্বলিম্যান সহ অন্যান্যরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার ফরাসত আলী, প্রকৌ: মোহাম্মাদ আলী সিদ্দিকী, এ্যাড. শাহ মো: বখতিয়ার আলী, রুমানা আখতার, জালাল উদ্দিন জলিল, মনজুর চৌধুরী, খন্দকার জাহিদুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, সাকি কর প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত ১০ ডিসেম্বর গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাব এবং র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাতজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে

বিরিয়ানি পেলেই কেন মন ভাল হয়ে যায়? খাবার আর মেজাজের যোগসূত্র কী

৬২ পৃষ্ঠার পর

যথেষ্ট ।অনিয়মিত ও অপুষ্টিকর খাদ্যাভাস মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়।

খাবার আর মনঃপরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যেমন ধরুন, মন ভাল করতে কখনও কখনও এক প্লেট বিরিয়ানি কিংবা পছন্দের কোনও চকোলেটই যথেষ্ট। ক্ষুধার্ত অবস্থায় কোনও কাজই সঠিক ভাবে করা যায় না। খালি পেটে মেজাজও খিটখিটে হয়ে থাকে। পুষ্টিকর ডায়েট আপনার মেজাজকে উন্নত করতে এবং শরীরে শক্তি জোগাতে সাহায্য করবে। কার্বোহাইড্রেট থেকে শুরু করে ভিটামিন ও মিনারেল মানসিক স্বাস্থ্যে উপর দারুণ প্রভাব ফেলে। অনিয়মিত ও অপুষ্টিকর খাদ্যাভাস মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়।

কার্বহাইড্রেট: যে কোনও কাজে মনোযোগ দেওয়ার জন্য শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি রক্তে থাকা গ্লুকোজ থেকে পাওয়া যায়। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারই হল গ্লুকোজের মূল উত্স। মন ভাল করতে কখনও কখনও এক প্লেট বিরিয়ানি কিংবা পছন্দের কোনও চকোলেটই যথেষ্ট। প্রতীকী ছবি।

প্রোটিন: অন্য দিকে অনুভূতি বোঝার জন্যে মস্তিষ্কের প্রয়োজন অ্যামিনো অ্যাসিড। প্রোটিন সমৃদ্ধ সব খাবারের মধ্যেই আপনি অ্যামিনো অ্যাসিডকেও পেয়ে যাবেন। মস্তিষ্কের অন্যান্য কার্য সম্পাদনের জন্য ওমেগা ৩ ও ৬ ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রয়োজন হয় যা আপনি খাদ্য থেকেই পাবেন। **ভিটামিন ও খনিজ:** শরীরে আয়রনের মাত্রা কম হলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, কর্মক্ষমতা কমে যায়। অন্য দিকে শরীরে ফোলেট অভাব হলে মানসিক অবসাদ আসে। ভিটামিন বি-এর কারণেও আপনার সব বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। **ক্যাফিন:** চা, কফি খেলেই আমাদের মন চাঙ্গা হয়ে যায়। শরীরে ক্লান্তি দূর হয়। অনেকেই চা-কফির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। কোনও কারণে কফি না পেলেই মেজাজ বিগড়ে যায়, মাথা ব্যথা শুরু হয়।

জাতিসংঘে গণহত্যা দিবসের আলোচনায় ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশে সংঘটিত ১৯৭১ সালের গণহত্যার ঘটনা অত্যন্ত ভালোভাবেই নথিভুক্ত করা আছে, তবুও এখন পর্যন্ত জাতিসংঘে স্বীকৃতি লাভ করেনি। আমরা বিশ্বাস করি, গণহত্যা প্রতিরোধে জাতিসংঘের পদক্ষেপসমূহ অসম্পূর্ণই থেকে যাবে যদি আমাদের দেশে সংঘটিত গণহত্যার মতো ঘটনাগুলো অস্বীকৃত থেকে যায়"- ২৫ মার্চ গণহত্যা প্রতিরোধ; অতীত ট্রাজেডির স্বীকৃতি ও ক্ষতিগ্রস্থদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সেমিনারে প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। জাতীয় গণহত্যা দিবস-২০২২' পালনের অংশ হিসেবে এই সেমিনারের আয়োজন করে বাংলাদেশ মিশন।

সেমিনারটির মূল বক্তা ছিলেন কর্ণেল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জন হাবেল ওয়েইস। জাতিসংঘে নিযুক্ত বসনিয়া ও হার্জগোভিনার স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সোভেন আলকালাজ, কম্বোডিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সোভানকি এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার তাপস কান্তি বাউল এতে প্যানেলিস্ট হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ইভেন্টিতে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ মহাসচিবের গণহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মিজ্ অ্যালিস ওয়াইরিমু এনদেরিতু। আলোচনা পর্বটির সঞ্চালক ছিলেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

স্বাগত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা ১৯৭১ সালের গণহত্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন এবং ১ কোটি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করার

ইতিহাস উল্লেখ করে বলেন, এর সূচনা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইট' এর মাধ্যমে। তিনি আরও বলেন, ২৫ মার্চ গণহত্যা, যার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে চিরতরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা। কিন্তু হানাদার বাহিনীর সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি। এর বদলে জাতির পিতার উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালি জাতি। যার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মের মধ্য দিয়ে।

আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল এনদেরিতু বলেন, গণহত্যা এবং নৃশংসতার অপরাধগুলি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং বাংলাদেশ তার নিজের ইতিহাস থেকে এই গুরুতর লঙ্ঘনের স্থায়ী ক্ষতগুলো সমন্ধে জানে। তিনি গণহত্যা প্রতিরোধে আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা জোরদার এবং ঘৃণামূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ওপর জোর দেন।

সেমিনারটির কী-নোট স্পিকার প্রফেসর ওয়েইস বিশ্বে সংঘটিত বিভিন্ন গণহত্যা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক গণহত্যার স্বীকৃতি দেওয়ার আইনি ও ঐতিহাসিক দিকগুলি বিশদভাবে ব্যাখা করেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার কথাও উল্লেখ করেন এবং ৭১ এর গণহত্যার স্মৃতি ও ইতিহাস সংরক্ষণে বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রদূত ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে হলোকাস্ট এর পরে বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম গণহত্যা বলে অভিহিত করেন। তিনি এ বিষয়ে কম্বোডিয়ার অভিজ্ঞতা বিশেষ করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণহত্যার শিকার ব্যক্তিবর্গের পরিবারের মর্মযাতনা লাঘবে গৃহীত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন।

বসনিয়া হার্জেগোভিনার রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে স্রেব্রেনিকায় সংঘটিত গণহত্যা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যর্থতার বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং প্রাথমিক সতর্কতা চিহ্নগুলি সনাক্ত এবং সমাধান করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটিবিডি) এর প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার তাপস কান্তি বাউল সম্পূরক নীতির আওতায় গণহত্যা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার সংক্রান্ত উত্তম অনুশীলনগুলোর কথা তুলে ধরেন এবং জাতীয় ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন যাতে গণহত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের সাথে আরও ভালো সংযোগ স্থাপিত হয় ও তাদের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়।

এদিকে বিকালে 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' উপলক্ষে স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে মিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের উপস্থিতিতে দিবসটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই দিবসটির স্মরণে একমিনিট নিরবতা পালন ও গণহত্যার শিকার শহীদদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়। এর পর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং শহীদদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি বলেন ১৯৭১ সালের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য আমরা জাতিসংঘের সাথে কাজ করে যাচ্ছি। এই গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

উভয় অনুষ্ঠানেই ৭১ এর গণহত্যার উপর একটি প্রামাণ্য ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত

নিউ ইয়র্ক: গত ১৫ই মার্চ ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়।ফোবানা ষ্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় চলতি বছর কানাডার মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিতব্য ফোবানা সম্মেলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে পুর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে স্টিয়ারিং কমিটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ফোবানা ষ্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের নাম: হাসানুজ্জামান হাসান (নিউ ইয়র্ক), খন্দকার ফরহাদ (নিউ ইয়র্ক), তৈমুর জাকারিয়া (নিউ ইয়র্ক), আসেফ বারী টুটুল (নিউ ইয়র্ক), হাসান চৌধুরী (ম্যারিল্যান্ড), নেসার আহমেদ (ভার্জিনিয়া), সৈয়দ এনায়েত আলী (নিউ ইয়র্ক), রফিকুল আমিন ভুঁইয়া (পেনসিলভেনিয়া), কামরুন কনা (ভার্জিনিয়া) আলী ইমাম শিকদার প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

KT KHAN'S TUTORIAL

WE'RE BACK.

IN-PERSON SHSAT & SAT

KT 3-8 NY State Exam Program:

ELA State Exams:
Mar. 29 - Apr. 8

Math State Exams:
Apr. 26 - May 9

Digital Classes for
$8-10 per hour!

KT Specialized High School Program:

Over 4,300 students
Stuyvesant
Bronx Science
Brooklyn Tech
New Schools

Digital Classes for
$13-15 per hour!

KT SAT, HS, AP College Admissions Program:

March 12 SAT
March 23 SAT
June 4 SAT
August 27 SAT

AP - Sciences & Calculus

Digital Classes for
$15-17 per hour!

JACKSON HEIGHTS MARCH 2022

SMALL CLASS SIZES
HIGHEST QUALITY
LOWEST PRICES

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

মিসরে এশিয়ার শীর্ষ কূটনৈতিক সম্মাননা পেলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ মনিরুল ইসলাম

কায়রো (মিসর): গত রবিবার, ২০ মার্চ ২০২২ স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটায় রাজধানী কায়রোস্থ কনকর্ড এল-সালাম হোটেলে বাংলাদেশ, আলবেনিয়া ও স্লোভেনিয়ার সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল কূটনৈতিক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান ।

মিসরের কূটনৈতিক মহলে জনপ্রিয়, সমাদৃত ও সুপরিচিত 'ডিপ্লোম্যাসি ম্যাগাজিন'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই বার্ষিক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্টদূত, কূটনৈতিক, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের অংশ হিসেবে পাঁচজন বিশিষ্ট মিসরীয় ব্যক্তির হাতে শুভেচ্ছাদূতের (গুডউইল অ্যাম্বাসেডর) সনদপত্র তুলে দেন মিসরে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ মনিরুল ইসলাম।

বাংলাদেশ ছাড়াও আলবেনিয়া এবং স্লোভেনিয়ার রাষ্ট্রদূতদ্বয় তাদের নির্বাচিত মিসরীয় শুভেচ্ছাদূতদের হাতে সনদপত্র প্রদান করেন। কূটনৈতিক ম্যাগাজিনটির প্রধান সম্পাদক আবদেল হাই মোখতার-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটিতে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিকদের মধ্যে বাছাই করে বছরের সেরা রাষ্ট্রদূত নির্বাচন ও সম্মাননা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

চলতি বছরে মিসরে সেরা বিদেশী রাষ্ট্রদূত নির্বাচিত হয়েছেন এশিয়া অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ মনিরুল ইসলাম, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত অক্টাভিউ ট্রিপ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান বার্জার, বলকান দেশগুলোর মধ্যে আলবেনিয়ার রাষ্ট্রদূত এডয়ার্ড সোলো এবং আফ্রিকান দেশগুলোর সেরা রাষ্ট্রদূত হয়েছেন রুয়ান্ডার রাষ্ট্রদূত আলফ্রেড জ্যাকোবা।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের সহধর্মিনী ফাহিমা তাহসিনা, মেক্সিকান রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী আদ্রিয়ানা কারমেন, কিউবান দূতাবাসের কাউন্সেলর ডেনিস ক্যাজারেস-সহ বিশিষ্ট কয়েকজন কূটনৈতিক-সহযোগী এবং কূটনৈতিক ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করে তাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন ডিপ্লোমেসি ম্যাগাজিন-এর সিইও আবদেল হাই মোখতার ও মিসরে নিযুক্ত আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার আঞ্চলিক-প্রধান জনাব লরেন ডি বয়েক।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন প্রফেসর ঈমান-জাদ এবং একজন জনপ্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনার-সহ পাঁচজনের হাতে বাংলাদেশের শুভেচ্ছাদূতের সনদপত্র তুলে দিয়ে তার বক্তব্যে বলেন, আমি মিসরের সেইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের সালাম, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই যারা আজ এই সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'বাংলাদেশের শুভেচ্ছাদূত' হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। আমার শুভেচ্ছাদূতগণের জন্য যেকোনো কারণে, যেকোনো সময় আমার দরজা সবসময় খোলা থাকবে।

নির্বাচিত শুভেচ্ছাদূতগণ বাংলাদেশ ও মিসরের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক আরো উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং নির্বাচিত হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রদূত তার বক্তৃতায় দর্শক-শ্রোতাদের জানান যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশ-মিসর কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ১৯৭১ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক নীতি ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি স্বনির্ভর, সুখী এবং সুশাসন-ভিত্তিক দেশে পরিণত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে সর্বক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। মিসরে বাংলাদেশের আবাসিক মিশন খোলার পঞ্চাশ বছর পূর্তি হতে চলেছে, কিন্তু আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন আরব অভিযাত্রীরা ধর্মপ্রচার ও বাণিজ্যিক কারণে প্রাচীন বাংলায় গমনাগমন করতেন। চৌদ্দশতকে স্বাধীন বাংলার শাসকরা অনেক আরব এবং আফ্রিকান ব্যক্তিকে উজির, এমনকি সেনাবাহিনীর প্রধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেছিলেন।

রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন যে, মিশরের বন্ধুত্বপূর্ণ জনগণ এবং সরকার আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল এবং সদ্য স্বাধীন বাংলদেশকে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে এসেছিল।

মিসরের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে ১৯৭৪ সালে আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করতে ঢাকা সফর করেন।

আধুনিক যুগে সম্পর্কের শুরু থেকেই বাংলাদেশ এবং মিসর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উপভোগ করছে। বর্তমানে উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী এপ্রিল মাস থেকে ঢাকা-কায়রো সরাসরি বিমান যোগাযোগ চালু হতে যাচ্ছে।

মিসরীয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ সহ বিদেশী এবং প্রবাসী বাংলাদেশীগণ গর্বভরে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন, যা এদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে।- আফছার হোসাইন, কায়রো (মিসর) থেকে

ব্রাসিলিয়ায় বাংলাদেশের গণহত্যা দিবস উদযাপন

ব্রাসিলিয়া, ব্রাজিল: যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশ গণহত্যা দিবস ২০২২ উপলক্ষে ব্রাসিলিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস একটি আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার -এর আয়োজন করে। "Rising from the Devastation of 1971 Genocide to a Development Miracle"- শীর্ষক এই ওয়েবিনার-এ বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বরা অংশগ্রহণ করেন। ব্রাজিলে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মিজ সাদিয়া ফয়জুননেসা-র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ ওয়েবিনারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (পশ্চিম) শাব্বির আহমেদ চৌধুরী, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল (অবঃ) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীর প্রতীক , মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননাপ্রাপ্ত মার্কিন আলোকচিত্রশিল্পী এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা লিয়ার লেভিন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আর্জেন্টাইন মানবাধিকার আইনজীবী অধ্যাপক ড. আইরিন ভিক্টোরিয়া মাসিমিনো এবং প্রখ্যাত ব্রাজিলীয় সাংবাদিক ইভান গোদোয় অংশগ্রহণ করেন। ওয়েবিনারের পূর্বে দুতাবাসের মিলনায়তনে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসা আমাদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ উপহার দেবার জন্য জাতির পিতাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার পাশাপাশি ১৫ আগষ্ট নির্মম হত্যাকান্ডে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদ, মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী সকল শহীদ এবং সম্ভ্রমহারা সকল মা বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর তিনি 'Operation Searchlight' নামক ঘৃণ্য বর্বরতার মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে সংগঠিত হত্যাকান্ডের বর্ণনা করে বাংলাদেশের গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের ক্রমঅগ্রসরমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিস্তারিত বর্ণনা করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বের কথা তিনি তুলে ধরেন। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি দেশকে মাত্র সাড়ে তিন বছরে পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় অবদানকে তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

অণিষ্ঠানের প্রধান আলোচক বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল সাজ্জাদ জহির তাঁর প্রত্যক্ষ করা ১৯৭১ সালের হত্যাযজ্ঞের বিবরণ দেন। তিনি পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক ১৯৬০-এর দশকে সংগঠিত আরো ২টি হত্যাযজ্ঞের দিকটি তুলে ধরেন। তিনি ২৫ মার্চের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সহযোগিতা কামনা করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনীর বর্বরতার স্থির চিত্র ধারণ করে পুরো পৃথিবীর কাছে তা তুলে ধরা সাংবাদিক লিয়ার লেভিনও তাঁর চাক্ষুস অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। তবে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে না পারায় তাঁর হতাশার কথা তুলে ধরেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মানবাধিকার কর্মী ও আর্জেন্টাইন আইনজীবি আইরিন মাসিমিনো আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল গঠনের মাধ্যমে যুদ্ধপরাধীদের বিচার করায় বাংলাদেশ সরকারকে সাধুবাদ জানান। তিনি জানান আর্জেন্টিনাসহ পৃথিবীর বহু দেশ এ ধরণের গণহত্যার বিচার করতে পারেনি। ব্রাজিলীয় সাংবাদিক ইভান গোদয় তাঁর নিজ চোখে দেখা বাংলাদেশের উন্নয়নের বর্ণনা করে বলেন যে ৯ লক্ষ মানুষ বাস করা ব্রাজিলীয় রাজ্য আমাপার সমান একটি দেশ ১৭ কোটি মানুষ নিয়েও যে অভুতপূর্ব গতিতে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যেতে পারে তা বাংলাদেশকে নিজ চোখে না দেখলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। একজন মানবাতাবাদী নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে দক্ষিণ আমেরিকাবাসীর নিকট পরিচিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব শাব্বির আহমেদ চৌধুরী বলেন যে বিভিন্ন গবেষণায় এটা প্রমাণিত যে ২৫ মার্চের বর্বর হত্যাকান্ড এবং পরবর্তীতে ১৪ ডিসেম্বরের বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ড একটি পরিকল্পিত গণহত্যা যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে। তিনি আরো বলেন যে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন যে পৃথিবীর যাকোন প্রান্তের যে কোন গণহত্যার বিপক্ষে বাংলাদেশ অবস্থান নিবে।

সাদিয়া ফয়জুননেসা-র সঞ্চালনায় দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু কর্ণার থেকে প্রচারিত এই ওয়েবিনারটি দূতাবাসের ণড়ঁঞঁনব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। ব্রাজিলের কুরিচিবা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে অনুষ্ঠানটি সরাসরি উপভোগ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কাজ করে যাওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে ইউনাইটেড হিন্দুস অব ইউএসএ'র বিক্ষোভ সমাবেশ

ঢাকা ওয়ারির রাধা কান্ত জিউ মন্দিরে হামলা, ভাংচুর ও প্রতিমা তুলে নেয়ার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে গত ২০শে মার্চ রোববার বিকেলে ইউনাইটেড হিন্দুস অব ইউএসএর উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনাইটেড হিন্দুস অব ইউএসএ'র কর্মকর্তা শ্রীমান নিত্যানন্দ কিশোর দাসের সভাপতিত্বে এবং শ্যামল কর ও রাম দাস এর পরিচালনায় এ প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নবেন্দু দত্ত, শিতাংশু গুহ, দ্বীজেন ভট্টাচার্য, ডা. প্রভাত দাস, ডা. সমীর সরকার, ভজন সরকার, রুপ কুমার ভৌমিক, সুশীল সাহা, বিষ্ণু গোপ, দিনেশ মজুমদার, নিতাই নাথ, রবীন্দ্র পাল, শ্যামল রোদ্র, রামদাস গোরামি, গোবিন্দ বানিয়া, প্রদীপ সূত্রধর, উত্তম কুমার সাহা, ঝলক রয়, সুতিপা চৌধূরী, জলি সাহা, রীতা নাথ,

অনুকুল অধিকারী, বিধান পাল, মোহিত নিত্র, আশিস সরকার প্রমুখ।সমাবেশে বক্তারা বলেন, প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশ পরিচালনার সময় দিনের পর দিন হিন্দু নির্যাতন, মন্দির ভাংচুর, হামলা, লুটপাটের ঘটনা বেড়ে চলেছে। তারা বলেন, অতি সম্প্রতি হাজী শফিউল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকা ওয়ারি রাধা কান্ত মন্দিরে হামলা, ভাংচুর এবং প্রতিমা তুলে নেয়ার ঘটনা ঘটেছে। বক্তারা ঘটনার নিন্দা জানিয়ে হাজী শফিউল্লাহ সহ সকল দুস্কৃতকারিদের গ্রেফতার করে সংখ্যালঘু নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবী জানান। এসময় তারা হিন্দু নির্যাতন বিরোধী নানা শ্লোগান দেন।ইউএসএনিউজ

‘বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী’ - যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন

৬২ পৃষ্ঠার পর

আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়েছে। বাংলাদেশের ৫১তম স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে এক শুভেচ্ছা বার্তায় এসব কথা বলেন তিনি। ব্লিঙ্কেন আরও বলেন, আমাদের উভয় দেশই তীব্র সংগ্রামের পর স্বাধীনতা পেয়েছিল। আমরা উভয়েই প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে জীবনযাপন করছি।

‘‘গত পাঁচ দশক ধরে উভয় দেশের একে অপরের প্রতি অব্যাহত সহযোগিতা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যত নিশ্চিত করেছে।’’ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের চিত্তাকর্ষক অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক সাফল্য এবং শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সবচেয়ে বড় অবদান রাখা দেশ হিসেবে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক সম্প্রসারিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাতে উভয় দেশ এক সাথে উন্নত হতে পারে।

নিউইয়র্কের ইয়েলো ট্যাক্সি এবার উবার অ্যাপসে

৬২ পৃষ্ঠার পর

তালিকাভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে । তবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরো কিছুদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছে উবার। তারা আরো জানিয়েছে, ’উবার এক্স’ রাইডের জন্য যাত্রীরাা যে ভাড়া প্রদান করেন, ইয়েলো ট্যাক্সিতে উবার রাইডের জন্যও প্রায় একই পরিমাণ ভাড়া তাদের পরিশোধ করতে হবে। নিউইয়র্কের প্রায় ১৪ হাজার ট্যাক্সির যে কোনোটি উবার এপস এর মাধ্য মে যাত্রী পরিবহনের সুযোগটি গ্রহণ করতে পারবে।

অনকেই এটিকে যুগান্তকারী পদক্ষেপ মনে করছেন এবং এর ফলে ইয়েলো ক্যাব চালক ও উবার, লিফট জাতীয় রাইড-শেয়ারিং কোম্পানীগুলির মধ্যে কয়েক বছর ধরে বিবদমান বৈরিতারও অবসান ঘটবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উবার ও লিফটের উত্থানে ইয়েলো ট্যাক্সি ব্য বসায় ভয়াবহ ধসের সৃষ্টি করে। ইয়েলো ক্যাবচালকরা এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছে।

উবারের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, ইয়েলো ট্যাক্সি চালকদের আরো কিছু উপার্জন করতে এবং আরোহীদের বিকল্প পরিবহন সুবিধা প্রদানে উবার অনেক দিন থেকেই কাজ করছে।

নিউ ইয়র্ক সিটির সাবেক ট্রানজিট কর্মী ব্রুস শেলার বলেন, এটি সবার জন্যই ইতিবাচক প্রস্তাব।

এ খবরটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে স্টক মার্কেটে উবারের স্টক ৩.৪% বেড়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন বিবেচনার প্রক্রিয়া দ্রুততর করার উদ্যোগ

৬২ পৃষ্ঠার পর

আবেদনকারীকে দ্রুত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডিপোর্ট অর্থাত্ বহিস্কার করার প্রক্রিয়া শুরু করবেন। তবে আবেদন নামঞ্জুর হলে আবেদনকারী ইমিগ্রেশ্যান আদালতে আপীল করতে পারবেন এবং সেটিও ৯০ দিনের মধ্যে বিবেচনা করা হবে এবং ইমিগ্রেশ্যান আদালতে আপীল নামঞ্জুর হলে আর আপীলের সুযোগ থাকবেনা এবং উক্ত আবেদনকারীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিস্কার করা হবে।

ভাড়াটিয়াকে নির্যাতনের অভিযোগে বাড়ীর মালিক বাংলাদেশী ডেন্টিষ্ট মাহফুজুল হাসান গ্রেফতার, জামিনে মুক্তিলাভ, একাধিক মামলা

৬২ পৃষ্ঠার পর

একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে ডা. মাহফুজুল হাসান ও ডা. বর্ণালী হাসানের বিরুদ্ধে।

ডা. মাহফুজুল হাসানের গ্রেফতার প্রসঙ্গে ডা. বর্ণালী হাসান একটি মিডিয়ার প্রিতিনিধিকে জানিয়েছেন, ভাড়া তুলতে গেলে ভাড়াটিয়ারা ভাড়া না দিয়ে ডা. মাহফুজুল হাসানকে হেনস্তা করার চেষ্টা করে।

এদিকে ভাড়াটিয়া ওয়াসি রহমান ও জান্নাতুল ফেরদাউসএর আইনজীবীদের সুত্রে জানা গেছে বাড়ীর মালিক ডা. মাহফুজুল হাসান ও ডা. বর্ণালী হাসান ইতোমধ্যে এলআরএপি প্রোগামের আওতায় বাড়ী ভাড়ার উল্লেখযোগ্য অংশের অর্থ সরকারের নিকট থেকে অনুদান হিসেবে পেয়েছেন।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অভিষেক

পেশাদারিত্বের মধ্যামে কমিউনিটিকে আরো শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ

৬২ পৃষ্ঠার পর

ভবন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এজন্য তার পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানসহ কমিউনিটিকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য প্রবীণ সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ-কে 'ফাজলে রশীদ সম্মাণনা' এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য মুশফিকুল ফজল আনসারী-কে 'প্রেসক্লাব সম্মাণনা' প্রদান করা হয়। তার হাতে প্ল্যাক তুলে দেন নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু।

অভিষেক আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ডা. চৌধুরী সারোয়রুল হাসানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে অভিষিক্ত নতুন কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং ফুল দিয়ে বরণ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও প্রেসক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা মনজুর আহমদ। এসময় প্রেসক্লাবের নব নির্বাচিত সভাপতি অবু তাহের, সাবেক সভাপতি মাহফুজুর রহমান ও সাবেক সহ সভাপতি তাসের মাহমুদ, আমন্ত্রিত অতিথি আবু জাফর মাহমুদ, শাহ নেওয়াজ ও এটর্নী মঈন চৌধুরী মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি আবু তাহের। এই পর্বের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ ছাড়াও আন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা মঈনুদ্দীন নাসের, 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড খ্যাত' বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, অ্যাসাল-এর চেয়ারম্যান মাফ মিসবাউদ্দিন, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আব্দুর রহীম হাওলাদার, সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার এবং নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমারের অফিসের কমিউনিটি লিয়াজোন অফিসর মোহাম্মদ আলী, ডা. বর্ণালী হাসান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নূরুল আজিম, হাফেজ আব্দুল্লাহ

আল আরীফ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আশা হোম কেয়ারের সিইও আকাশ রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ আবুল কাশেম, জয় চৌধুরী, মাজেদা উদ্দিন, সাইফুর রহমান খান হারুন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কলামিষ্ট সাঈদ তারেক, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক আজকাল-এর সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকো, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, চ্যানেল টিটি'র সিইও এবং নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শিবলী চৌধুরী, নিউইয়র্ক বাংলা সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণ, বিএফইউজে'র সাবেক দপ্তর সম্পাদক ও দৈনিক নয়া দিগন্ত'র বিশেষ প্রতিনিধি ইমরান আনসারী, সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা সম্পাদক ফরিদ আলম, হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল হক, একুশে টিভির নিউইয়র্ক প্রতিনিধি মাসুদুল কবির, ভোরের কাগজ-এর নিউইয়র্ক প্রতিনিধি শামীম আহমেদ, বিএনিউজ.কম সম্পাদক মমিন মজুমদার, ইয়র্ক বাংলা'র সম্পাদক আহমেদ রশীদ, ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি'র প্রতিনিধি এসএম সোলায়মান, নিউজবিডিইউএস সম্পাদক এস এম জাহিদুর রহমান, আওয়াজবিডি.কম সম্পাদক শাহ আহমেদ, বাংলানিউজ সম্পাদক শেখ এম খুরশান, ফটো সাংবাদিক সানাউল হক, বিডিইয়র্ক-এর শাহ ফারুক এবং জেমিনি ও পরিবর্তন সম্পাদক বেলাল আহমেদ সহ বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক/সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও্য টাইম টেলিভিশন-এর বার্তা সম্পাদক কাজী জেসীন, এনসিএন টিভি'র বার্তা সম্পাদক আবিদুর রহীম, ড. কনক সারওয়ার, মাঈন উদ্দিন আহমেদ, মাহাথির খান ফারুকী, আবিদুর রহমান, মনিজা রহমান, রওশন হক, এইচ বি রিতা, এমদাদ হোসেন চৌধুরী দীপু, সৈয়দ সুজাত আলী, আজাদ আহমেদ, সামিউল ইসলাম, সোহেল হোসাইন, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও সারোয়ার চৌধুরী সিপিএ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুর রব, বিশিষ্ট রাজনীতিক জিল্লুর রহমান জিল্লু, গিয়াস আহমেদ, জসিম ভূইয়া, কাজী আজম, ফিরোজ আলম, মাকসুদুল হক চৌধুরী, যুবদল নেতা আতিকুল হক আহাদ, শাহাদৎ হোসেন রাজু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খলিল গ্রুপ-এর কর্ণধার খলিলুর রহমান, সাউথইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ-এর কর্ণধার প্রফেসর এহতেশামুল হক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিনহাজ আহমেদ, সঙ্গীত শিল্পী আলেয়া ফেরদৌস, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক নিউইয়র্ক সিটির কম্পট্রোলার ব্যাড ল্যান্ডার-এর পক্ষ থেকে প্রক্লেমোশন এবং ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমারের পক্ষ থেকে প্রেসক্লাব-কে সাইটেশন প্রদান করা হয়। এছাড়াও নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সভাপতি রাফায়েল তালুকদার ও সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান নতুন কমিটিকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রানো নেওয়জ, শাহ মাহবুব ও তানভীর শাহীন। এছাড়াও সঙ্গীতের তালে দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্ট (বিপা)-এর শিল্পীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্ব উপস্থানায় ছিলেন প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম এবং ক্লাবের সদস্য নিউজ প্রেজেন্টার দিমা নেফারতিতি ও সাদিয়া খন্দকার। অভিষেক উপলক্ষে 'ভয়েস-২' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানটির ইভেন্ট পার্টনার ছিলো বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও এনওয়াই ইন্সুরেন্স। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কে সুচিত্রা সেন চলচ্চিত্র উৎসব ৩০-৩১ মার্চ, উদ্বোধন করবেন অভিনেত্রী মৌসুমী

নিউইয়র্ক: উপমহাদেশের কিংবদন্তি নায়িকা সুচিত্রা সেনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ৩০ ও ৩১ মার্চ উৎসবের আয়োজন চলছে নিউইয়র্কে। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন হলরুমে এ উৎসবের আয়োজক সুচিত্রা সেন মেমোরিয়াল ইউএসএ।দুই দিনব্যপী উৎসবের উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের ৩ বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রী মৌসুমী।

অনুষ্ঠানে বাংলা চলচ্চিত্রের একাল-সেকাল নিয়ে আলোচনা করবেন বিশিষ্টজনেরা। এরপর সুচিত্রা সেন অভিনীত চলচ্চিত্র প্রদর্শন হবে। উৎসব নিয়ে এক প্রতিক্রিয়ায় বিশিষ্ট অভিনেত্রী লুৎফুন নাহার লতা বলেন, সুচিত্রা সেন একজন কিংবদন্তি অভিনেত্রীর নাম। তিনি আমার কাছে নমস্য। তাঁর অক্লান্ত শ্রম ও সাধনা বাংলা সিনেমাকে দিয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল পরিচয়। তিনি শিল্পের এই শাখার এক মহান দিকনির্দেশক। তার অমলিন স্মৃতির জন্য নিরন্তর যারা কাজ করে যাচ্ছেন তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। উৎসবে প্রথম দিন একটি ও দ্বিতীয় দিন দুইটি ছবি প্রদর্শিত হবে বলে জানান সুচিত্রা সেন মেমোরিয়াল ইউএসএ-র কর্ণধার গোপাল সান্যাল। তিনি আরো বলেন প্যান্ডামিক কাটিয়ে বিরতির পর আবার আমরা মিলিত হবো। চা-কফি খেতে খেতে উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত ছবি দেখে নষ্টালজিয়ায় ভর করে দর্শকরা ঘরে ফিরবেন। উৎসবে সহযোগীতা করছে শাহ গ্রুপ।

উল্লেখ্য, কিংবদন্তি নায়িকা সুচিত্রা সেন ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল বাংলাদেশের পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোরের দিন কাটে পাবনা জেলার গোপালপুর মহল্লার হেমসাগর লেনে। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর সপরিবারে তাঁরা ভারতে চলে যান।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এর ১ম বাংলাদেশী লাইফটাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেলেন নিউইয়র্ক এর শেফ খলিলুর রহমান

পরিচয় রিপোর্ট: প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেলেন নিউ ইয়র্ক এর খলিল বিরিয়ানী হাউসের জনপ্রিয় শেফ খলিলুর রহমান। গত ১৯ মার্চ শনিবার নিউইয়র্করে ইউএন প্লাজায় জাতিসংঘের যুক্তরাষ্ট্র মিশনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পক্ষে তাঁর হাতে সার্টিফিকেট ও সম্মাননা স্মারক তুলে দিয়েছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত আমেরিকান কর্মকর্তা ড. সীমা কাতনায়া। অনুষ্ঠানে ড.কাতনায়া বলেন, 'এটা যুক্তরাষ্ট্রের একটি সর্বোচ্চ সম্মানজনক পদক। তাঁর হাতে এটি তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত।'

যুক্তরাষ্ট্রে জনসমাজের অগ্রযাত্রা এবং কর্মপ্রবাহে বৈশিষ্ট্যময় অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এমন সম্মাননা প্রদান করে থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল লাইফটাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার সদা বিনয়ী শেফ খলিলুর রহমান কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর সকল অগ্রযাত্রায় কম্যুনিটির সকল স্তরের মানুষের সমর্থন ও ভালোবাসার কথা বিশেষ করে বাংলা সংবাদ মাধ্যমসমুহের নিরন্তর সমর্থন ও সহযোগিতার কথা স্মরণ করেন। সাফল্য তাঁর একার নয়, সম্মান যা পেয়েছেন তাও তাঁর একার নয়, এটি বাংলাদেশের সম্মান, সকল বাংলাদেশীর সম্মান বলেই তিনি মনে করেন।

২০০৮ সালে ডাইভার্সিটি ভিসায় (ডিভি) যুক্তরাষ্ট্রে আসা ব্যাংক কর্মকর্তা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতকোত্তর খলিলুর রহমান আগ্রহী হয়ে পড়েন রন্ধনশিল্পে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে। নিউ ইয়র্ক ইনস্টিটিউট অব কালিনারি এডুকেশনে চার বছরের পাঠ চুকিয়ে একাধিক বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্টে কাজ করলেও আগ্রহী ছিলেন নিজের মতো করে খাবার রান্না ও পরিবেশন করায়।

২০১৭ সালের জুলাই মাসে ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় খুবই ছোট পরিসরে যাত্রা শুরু খলিল বিরিয়ানী হাউজের। তারপর ধীরে ধীরে একে একে খলিল হালাল চাইনিজ, খলিল পিৎজা এন্ড গ্রীল, খলিল সুইটস, খলিল সুপার মার্কেট এর মাধ্যমে গড়ে তোলেন কম্যুনিটির সর্বমহলে পরিচিত ও সমাদৃত ব্যবসায়িক ব্রান্ড যা বর্তমানে শতাধিক বাংলাদেশীর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে কম্যুনিটি সেবায় এক অনন্য অবদান রেখে যাচ্ছে।

সেই সাথে ব্যাপক আলোচনায় এসেছেন সুস্বাদু সব দেশীয় খাবারকে আরো বেশী মুখরোচক করার নিত্য প্রয়াসে। কেবল বাংলাদেশী গ্রাহকরাই নন, শেফ খলিলের খাবার এখন ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে আমেরিকানদের কাছেও। ২০২১ এর সভেম্বের নির্বাচনের পরপরই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নামে সুস্বাদু 'বাইডেন বিরিয়ান' চালূ করে ব্যাপকভাবে আলোচিত হলের তার আগে থেকেই আমেরিকার সবচাইতে আলোচিত কংগ্রেসওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ এর খুবই প্রিয় শেফ খলিলুর রহমান।

মাত্র ৫ বছরে এমন সাফল্য আসবে ভাবনায় ছিলনা শেফ খলিলের, তবে আশাবাদী ছিলেন সবসময়। যুক্তরাষ্ট্রে সম্পুর্ণ নতুন পরিবেশে এসে ভেবে চিন্তে অগ্রসর হওয়াটাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী।

প্রবাসে বাংলাদেশের রন্ধনশিল্পকে এক নতুন মাত্রায় টেনে তুলেছেন পরিশ্রমী ও খাবারের মানের সাথে আপোসহীন শেফ খলিলুর রহমান। তাঁর স্বপ্ন এখন সুদুর প্রসারিত। তাঁর হাতের রুচিসম্মত ও সুস্বাদু সব রান্নার মশলার মিশ্রণ প্রায় সম্পন্ন করে এনেছেন যার মাধ্যমে যে কেউ একটু আগ্রহী হলেই খুলতে পারবেন খলিল বিরিয়ানি মতো রেঁস্তরা।

পাশাপাশি শুরু করেছেন খলিল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশেও অনেক জনহিতকর কাজে সম্পৃক্ত হওয়া। শুধু তাই নয়, খলিল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেক নবাগতদের রেষ্টুরেন্টের বিভিন্ন কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকুরীর জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। তাঁর নিজের জীবনকেই উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে তিনি বলেন, সম্পুর্ণ নতুন ও তুলনামুলক বৈরী পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে তিনি যেভাবে সাফল্যের পথে এগুচ্ছেন, নবাগতরাও যেন তা থেকে সাহস পায়, অনুপ্রেরণা প্রায়, সেটিই তাঁর কাম্য। তাঁর মতে সাফল্য অর্জনে সাধনা এবং পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই।

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

The American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us. I congratulate you on taking it upon yourself to contribute to the public good, and I'm proud to present you with the President's Lifetime Achievement award in recognition of your 5,200 hours of service to this great Nation.

Throughout our country's history, the American story has been strengthened by those who combine an optimism about what can be with the resilience to turn that vision into reality. I know I'm not alone in recognizing that those who are willing to step up and volunteer in service of community and country are essential to the ongoing work of forming our more perfect union.

By sharing your time and passion, you are helping discover and deliver solutions to the challenges we face - solutions that we need now more than ever. We are living in a moment that calls for hope and light and love. Hope for our futures, light to see our way forward, and love for one another. Through your service, you are providing all three.

On behalf of the American people, I extend my heartfelt appreciation to you for your volunteer leadership, and I encourage you to continue to answer the call to serve. The country is counting on you.

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন বিবেচনার প্রক্রিয়া দ্রুততর করার উদ্যোগ

পরিচয় রিপোর্ট: গত বৃহস্পতিবার ২৪ মার্চ বাইডেন প্রশাসন সীমান্তে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার জন্য সুপরিকল্পিত একটি চূড়ান্ত নিয়ম প্রকাশ করার ঘোষণা দিয়েছে। প্রস্তাবিত নীতিমালা ৬০ দিন পর কার্যকর হবে এবং শুধু মাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশকারীদের জন্য। নতুন নীতিমালা কার্যকর হওয়ার আগে যারা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন করেছেন তাদের আবেদন পুরনো নীতিমালা অনুযায়ী বিবেচিত হবে। যারা বৈধভাবে ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন নতুন নীতিমালার আওতায় বিবেচিত হবেনা।

নতুন নিয়মের অধীনে, ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) আশা করে যে বর্তমান সিস্টেমের অধীনে কয়েক বছরের তুলনায় আশ্রয় প্রক্রিয়া গড়ে কয়েক

মাস সময় লাগবে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি আলেজান্দ্রো মায়োরকাস এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমাদের সীমান্তে আশ্রয়ের দাবিগুলি পরিচালনা করার জন্য বর্তমান ব্যবস্থাটি দীর্ঘদিন ধরে মেরামতের প্রয়োজন ছিল।

প্রস্তাবিত নীতিমালা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত অবৈধবাবে অতিক্রম করে যারা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করবেন তাঁদের আবেদন বিবেচনা করবেন ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) এর একজন অফিসার। যদি উক্ত অফিসার তাঁর আবেদন ও প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিতে সন্তুষ্ঠ হন, তাহলে তাত্ক্ষনিক ভাবে আবেদন মঞ্জুলখলথে পারবেন এবং আবেদনকারীকে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে প্রবেশ ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করবেন। আবেদন নামঞ্জুর হলে *বাকি অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়*

পুরুষ নাকি মহিলা, কারা বেশি পরকীয়ায় লিপ্ত হয়? গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। কিন্তু মানুষ কেন এই পরকীয়া সম্পর্কে জড়ায়? এবং কারা এই পরকীয়া করেন? এসব প্রশ্নের উত্তর যথেষ্ট *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বিরিয়ানি পেলেই কেন মন ভাল হয়ে যায়? খাবার আর মেজাজের যোগসূত্র কী

খাবার আর মনঙপরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যেমন ধরুন, মন ভাল করতে কখনও কখনও এক প্লেট বিরিয়ানিই কিংবা পছন্দের কোনও চকোলেটই *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অভিষেক

পেশাদারিত্বের মধ্যমে কমিউনিটিকে আরো শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ

নিউইয়র্ক: বর্ণাঢ্য অয়োজনে অভিষিক্ত হলেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ২০২২-২০২৩ সালের নতুন কমিটির কর্মকর্তারা। নব নির্বাচিত সভাপতি, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের এবং পুন: নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক আজকাল-এর বিশেষ প্রতিনিধি মনোয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটি শনিবার (১৯ মার্চ) সন্ধ্যায় ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত হন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউএস কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির কম্পট্রোলার ব্যান্ড ল্যাভার, ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেমব্লিম্যান ব্র্যায়ান বার্নওয়েল ও নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামসের

সিনিয়র এডভাইজার হোজে বয়াঙ্গে। কি-নোট স্পীকার ছিলেন এ্যামি অ্যাওর্ডপ্রাপ্ত মূলধারার বিশিষ্ট সাংবাদিক স্পেকট্রাম নিউজ-এর এসাইনমেন্ট এডিটর রাসেল বুম।

অনুষ্ঠানে বক্তারা পেশাদারী সাংবাদিকতার মধ্যমে কমিউনিটিকে আরো শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব কমিউনিটি বিনির্মাণসহ মূলধারার সাথে কমিউনিটির যোগসূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে এবং এই ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। বক্তারা বলেন, এথিনিক মিডিয়া হিসেবে বাংলা ভাষার মিডিয়াগুলো বাংলাদেশী কমিউনিটির খবর মূলধারায় তুলে ধরছে। যা প্রশংসার দাবী রাখে। তারা প্রেসক্লাবের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানের ইভেন্ট পার্টনার বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস-এর কর্নধার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ নিউইয়র্কে বাংলাদেশী সাংবাদিকদের স্থায়ী ঠিকানা/ *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

ব্রঙ্কসে বারী সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট ও হোম কেয়ার এর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

নিউ ইয়র্ক: বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় গত ১৮ মার্চ শুক্রবার বিকেলে বাঙালী মালিকানায় বারী সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট ও বারী হোম কেয়ারের শুভ উদ্বোধন হয়েছে । ব্রঙ্কসের ১৪১২ ক্যাসেল হিল এভিনিউ এলাকায় এই মাল্টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রথমে বাংলাবাজার জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়ার পরিচালনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের পর কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায় ও পেশার ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্ব সম্পন্ন করা হয়।

এরফলে একই ছাদের নিচে এখানে চালু হয়েছে গ্রোসারি, রেস্টুরেন্ট, পার্টি হল ও হোম কেয়ার সেবা।

বারী হোম *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

'বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী' - যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, বাণিজ্য সম্পর্ক এবং জনগণের মধ্যে অংশীদারিত্ব *বাকি অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়*

ডেমোক্র্যাটিক ক্লাবের ডিনারে চাক শুমার:

আবারো বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রশংসা

নিউইয়র্ক: ইউএস সিনেটের ম্যাজরিটি লিডার, নিউইয়র্কের জনপ্রিয় সিনেটের চাক শুমার আবারো বাংলাদেশী কমিউনিটি প্রশংসা করেছেন। অতি সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশী কমিউনিটির একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সর্বশেষ তিনি নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব, নিউ আমেরিকান উইমেন ফোরাম ও নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরাম এনওয়াই এই তিনটি সংগঠন আয়োজিত বার্ষিক ডিনার পার্টিতে অংশ নিয়ে সমবেত বাংলাদেশী-আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকালে তিনি *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কের ইয়েলো ট্যাক্সি এবার উবার অ্যাপসে

নিউ ইয়র্ক: নিউ ইয়র্ক সিটিতে গাড়ী চালকের তীব্র অভাবের ফলে রাইড শেয়ার প্রতিষ্ঠান উবার নিউইয়র্ক সিটির সকল ইয়েলো ট্যাক্সিকে তাদের অ্যাপসে *বাকি অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়*

ভাড়াটিয়াকে নির্যাতনের অভিযোগে বাড়ীর মালিক বাংলাদেশী ডেন্টিষ্ট মাহফুজুল হাসান গ্রেফতার, জামিনে মুক্তিলাভ, একাধিক মামলা

পরিচয় রিপোর্ট: ভাড়াটিয়াকে মারধর এবং নির্যাতনের অভিযোগে বাড়ীর মালিক নিউ ইয়র্ক একজন বাংলাদেশী ডেন্টিষ্ট ডা. মাহফুজুল হাসানকে গত ২২ মার্চ গ্রেফতার করেছে নিউ ইয়র্ক পুলিশ। ২৩ মার্চ জামিন পান ডা. মাহফুজুল হাসান। ডা. মাহফুজুল হাসান ও ডা. বর্ণালী হাসানের মালিকানাধীন ৪০-১৪, গ্রীন পয়েন্ট এভিনিউ বাড়ীতে ভাড়ায় থাকতেন বাংলাদেশী ওয়াসি রহমান ও জান্নাতুল ফেরদাউস। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে ডা. মাহফুজুল হাসানকে গ্রেফতার করা হয়। ইতোমধ্যে কুইন্স সুপ্রীম কোর্ট ও ক্রিমিনাল কোর্টেও শ্রম আইনের আওতায় *বাকি অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়*

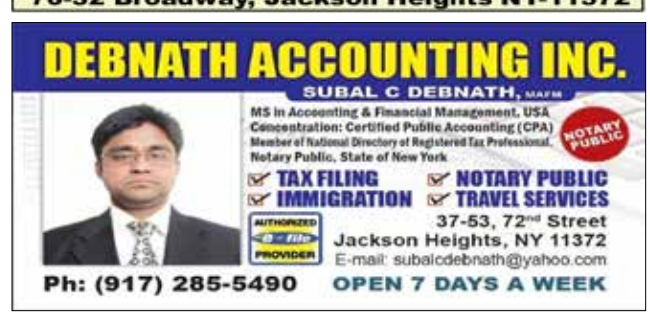

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯